খ্রীষ্ট সঙ্গীত

১৯২৯

ভবানীপুর ঃ কলিকাতা

খ্রীষ্ট-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইল। ১ম সংস্করণের কয়েকটি গান এবার বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি নূতন গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের রচিত গান এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভবানীপুর
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিষয় সূচী

গীত সংখ্যা।

সূচীপত্র

	রচয়িতা বা রচয়িত্রী		গীত সংখ্যা।
ছোট শিশু মোরা	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	...	২৭৮
জগত জীবন ধনে	প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৬২
জগত যত পার	অমৃতলাল নাথ	...	২২৬
জনমিল যীশু পুণ্য	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	২৩
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	৭০
জয় জয় রবে গাব	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	১২৮
জয় নিত্যাশ্রয় নিত্যানন্দ	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৩১
জয় প্রভু যীশু জয়	গগনচন্দ্র দত্ত	...	২৮
জয় যীশু গুণনিধি	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	১৩৯
জয় রাজ-রাজেশ্বর	(গীতাবলী)	...	১৩৩
জাগো সকলে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩
জানি হে যবে প্রভাত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭৪
জীবন আমার কর	প্রিয়ম্বদা দেবী	...	২৭৯
জীবন যখন শুকায়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৭
জীবনে আমার যত	ঐ	...	১৭৩
জীবন্ত ঈশ্বর এই	দুর্গাচরণ রায়	...	২৪৬
ডাকিছ কে তুমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২
ডেকেছেন প্রিয়তম	ঐ	...	১২১
তাই তোমার আনন্দ	ঐ	...	২০
তাপিত হৃদয়ে আজি	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৫২
তারকার সম তেজে	যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস	...	৯১
তিমিরময় নিবিড়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৩
তুমি এবার আমায়	ঐ	...	১৯৪
তুমি ধন্য তুমি ধন্য	চন্দ্রকুমার সরকার	..	১৩৪
তুমি ধন্য ধন্য হে	(পরিবর্ত্তিত)	...	৯৭
তুমি মম পালক	রজনীকান্ত গুহ	...	১৩৭
তুমি হে ভরসা মম	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩১
তুমি হে স্বর্গীয় মান্না	ভবানীচরণ চৌধুরী	...	২৫৫
তোমায় ছেড়ে কোথায়	ব্রজলাল গাঙ্গুলী	...	১৬১

	রচয়িতা		গীত সংখ্যা।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত

—:০:—

প্রাতঃকাল

১

মিশ্র ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

করে তব মহিমা প্রচার
তরুণ অরুণ ভাতি, শিশির উষার।
অনন্ত সুনীলাকাশে তোমারি জ্যোতিঃ বিকাশে,
প্রকৃতি জাগিয়া উঠি করে নমস্কার।
মন্দ মারুত করে তব যশঃ গান, বিহগ বিটপী 'পরে ধরে তব তান,
মোহিত গগন গিরি গাহিছে গুণ তোমারি,
ধরণী কুসুমাঞ্জলি দেয় উপহার।
যামিনী দিবসে ডাকি তব গুণ গায়, দিগন্ত ব্যাপিয়া যায় অব্যক্ত ভাষায়,
আমিও তাদের সনে গাইব আনন্দ মনে
তোমারি প্রেমের গাথা হে খ্রীষ্ট আমার!

২ ভৈরোঁ—ঠুংরি।

ভোর হইল ভানু প্রকাশিল, উঠ যীশু গুণ গাও রে,
যোড়করে যীশু পদ ধ'রে সঙ্গীতে পূজহ তাঁহারে।
মধুর স্বরে পাখী শাখী 'পরে আনন্দে বিভুগুণ গায় রে,
উঠ উঠ সব অলস মানব স্তব কর ত্রাণনাথ যীশুর রে।
মুদিয়া নয়ন পাপে অচেতন থাকিবে কতকাল হায় রে,
অন্তর আঁধার করহ অন্তর যীশু ত্রাণভানু হেরে।

———

৩ আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে। (এবে) অমৃতের অধিকারী
নয়ন খুলিয়া দেখ, করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ জ্যোতিঃ মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয় কবাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিতহারী ;
ডাকরে নাথে বিমল প্রভাতে পাইবে শান্তির বারি।

———

৪ কীর্ত্তন।

বড় আশা ক'রে, প্রভু তব ঘরে, এসেছে অধম জন।
রূপ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে, গলিবে পাষাণ মন (তোমার রূপ হেরে)।
ঘুচিবে যাতনা, পূরিবে বাসনা, জুড়াবে পাপ-দহন (তোমার পুণ্য রক্তে)
দেহ মন দিয়া, তোমারে সেবিয়া, লভিবে অক্ষয় ধন (দীন হৃদয় মাঝে)
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্ন খনি, তুমি হে হৃদি-ভূষণ (হৃদয় রতন তুমি)।
নেত্রের কজ্জল, আত্মার সম্বল, তুমি হে প্রাণ রমণ (ওহে ক্রুশবাহী)।
ওহে দীনবন্ধু, তব কৃপাবিন্দু, কর কর বরিষণ (পাপী হৃদয় মাঝে)।
পুণ্য রক্ত দিয়ে, এ দাসে কিনিয়ে, রাখ হে দীনশরণ (ঐ চরণ তলে)।

———

৫ কাফি—ঝাঁপতাল।

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি যোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে, কর্ম্ম-পারাবার পারে হে,
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে সমাপন হবে হে,
ওগো রাজ-রাজ একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

সায়ংকাল

৬ মিশ্র কেদারা—তেওরা।

থাক মম সাথে সন্ধ্যা-তমঃ গাঢ় এবে হৃদে এস মম,
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে দীননাথ! দয়া কর দীনে।
সংসারের মিথ্যা মোহ যত সকলি শীঘ্র হইবে গত,
যাহা দেখি সকলি অনিত্য—থাক সাথে ওহে ধ্রুব নিত্য।
বিঘ্ন মাঝে রক্ষ তুমি মোরে, তুমি ছাড়া পাপ অন্ধকারে
কে দিবে আলো, কে নিবে পথে, প্রভু থাক সদা মম সাথে।
তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে নাহি ডরি পাপ শত্রু সবে,
সর্ব্ব শোক দুঃখ পদে দলি, প্রসাদে তব, যাব হে চলি।
ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে, রাখ তব উজ্জ্বল কিরণে,
চল হে নিয়ে স্বরগ পথে, জীবনে মরণে থেকো সাথে।

৭

সিন্ধু—কাওয়ালী।

মম ত্রাণ-ভানু যীশু দয়াময় হে!
তুমি যদি রহ কাছে নাহি নিশা ভয় হে।
তব মুখ সুধাকর হেরি যেন নিরন্তর,
দিবানিশি মম হৃদে রহিও উদিত হে।
পাপতমঃ ভ্রান্তি যত কর নাথ তিরোহিত,
তব প্রীতি-করে পূর পাতকী হৃদয় হে।
যবে মম এ নয়ন হবে নিদ্রাতে মগন,
তোমাতে বিশ্রাম যেন লাভ মম হয় হে।
নিশিদিন মম সাথ রহ ওহে ত্রাণনাথ,
জীবনে মরণে যেন পাই শ্রীচরণ হে।

———

৮

পূরবী—আড়া।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসার ধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি পথে নিরন্তর হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে।

———

৯ পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন—
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও তাঁহার শরণ লও,
ভবকর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-হরণ।

প্রভুর দিন

---

১০ কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

ওহে ভক্তের জীবনের জীবন একবার দয়া ক'রে এস এস হে!
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে এস এস হে! (এস হে কাঙ্গাল শরণ)
তোমার ভক্ত সমাজের মাঝে এস এস হে! (এস হে ভক্তের জীবন)
এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর এস এস হে! (এস হে শান্তিদাতা)
এসে পতিতে পবিত্র কর এস এস হে! (এস হে পতিতপাবন)
এস নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি এস এস হে! (এস হে রূপের সাগর)
এস তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াই এস এস হে! (এস হে মনোমোহন)
এসে তোমার প্রেমে মাতাও সবে এস এস হে! (এস হে প্রেমময়)

১১

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

হৃদে হের্‌ব আর অভয় চরণ পূজ্‌ব হে!
আজি ভাই ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব
তোমার অভয় পদে হে।
তোমার দরশনে দীনবন্ধু! পাপ-মুক্ত হ'ব,
প্রাণ শীতল হ'বে হে।
তোমার গুণরাশি মনে করি আনন্দে মাতিব,
গুণের সীমা নাহি হে।
তোমার যীশু নাম মধুর নাম সকলে গাইব,
আশা মিটাইব হে।
তোমার পবিত্র শোণিতে সবে পরিষ্কৃত হব,
পাপ হৃদয় ধু'ব হে।
তোমার সুমধুর ক্রুশের কথা সবে শুনাইব,
সবে মাতাইব হে।
আমরা ধন মান দেহ প্রাণ চরণে সঁপিব,
চিরকালের মত হে।
চিরদাস হয়ে চরণ-তলে পড়িয়ে রহিব,
এ জনমের মত হে।

———

১২ সুরট মল্লার—একতালা।

আজি পবিত্র বাসর, অবসর পেয়ে নর
এস সরল হৃদয়ে ডাকি কৃপাময়ে ভকতি ভরে করি যোড়কর।
পাপীর কারণে প্রাণ ত্যজি যিনি পুনশ্চ সজীব হ'লেন মৃত্যু জিনি'
ত্রাণাধার তিনি; যদি কর স্তুতি খণ্ডিবে দুর্ম্মতি,
অগতির গতি সেই নরেশ্বর।
বিষম বিষয় করি পরিত্যাগ পরমার্থ তত্ত্বে কর অনুরাগ,
হইয়া সজাগ থাক সচেতনে পরম যতনে,
পতনে কি ভয়? হও অগ্রসর।
খ্রীষ্টের চরিত্র কর অনুধ্যান পাইবে যাহাতে সুপথ সন্ধান,
এই সুবিধান; প্রভু কৃপাবলে তারেন দুর্ব্বলে,
ভক্তে যদি ডাকে ভক্তি পুরঃসর।

---

১৩ সুর—পুণ্যোতে এই বেলা।

এলেম তব দ্বারে, ভিক্ষার ঝুলি প্রভু দেও পূরে,
মোদের যত প্রয়োজন আছে তব ভাণ্ডারে।
যীশুর রক্তে ক্রীত ধন আছে সব অগণন,
কর আজি বিতরণ নির্ধনে দয়া ক'রে।
দুঃখী কাঙ্গাল যত জন কর তাদের ধনবান,
হয়ে প্রফুল্লিত মন প্রশংসিবে তোমারে।
ধনবান হব ব'লে এসেছি মোরা সকলে,
দয়ার ভাণ্ডার দাও হে খুলে, তৃপ্ত কর দান ক'রে

আগমনী

১৪

সিন্ধু বারোঁয়া -- যৎ।

তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্ নি তাঁর পায়ের ধ্বনি ?
ঐ যে আসে, আসে, আসে !
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষেপার মত,
সকল সুরে বেজেছে তাঁর আগমনী ; সে যে আসে, আসে, আসে !
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে !
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে !
দুঃখের পরে পরম দুঃখে, তাঁরি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে দেয় সে পরশমণি !
সে যে আসে, আসে, আসে !

১৫

ভৈরবী—একতালা।

এস এস হৃদয় মন্দিরে,
শূন্য মম মলিন অন্তরে।
অসীম প্রেমে আসিলে নেমে মানব দেহে অবনী 'পরে,
ঘৃণিত ক্রুশে চোরের বেশে সহিলে মৃত্যু পাপীর তরে।
হে যীশু ত্রাতা মুকতিদাতা ! পবিত্র শুদ্ধ কর হে মোরে,
তোমার আত্মা শকতিদাতা বরিষ মম হৃদয় 'পরে।

---

১৬ মিশ্র কেদারা—একতালা।

কে জানে কোন্ রূপ ধ'রে সে আস্‌বে হৃদয় দুয়ারে,
কোন্ সুরে প্রাণ উঠ্‌বে ভ'রে পরাণ-প্রিয়ের ঝঙ্কারে!
আস্‌তে পারে কাঙ্গাল বেশে
পরের অভাব নিয়ে,
হয়ত রে সে ডাক্‌বে এসে
বজ্র আঘাত দিয়ে;
আসুক নাকো যে বেশ ধ'রে
নির্ভয়ে ধরিস্ তাঁরে—
চায় সে শুধু পেতে তোরে
ধরা দিয়ে আপ্‌নারে।
দুয়ারখানি খুলে তাঁরে
বসিয়ে হৃদি মাঝারে
চরণ দুটী দিস্‌রে ভ'রে
চুম্বনে আঁখির ধারে।

---

১৭ খাম্বাজ—আড়খেমটা।

এস মন মন্দিরে যীশু হে!
বিদরে হৃদয় প্রভু তোমায় না হেরে।
এস এস প্রভু এস, আমার হৃদয়ে ব'স,
প্রেমফুলে নয়নজলে পূজি তোমারে।
তৃষিতা হরিণী প্রায় ব্যাকুল যে এ হৃদয়,
দেখা দাও দয়াময় আসি সত্বরে।

তুমি মম প্রাণেশ্বর, ভক্তবৃন্দের মনোহর !
তুমি পরম সুন্দর ! দেখে মন হরে ।
তব রূপ সদা হেরে ভাসি তব প্রেম পাথারে,
ভব-ভয় যাব ত'রে তোমার নাম ক'রে ।

---

১৮ কীর্ত্তন—একতালা ।

যীশু এস আমার অন্তরে—
জুড়াব প্রাণ তোমারে হেরে ।
তোমার মোহন মূরতি হেরে যাবে দুঃখ অন্তরে ।
আমার তাপিত প্রাণ শীতল হবে পেলে তোমায় অন্তরে ।
তোমার বিচ্ছেদে নরক যাতনা ভোগে পাপী অন্তরে ।
তোমার সহবাসে স্বর্গ-সুখ হয় এই সংসারে ।
যীশু তুমি যথা স্বর্গ তথা—এস আমার অন্তরে ।

---

১৯ ইমন কল্যাণ—চৌতাল ।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস মনোরঞ্জন ।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি',
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্ব ভঞ্জন ।

---

২০ মিশ্র জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা।

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে :
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফির্‌চ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

---

২১ বাহার-বাগেশ্রী—তেওরা।

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্রসূর্য্য তোমায় রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল সাঁঝে তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে গেছে আমায় ডেকে।
ওগো পথিক আজ্‌কে আমার সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে।

২২

বাউলের সুর—ঢিমে তেতালা।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা,
দীন জনার বন্ধু আমি সকলে জানে—
ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী আমি সকলে জানে।
*   *   *   *
দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন পাপীর থাক্‌তে পারি নে।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব

২৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

জনমিল যীশু পুণ্য শিশু আজি ধরাতলে,
স্বর্গলোকে জয় গীত গায় দূতদলে।
আহা কি রূপের ভাতি, তরুণ অরুণ কান্তি,
অন্ধকার মাঝে যেন রত্ন মণি জ্বলে।
মেরী জননীর আঁখি ভাসে প্রেম-জলে
দেখাইতে মহেশ্বরে মানব সকলে।
শিখাইতে ধর্ম্মনীতি, শত্রুরে করিতে প্রীতি,
নাশিতে পাপ কুরীতি পুণ্যের অনলে।
হায় কবে যীশু মণী আমার ভিতরে পশি'
করিবেন লীলা বসি' হৃদয় কমলে।

২৪

মিশ্র।

নীল নিবিড় নীরদ ভেদি' ছুটিল মঙ্গল গাথা—
উজলি' অম্বর নবীন বরণে, অনল-লোহিত-কনক কিরণে,
ঘোষিল উচ্চে অমরবৃন্দ মশীহ্ জনম কথা।
কলুষ-মলিন আঁধার ভুবনে উদিল ত্রাণ-তপন,
হেররে পাপি, কেন নিরাশ, লভিবে নব জীবন।
ত্যজি' অমর বিভব, অমর গৌরব, পুণ্য অমর ভবন,
ভুবনভার কলুষ নাশিতে, আশ্রিত জনে জীবন দিতে,
লভিলা জনম এ নর-ভবনে পাতকী-বান্ধব জন।
আজি ভবভয়হর তারণগুরু ডাকিছেন দীন জনে—
কেবা আছ কার বিফল জীবন, নিরাশা-পীড়িত আকুল পরাণ,
এস শান্তি উৎস ফুটিবে তোমার নিরাশ মলিন প্রাণে।

———

২৫

খাম্বাজ – সুর ফাঁক্‌তাল।

আজি দেবদূত গাইছে মধুর স্বরে—
সনাতন দুঃখহরণ যীশুধন জন্মেছেন আজ অবনী 'পরে।
পূর্ণ গগন গভীর রবে বলে উচ্চৈঃস্বরে,
জগতে শান্তি, মানবে প্রীতি, হোক্ আজ ধরণী 'পরে।
শান্তির রাজা যিনি শান্তি-আকর,
পুণ্যময় যিনি পুণ্যের আধার,
জীবন দেন যিনি মৃত জনারে,
আলোক দেন যিনি ঘোর আঁধারে,
পূজ সেই রাজ-রাজে আজি ভক্তিভরে।

———

২৬

ভৈরবী—একতালা।

শুন নারী-নর যীশু ত্রাণেশ্বর জন্মেছেন আজ এ ধরাধামে।
ধায় শত শত আকুলচিত তাঁহার অমৃত-সদনে।
গাইছে দূতেরা হ'য়ে মাতোয়ারা, বলিছে সবারে এই বাণী তারা—
ধরাতলে শান্তি, নরকুলে প্রীতি হোক্ নিতি নিতি এই ভুবনে।
এস গো ভগিনী, এস রে ভাই, তাঁর চরণতল ঘেরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, প্রাণ খুলে তাঁর যশোগীত গাই,
যাঁর আগমনে প্রাণ জাগিল, যাঁহার পরশে পাষাণ গলিল,
হেরি অনিমেষে সেই ঈশসুতে হৃদয়-নিভৃত-কাননে।

২৭

কীর্ত্তন।

বল জগতে আনন্দ-সমাচার—
হবে হবে রে পাপীর উদ্ধার।
দেখ জ্ঞানের চক্ষেতে, বিধির বিধান মতে,
খ্রীষ্ট যীশু জন্মিলেন এই ধরাতে,
পাপী ত'রে যাবে কৃপায় তাঁর।
স্বর্গদূতেরা সব গায়, অতি মধুর ভাষায়—
শান্তি প্রীতি মানবেতে হউক ধরায়'
বাঁধ পরস্পরে প্রেমে তাঁর।
মেরী জননীর কোলে এক ক্ষুদ্র গোশালে
যাব-পাত্রে সেই শিশু আশ্রয় নিলে,
জগৎ ভেসে গেল কৃপায় তাঁর।
পাপী কে কোথায় আছ, আজ ছুটিয়া এস,
হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে বস,
হোক্ প্রেমে প্রেমে একাকার।

---

২৮ ভৈরোঁ—ঠুংরি।

জয় প্রভু যীশু! জয় প্রভু যীশু! জয় জয় সত্য সনাতন!
জগত তারণ করণ কারণ আইলে এ মর্ত্ত্য ভুবন।
অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা শেষ না হয় কখন।
ভকত-প্রাণ, ভকত-জ্ঞান, ভকতের অমূল্য ধন,
পতিত-পাবন, ভকত-ভূষণ, ধন্য ঈশ্বর-নন্দন।

---

২৯ মিশ্র—কাওয়ালী।

এস পুরবাসী শান্তি প্রেম ত্রাণাভিলাষী—
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা রস মধু ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু ধারা।
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশার পথ চেয়ে বরষ কাহার কাটিয়াছে,
শুন গো কাঙ্গাল জন দয়াল যীশুর আবাহন 'এস এস আমার কাছে'।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন,
দুঃখী কেবা আছ শুন গো বারতা, ডেকেছেন তোমারে জগতের ত্রাতা।

এপিফানী ও খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন

৩০ মিশ্র—একতালা।

হে যীশু আজিকে তোমারি চরণে এসেছি করিতে দান,
যা' দিয়েছ তুমি এনেছি সকলি—তনু মন জ্ঞান প্রাণ।
নাহিক মোদের কুন্দুরু, কাঞ্চন, নাহি গন্ধরস, নাহি কোন ধন,
নাহিক প্রতিষ্ঠা, নাহি যশঃ মান, নহি গো প্রতিভাবান—
তোমারি যা' দান তোমারি চরণে এনেছি করিতে দান।
হৃদয় ভরিয়া এনেছি ভকতি, পরাণ পূরিয়া এনেছি প্রতীতি,
আনিয়াছি প্রীতি, ধরমের মতি, এনেছি ভগন মন—
যা' কিছু দিয়েছ এনেছি আজিকে তোমারে করিতে দান।
দীন মোরা তাই দীন আয়োজন, এস প্রভু এস কর হে গ্রহণ,
মোদের জীবন, মোদের পরাণ, লও হে করিয়া তব,
তোমার যা' কিছু দাও আমাদের, দাও হে জীবন নব।

---

৩১ মালকোষ—একতালা।

হে রাজার রাজা! পর্ণকুটীরে যেদিন তুমি গো মেলিলে আঁখি,
হর্ষে ভরিল ভুবন, বাঁধিলে স্বরগে মর্ত্ত্যে প্রেমের রাখী।
অনন্ত স্বর্গ ভাণ্ডার লুটি' বিতরিলে সবে প্রেমের সুধা,
মিটায়ে পাপীর প্রাণের পিয়াস, নিবারি' বিশ্ব মরম ক্ষুধা।
সে উৎসব রাতে অযুত চন্দ্রে কোটী তারকায় রচিল ভূষা,
প্রণাম করিল চরণপ্রান্তে শ্বেত কিরীটিনী কনক উষা।
ভিখারিণী মার স্নেহের দুলাল, মিলেনি তোমার নবনী ক্ষীর,
তোমারি লাগিয়া ঝরিত কেবলি মায়ের বুকের অমৃত নীর।

---

৩২ বিভাস—একতালা।

যর্দ্দনের তীরে এলেন ধীরে ধীরে যীশু দেবরাজ পুণ্য অবতার—
বিলম্বিত কেশ, মনোহর বেশ, যেন দিব্য মেঘ বিহীন-বিকার।
ত্যজি গৃহবাস আত্মীয় স্বজনে, যুডিয়ার বনে যোহন সদনে,
বালকের মত হ'য়ে অবনত, বলেন দেও মোরে জল-সংস্কার।
অবগাহনান্তে উঠিলেন যবে, হ'ল দৈববাণী সুগম্ভীর রবে—
"ইনি মম প্রিয় পুত্র, ইঁহাতেই পরম সন্তোষ আমার,"—
বহিল তখন স্রোতঃ আনন্দের, পবিত্রাত্মা নামে রূপে কপোতের,
আকাশ ভূতল করিয়া উজল, খুলে গেল স্বর্গধামের দুয়ার।

---

৩৩ মালকোষ—একতালা।

কাঙ্গাল গেহের মহান অতিথি! হে রাজার রাজা! হে দীন নিঃস্ব!
প্রণত আজিগো চরণে তোমার ভকতি-মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব।
হে নবীন যতি! গেহ তেয়াগিয়া ফিরিলে না তুমি কানন মাঝে,
সাধনা তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে বিকায়ে আপনা সবার কাজে।
ব্যথিত আর্ত্ত দেখেছ যেখানে সেথায় আপনা মরম পাতি'
তুলিয়া ল'য়েছ বেদনার ভার, হে করুণাময়! দিবস রাতি।
অশ্রুমলিন ধরার মাঝারে বিশ্ব ভুলানো তোমার হাসি
মর্ম্মের কারা দিয়াছে উজলি ছড়ায়ে শুভ্র সুষমা রাশি।

---

৩৪ মিশ্র।

প্রভুর স্বরূপ দেখিল যেদিন শিষ্য আঁখিতে তাহার জাগিল পরম দৃশ্য,
আনন্দ ব্যথায় ভরিল তাহার বিশ্ব, কহিল সে নতশিরে—
হে আমার রাজা যেথায় পূরালে আশ বিকাশি আপনা, সেথায় করিব বাস,
সেথা মন্দির গড়ি তোমারে বসাবে দাস, ঘরে নাহি যাবে ফিরে।
করুণার হাসি হাসিয়া প্রেমের রাজ কহেন শিষ্যে---আমার এ মোহন সাজ
নিত্য না রবে, আমার হবে না কাজ সাজিলে নিতি এ রূপে।
যেতে হবে যেথা অশ্রু বেদনা জাগে, যেথা নিখিলের প্রতি ধূলিকণা স্নেহ মাগে
মন্দির রবে পূর্ণ বন্দনা রাগে ব্যর্থ আরতি-ধূপে।
প্রভুর চরণে শিষ্য ফিরালো আঁখি—
আমারে তোমার সাথে লহ প্রিয় ডাকি'
শূন্য মন্দির, কেমনে আমি গো থাকি
বিরহী হিয়ারে ধ'রে।
(আমি) রচিব তোমার আসন ভুবন ভরি',
(আমি) পূজিব তোমার বিশ্ব মূরতি গড়ি',
(আমি) নিখিলের সব ধূলা মাঝে রব পড়ি',
তোমার চরণ 'পরে।

---

৩৫ ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ধন্য যারা শুদ্ধচিত, দীন শোকার্ত্ত বিনীত,
পাবে তারা ঈশ দরশন।
ধরমের লাগি যেই দুঃখ পায় ধন্য সেই,
পুরস্কার পাবে সেইজন।

প্রাণ দাও পরহিতে, আন স্বর্গ পৃথিবীতে,
চাহ যদি অনন্ত জীবন।
দ্বিজাত্মা বিশ্বাসী হও, পুনরায় জন্ম লও,
আমিত্বের করিয়া নিধন।
যারা ঘৃণা নিন্দা করে করহ তাদের তরে
প্রার্থনা পিতা ঈশ সদনে।
প্রেমে পুণ্যে হ'য়ে পূর্ণ অসদ্ভাব কর চূর্ণ,
যথা পূর্ণ পিতা স্বর্গধামে।

---

৩৬ মিশ্র কেদারা—কাওয়ালী।

দেখিয়া ধর্ম্মের ঘরে লোকে বিকি কিনি করে
ধরিলা ভৈরব মূর্ত্তি যীশু দেবরাজ।
দূর করি দেয় ঠেলি বিক্রেয়-আধার ফেলি,
বলে—হায় ধর্ম্মগৃহে এই কিরে কাজ!
আমার পিতার ঘর রে অধম পাপী নর
চোরের আলয় সম করিয়া ফেলিলি?
দূর হ' পাষণ্ড মতি, হবে কি তোদের গতি?
ধর্ম্মের মন্দির হট্টমন্দির করিলি।

---

৩৭ মল্লার—আড়খেম্‌টা।

কি অপূর্ব্ব প্রেম প্রকাশিলে—
পাপীজনে উদ্ধারিতে পরাণ সঁপিলে।
নর-দেহ ধারণ করি, ভূমণ্ডলে অবতরি,
সর্ব্ব-সুখ পরিহরি, দরিদ্র হ'লে;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম!
রাজপদ অগ্রাহ্য করি সূত্রধর হইলে। (ওহে তারক)

পক্ষী বাসা পায় বৃক্ষে, শৃগাল গর্ত্তে থাকে সুখে,
কিন্তু মস্তক কর্‌তে রক্ষে স্থান না পেলে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম !
স্বর্গের ঈশ্বর হ'য়ে তুমি দাসরূপী হ'লে। (ওহে তারক)
জ্ঞান দিতে নরগণে, ভ্রমণ কৈলে স্থানে স্থানে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিজ প্রাণে কাতর হ'লে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম !
প্রেমগুণে মৃতজনে নবজীবন দিলে। (ওহে তারক)
কীটস্থ কীট মর্ত্ত্য নরে জীবন-মুকুট দিবার তরে,
কণ্টক-মুকুট নিজ শিরে, বহন করিলে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম !
গলগথা হইতে প্রেমের নদী বহা'লে। (ওহে তারক)

মহোপবাস ও অনুতাপ

—:*:—

৩৮ আলেয়া—আড়াঠেকা।

আমার কি হবে উপায়, দয়াময়! বৃথা দিন যায়,
অকৃতী অধম আমি অতি দুরাশয়।
জ্ঞানকৃত অপধাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।

নিজ দোষে বারম্বার করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্কভারে অবসন্ন প্রায় ;
আপন কুকর্ম্মফলে দিবা নিশি মরি জ্বলে,
অনলে পতঙ্গে যেমন জীবন হারায়।
সহেনা সহেনা আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে প্রাণে তোমার দুর্ব্বল তনয়।

৩৯

কেদারা—তেওরা।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে—
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুঃখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে।

৪০

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

একবার বল যীশু, বল বল এ পাপীরে—
"ক্ষমিলাম পাপ তব, যাও সুখে নিজ ঘরে"।
কুষ্ঠরোগে এ অন্তর হ'য়েছে হে জর জর,
শুনেছি তব রুধির হৃদি-ক্ষত সুস্থ করে।
হরিতে কলুষ রাশি হইয়াছ যীশু মশী,
নিজ প্রতাপ প্রকাশি' নাশ পাপ অন্ধকারে।
ওহে নাথ দয়াময় দেহ দীনেরে আশ্রয়,
নহিলে তো প্রাণ যায়, কে আর পাপীরে তারে।
সুপবিত্র কর মন, প্রদান নব জীবন,
ত্রাণধনে ধনবান কর যীশু কাঙ্গালেরে।

৪১

গারা—ঝাঁপতাল।

ক্রুশ কাছে সর্ব্বক্ষণ রাখ হে আমায়,
সদাই প্রেমের স্রোতঃ বহিছে যথায়।
পাপ ভয়ে অবিরত আছি প্রভু সশঙ্কিত,
তোমার ক্রুশ-শোণিত কেবল সহায়।
পাপ হ'তে রক্ষা পেতে ভ্রমেছি সর্ব্বজগতে,
এসে ক্রুশ নিকটেতে, পেয়েছি অভয়।
পাপময় পৃথিবীতে, পরীক্ষা ভয় চতুর্দ্দিতে,
রাখ নাথ যতনেতে ক্রুশের তলায়।

* * * *

৪২

খাম্বাজ—ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ?
নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা, দুঃখী জনে তুমি নেবে তুলে
তাপ-হরণ স্নেহ কোলে।

———

৪৩

ভৈরবী—একতালা।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে।
এত দিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা,
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়োনা গো দিয়োনা আর ধূলায় শুতে।

৪৪

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা, আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান;
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুনগো আমারো এই মরম বেদনা।

৪৫

মূলতান—একতালা

আমার গতি কি হবে
যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে?
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তিদাতা কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা অনাথশরণ হে।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন,
আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন;
দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা' হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে ম'লে এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে।

৪৬ ভৈরবী—একতালা।

প্রভু, পবিত্রতা দাও মোরে,
যেন কুচিন্তা সকল, ভীষণ গরল,
এ দীনের প্রাণ বিনাশ না করে।
যে চিন্তা যে ভাব দূর করিবারে সতত বাসনা করি হে অন্তরে,
সে চিন্তা সে ভাব কেমনে প্রবেশে বুঝিতে পারি না, হৃদয় আগারে।
হ'য়েছি কাতর, ওহে দয়াধার, কলঙ্কিত চিত তুমি পূত কর,
তুমি মম বল, তুমিই সম্বল, তোমা ভিন্ন দাস কিছু নাহি পারে।
পাপের শকতি হ'তে দাও মুক্তি, বাড়াইয়া দেহ প্রেম ও ভকতি,
যেন দিন দিন তোমারি অধীন হই প্রভু, এই বাসনা অন্তরে।

---

৪৭ ভীমপলশ্রী—ঢিমেতেতালা।

ভবভয়হারী কাঙ্গালকাণ্ডারী
দুর্গতিনাশন যীশু হে!
প'ড়েছি বিপদে দেহ স্থান পদে
পদাশ্রয় বিনা নাহি গতি হে।
পরীক্ষা তরঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্ক
হ'য়েছে হৃদি মাঝারে—
আকুল হ'য়েছি ডরে,
পুরাণো তরণী, বাহিতে না জানি,
দেহ যুগল চরণ তরি হে।
লোভ মোহ আদি হইয়াছে বাদী,
কুসঙ্গ হিল্লোল হানে—
পলকে প্রমাদ গণি,
পঞ্চেন্দ্রিয় তায় যথা তথা বায়,
হও তুমি মম কাণ্ডারী হে।

৪৮

রাজবিজয়—ধামার।

এ দীন তোমারে চাহে হে জগত-ত্রাতা,
তোমারে জানাতে চাহে মরমের ব্যথা।
প্রাণ চায় দিতে তার ও চরণে সব ভার,
আনিতে ফিরায়ে পুনঃ প্রাণে প্রফুল্লতা ;
মুছাতে এ অশ্রুধার কেহই নাহি গো আর,
হৃদয়ে জাগিছে তাই এই ব্যাকুলতা।
ক্রুশোপরে প্রাণদানে বাঁচায়েছ পাপিগণে,
জাগায়ে দাওগো প্রাণে নব সজীবতা ;
বিষম এ পাপভার যেন গো রহে না আর,
অন্তরে জাগিছে শুধু এই আকুলতা।

———

৪৯

আসোয়ারি—চৌতাল।

রক্ষা কর হে—
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা কর হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার র'য়েছে রোধিয়া হে,
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে।

৫০ আলেয়া—যৎ।

সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে!
তুমি পাপী ব'লে ত্যজিয়াছ কারে কোন্ কালে?
যখন আমি যে দিকে চাই, সর্ব্বদা ত দেখিতে পাই
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া ক'রে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা নিমেষেতে তরে তারা
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে।

—

৫১ ভৈরবী—একতালা।

খোল খোল দ্বার, খোল একবার, পাপী এসেছে দ্বারে,
পাপী ডাকিছে, পাপী কাঁদিছে পাপ তাপ ভারে।
'আঘাত কর খুলিব দ্বার' ব'লেছ ব'লেছ কতবার,
(তবে) খোল খোল দ্বার, ডাকি বার বার, আঘাত করি দ্বারে।
রেখনা রেখনা বাহিরে আর, ডেকে লও লও ভিতরে এবার,
আমার গুণে নয়, নিজগুণে তোমার, দয়া কর পাপী ব'লে।
তোমার চরণে পাপের ভার নামায়ে করিব নমস্কার,
(ঐ) চরণে চাহিয়ে, মহিমা গাহিয়ে, ব'সে রব একধারে।

—

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

—:*:—

৫২

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এ ঘোর তামসী নিশায়, কে তুমি বিজন বনে ?
দহিতেছে কলেবর দীর্ঘ শ্বাস হুতাশনে।
ও চারু নির্ম্মল কায় কেন ধুলাতে লুটায় ?
দেখে হৃদি ফেটে যায়, ঝরে অশ্রু দু'নয়নে।
নিদাঘে স্বেদের মত ঝরিছে রুধির স্রোতঃ,
আহা মরি কেন এত সহি'ছ দুঃখ জীবনে।
ঊর্দ্ধে করি নেত্রপাত, জুড়িয়া যুগল হাত,
কেন বলি পিতঃ পিতঃ ডাকিছ কাতর মনে।
তারিতে পাতকীকুল যদি হে এত ব্যাকুল,
ওহে অকূলের কূল, তার এ অধম জনে।

———

৫৩

দেওগিরি—একতালা।

গেৎশিমানী বনে, বিজন কাননে, প্রভু কি কারণে
বসেছ একাকী,
কিসের লাগিয়ে নগর ত্যজিয়ে এখানে আসিয়ে
মুদিয়াছ আঁখি ?
তিক্ত পানপাত্র দেখি তব গাত্র শিহরয়ে সত্য,
ওহে ত্রাণপতি,
তাহারি কারণ হয়ে ক্ষুণ্ণ মন আসিয়া বিজন,
ভাবিতেছ নাকি।

মম পাপ তরে, নিজ কলেবরে, এত কষ্ট ধ'রে,
করি'ছ ক্রন্দন ;
আহা নাথ মম, মম পাপ ক্ষম, পাপী আমা সম
কারে নাহি দেখি।
ওহে পাপ-হারি! তব দুঃখ স্মরি চক্ষে বহে বারি,
সম্বরিতে নারি ;
অভাজন আমি, দয়া কর স্বামী, মম ত্রাতা তুমি,
তব পদে থাকি।

---

৫৪ বিভাস—একতালা।

যদি হয় সম্ভব হে প্রাণবল্লভ! এই পানপাত্র কর স্থানান্তর,
কিন্তু নয় আমার, হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ঘোর দুঃখের ভিতর!
দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর বলিব কি আর,
দাও হে কেবল শান্তি ধৈর্য্য বল, কৃতাঞ্জলিপুটে যাচি এই বর।

---

৫৫ সুরট-জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কাঁদে যীশু পিতা ব'লে একাকী বিজন বনে,
রক্ত ঘর্ম্ম ছুটে দেহে, ধারা বহে দু'নয়নে।
অদূরে ব'সে নীরবে শিষ্য সহচর সবে, নিদ্রাভারে অবশাঙ্গ,
নিরাশ বিষণ্ণ মনে।
উন্মাদ পবন বহে স্বন স্বন গিরিশিরে, কাঁদিছে অলিভ তরুরাজি
নিশির শিশিরে,
শশাঙ্ক শোকে মলিন, আকাশ তারকাহীন, আকুল পরাণ তাঁর
কাঁপিছে সঘনে।

লুটায়ে ধরণী, কয়—যদ্যপি সম্ভব হয়, বাঁচাও আমারে পিতা
লইনু চরণাশ্রয়,
কিন্তু যাহা ইচ্ছা হয় তাই কর ইচ্ছাময়, হউক তোমার জয়
জীবনে মরণে।

৫৬

আলেয়া—একতালা।

দেখ রে পাপীর তরে কাঁটার মুকুট মাথাতে,
ক্রুশ-ভারে অবনত পথ বাহি' যাইছে।
তিরস্কার অপমান সবে তাঁরে করিছে,
সদ্দূকী ফরীশিগণে ব্যঙ্গ করি' হাসিছে।
যিনি এক নিমিষেতে পারেন সৃষ্টি নাশিতে,
পিতার ইচ্ছা পালিতে নম্রভাবে সহিছে।

৫৭

মিশ্র।

(১) প্রশ্ন।

শোণিত-রঞ্জিত বসনে কে চলে ধীরে নত মস্তকে ?
ক্রুশ কাঁধে ল'য়ে চলে ধীরে দুঃখ বোঝা ব'য়ে কাতরে ?
ভূতলে পড়িল ক্রুশভারে, উঠিতে নারিল বুঝিরে ;
পথে কত লোকে চলে হেসে, শিমোন ধন্য ক্রুশ পরশে ;
কেবা বল মোরে ক্রুশ ব'য়ে চলে দুঃখ ধীরে সহিয়ে।

(২) উত্তর।

চাহ ঈশ-নর যীশু পানে, চল সাথে ধীর গমনে,
গলে না কি তব প্রাণমন হেরি' যীশু-ক্রুশ বেদন ?
ক্রুশে ক্ষণ তরে চাহ তবে, যদি তাঁরে ভালবাসিবে,
ভব-সুখ আজি, ধন-আশা তবে এস ত্যজি' লালসা।

(৩) ক্রুশ কাহিনী।

হে মানবপুত্র, ক্রুশোপরে, আর্দ্র তব গাত্র রুধিরে,
সিংহাসন তব ক্রুশকাঠে, শোভিছ কণ্টক কিরীটে,
মস্তক আনত বক্ষোপরে, প্রেকে কর পদ বিদরে,
তব আর্ত্তরবে দুঃখভরে, ধরা বুঝি ডুবে আঁধারে,
দিবালোক নিভে অন্ধকারে, বন্ধু শিষ্য এবে সুদূরে ;
বল, প্রভু, কেন দীন হ'লে, মম তরে প্রাণ ত্যজিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্ত্তা।

আমি স্বর্গ ছেড়ে ধরা 'পরে, হে প্রিয় তরা'তে তোমারে,
পাপ তাপ শীর্ণ তব প্রাণে দিতে প্রেম পুণ্য জীবনে,
প্রাণ ত্যজি আমি তব তরে যেন মোরে তুমি চাহরে ;
চল সাথে মম, শান্তি পাবে, শক্তি পুণ্য প্রেম লভিবে।

(৫) সঙ্কল্প।

তোমারি পশ্চাতে, পথে তব, আঁধারে আলোতে চলিব,
তব মুখ পানে চেয়ে র'ব, যা' দিবে জীবনে সহিব,
জানিব পরাণে দুঃখ তব ক্রুশ হৃষ্টমনে বহিব,
বাসনা ত্যজিব, সুখ-আশা, রাখি প্রেমে তব ভরসা ;
হে সখা, প্রভু হে, চিরতরে রেখ তব পথে পাপীরে।

৫৮ কীর্ত্তন।

হেরগো জননি, তোমার বাছনি আজিকে ক্রুশের 'পরে
সহিছে যাতনা মরম বেদনা তরা'তে পাতকী নরে।
(তুমি) কেঁদোনাকো আর মুছ অশ্রুধার পাষাণে বাঁধ গো হিয়া
(আর কেঁদো না)
হেরগো তপন উদিল নূতন আঁধারের বুক চিরিয়া।
দানবের সঙ্গে যুঝি' রণরঙ্গে বিজয়ী তনয় তব
টুটিল কারার অর্গল এবার মুক্ত হ'ল বন্দী সব।
তুমি ভাগ্যবতী, তোমার সন্ততি খুলিলা স্বরগ দ্বার ;
চির যুগ ধরি' পাপী নর নারী বাখানিবে প্রেম তাঁর।
(মাগো) যোহনের সনে মানবের কাণে বল শুভ-সমাচার।
পুত্র রক্তপাতে নামিল মরতে স্বরগের সুধাধার।

---

৫৯ মিশ্র ললিত—ঠুংরি।

ঐ যে ঐ দেখরে কাল্‌ভেরি 'পরে ভগ্ন-কলেবর পরমেশ-কুমারে!
কিসের কারণে সহেন পরাণে বিষম যাতনা—বল কার তরে?
শোণিতের স্রোতঃ বহে অবিরত, বিদ্ধ হস্ত পদ অয়স-কীলকে,
বড়শা সুধার বিদ্ধ কক্ষে তাঁর, কণ্টক-মুকুট শোভে শিরোপরে।
কাতর নয়নে চেয়ে তব পানে কহেন ঘনে ঘনে—ভুল না আমারে,
মরিলাম আমি, রক্তে ভিজে ভূমি, যেন বাঁচ তুমি, এই বাসনা রে।

---

৬০ বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

কি অপরূপ রূপ নাথ ধ'রেছ আজ ক্রুশোপরে ;
এ হেন মোহন মূর্ত্তি দেখেছে কে চরাচরে !
ঝরিছে ভালে রুধির, কণ্টকে শোভিছে শির,
ভাতিছে সুন্দর কর লোহিত কমলাকারে।
জিনি' তরুণ তপন ও চারু মুখ-বরণ !
হেরে যুগল চরণ রক্ত জবা লাজে মরে।
বহিছে রুধির স্রোতঃ কক্ষ হ'তে অবিরত,
কৌপীনে বপু ভূষিত ক'রেছ মন হরিবারে।
হেরে ও মুখ-সরোজ দিননাথ পেয়ে লাজ
লুকায়েছে ঘন মাঝ, শিহরিছে ধরাধরে।
ফেরে না নয়ন মম হেরে রূপ অনুপম,
হেন স্বার্থহীন প্রেম কে আর হৃদয়ে ধরে !

---

৬১ ভৈরবী—একতালা।

কেন হেরি আজি জগত আঁধার, দিবালোকে হ'ল নিশার সঞ্চার :
প্রাণসখা বুঝি নরদেহ ত্যজি' করিছেন প্রয়াণ পিতার আগার।
সেই দুঃখে রবি মনের ব্যথায়. মেঘ আবরণে লুকায়েছে কায়,
কাঁদিছে রমণী, কাঁপিছে ধরণী, এলি এলি ধ্বনি শুনিয়া ত্রাতার।
নর-পাপ তরে আসিলে ধরায়, নর-পাপ তরে সঁপিতেছ কায়,
নর-পাপ তরে ক্রুশের উপরে, নর-পাপ তরে যাতনা অপার।
আদম-জীবনে নরের মরণ, যীশুর মরণে নরের জীবন,
জীবের জীবন পতিত-পাবন বিতর জীবন, জীবন-আধার।
যে শোণিত-স্রোতঃ বহে অবিরত, কালভেরী গিরি করি' উছলিত,
ডুবাও আমারে সে স্রোতঃ মাঝারে, বহাও অন্তরে স্রোতঃ অনিবার।

৬২

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

জগতজীবন ধনে কে দিল রে ক্রুশোপরে,
তাঁর এ দুঃখ যাতনা সহে না মম অন্তরে।
যাব সেথা আমি যাব, সে ক্রুশ তুলিয়া লব,
যে পথে গিয়েছেন যীশু যাব সেই পথ ধ'রে।
তাঁ বিনা ভব সংসার সকলি দেখি অসার,
ব্যাকুলিত মন, আর রহিতে পারি না ঘরে।

*　　*　　*　　*

৬৩

সিন্ধু—ঠুংরি।

কেন হে, কি দোষে ক্রুশোপরে—
ওহে যীশু, প্রেমময়, দেখে শোকে হৃদয় বিদরে।
যে পদ-পাদুকা-বন্ধন, খুলিতে না পারি' যোহন বিনয়ে করিত ক্রন্দন,
হায়! সে পদে শেল বিদ্ধ করে।
আহা কেন অকারণ অপমান, নির্য্যাতন, ব্যসন, বধ, বন্ধন কিসের তরে,
ফাটে বুক পিপাসায়, ঘন ঘন শ্বাস বয়, তিলে তিলে প্রাণ যায়,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা ঝরে?
কাঁদে মেরী মাতা হেরি' পুত্রের নিধন, অধীর হইয়া শোকে কাঁদে শিষ্যগণ,
পরিয়া শোক-বসন কাঁদে নিখিল ভুবন, আঁধারে ধরা মগন,
উঠে হাহাকার চরাচরে।

---

৩৪ আলেয়া—তেওট।

কেন পিতা ত্যজিলে আমায় ?
জর জর তনু ক্রুশ বেদনায়—
আমি নিরখি' তব মুখ সহিনু সব দুঃখ,
এখন তোমার বিচ্ছেদে যে মোর প্রাণ যায়।
দেখ সর্ব্বাঙ্গ ভাসে রুধির ধারায়, কণ্ঠ শুকাইল জল পিপাসায়,
পিতা তোমারি অনুরোধে, শেল বিদ্ধ দুই হাতে, কণ্টক মুকুট পরিনু মাথায়।
এখন দাসের প্রার্থনা ঐ চরণে, ক্ষম ক্ষম পিতা সব শত্রুগণে,
এরা করিছে যে কুকর্ম্ম জানে না তার মর্ম্ম ;
আহা ! কি হবে বল ইহাদের উপায়।

---

৩৫ কীর্ত্তন।

(তেওট) ধন্য দয়াময় প্রভু পতিত-পাবন !
ভব-ভয়-ভঞ্জন ! ভূভার-হরণ ! জগত-জীবন !
(খয়রা) আহা আমাদের লাগি' হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী দিলে আত্মবলিদান ;
(স্বার্থ পরিহরি) সহিয়া যাতনা, মরম বেদনা,
ক্রুশে ত্যজিলে পরাণ। (চোর দস্যু সনে)
কাঁটার মুকুট শিরে গেলে ধীরে ধীরে, কালভেরী মহাশ্মশানে ;
(যীশু, তোমার প্রাণে কতই সয় হে) কাঁধে ক্রুশভার,
দুঃখের অবতার ! আঁখি দুটি স্বর্গপানে। (লোহিতবরণ)

(হায়) যে করকমল চরণ যুগল পরশে পাতক হরে ;
(কত তাপিত প্রাণ শীতল হয় রে) শেল হানে তায়, হায় হায়, হায়,
সোণার অঙ্গে রক্ত ঝরে। (প্রাণ কেঁদে উঠে)
হায় এত জেনে শুনে, তব প্রেমগুণে কেন মজিল না প্রাণ ;
(নরাধম আমি) হৃদয় ভরিয়া পবিত্র শোণিত
কেন না করিনু পান। (গতি কি হইবে)
(তেওট) কবে তব ক্রুশ মাথায় ল'য়ে তব পথের পথিক হ'য়ে অপমান স'য়ে
(প্রেম দিয়ে) আমরা বলিব "তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ"।

---

৩৬ ললিত—কাওয়ালী।

কেঁদ না আমার তরে ওহে ভ্রান্ত নর নারী শোক-ভগ্ন অন্তরে,
আপনা আপনার জন্য কর এখন ক্রন্দন, তোমাদের ভাবী দুঃখে
আমার হিয়া বিদরে।
পক্ষিমাতা রাখে যথা নিজ শাবক সকলে যতনে অতি সাবধানে
ঢাকি' পক্ষ পুটতলে,
আমিও তেমনি ক'রে তোমাদের বক্ষে ধ'রে রেখেছিনু মায়ের মত,
ভালবেসে সমাদরে।
পিতার আদেশ মতে এসেছিনু এ জগতে পুত্রধর্ম্ম শিখাইতে
যতেক অবাধ্য নরে।

৬৭

ঝিঁঝিট—একতালা।

হায়, কি হ'লো, কোথা চলি' গেল মম হৃদিভূষণ—
প্রাণের পুত্তলি মম নয়ন মনোরঞ্জন ?
ছিলেম দরিদ্রা রমণী, পুত্রধনে হলেম ধনী,
অকালে হারাতে হ'ল প্রাণের তনয় ধন।
গর্ভে ধারণ করি' যাঁরে ধন্যা হ'লেম এ সংসারে
সে পুত্রের মরণ হেরে শূন্য হেরি ত্রিভুবন।
কালনিশি নীলাম্বরে গ্রাসে মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
কোথা আমি, কোথা মম—কোথা সে জীবন ধন ?

৬৮

কীর্ত্তন।

হের হের নারী নর জগতত্রাতারে,
সঁপিছেন দেহ প্রাণ ক্রুশের উপরে।

শোভিছে শিরেতে তাঁর মুকুট কাঁটার, তবুও প্রেমেতে ভরা আনন তাঁহার ;
হস্ত পদ বিদ্ধ তাঁর লৌহ শলাকায়, কুক্ষিদেশ ছিন্ন তাঁর তীক্ষ্ণ বরশায় ;
এ ঘোর যাতনা মাঝে কাতর বচনে করিছেন নিবেদন পিতার চরণে,—
"ক্ষম পিতা, ক্ষম এদের শত অপরাধ না বুঝে ঘটালে এরা হেন পরমাদ।"
দস্যুরে কহেন তিনি আশ্বাস বচনে, "পরম দেশে আজিই তুমি যাবে মম সনে"।
কহেন মাতারে তাঁর দেখায়ে যোহনে, "হের তব পুত্র, নারি, থাক তারি সনে"।
"কেন পিতা বল তুমি ত্যজিলে আমায়, জর জর দেহ মম ক্রুশ-বেদনায়।
'তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়েছি' আমি কর তৃষ্ণা দূর, মানব হৃদয় প্রেমে কর ভরপূর।
যে কার্য্য সাধিতে পিতা পাঠালে আমায় 'সমাপ্ত হইল' এবে তোমার কৃপায়।
তব করে আত্মা মম করি' সমর্পণ—এতদিনে ধন্য হ'ল আমার জীবন।"

৬৯ কীর্ত্তন।

প্রভু কি আর কহিব আমি হে, (আমার কি বল্‌বার আছে)
আজি এ অন্তিমে পাপী নরাধমে চরণে রাখ হে তুমি।
(মহাপাতকী বলে' ত্যজ না হে)—(কাতরে করুণা মাগি)
জীবন ভরিয়া পাপ আচরিনু চাহিনি তোমার পানে,
(হ'য়ে) সুখ মদে মত্ত নিষ্ঠুর উন্মত্ত গরবে গর্ব্বিত প্রাণে।
মোহ আঁধারে পাপ বিকারে অশুচি হ'য়েছি আমি,
তব স্নেহনীরে ধুইয়ে আমারে পবিত্র করহে স্বামী।
(ওহে অগতির গতি)
জীবনের খেলা ফুরাল এ বেলা আসিছে রজনী ঘোর,
(এবে) ঘুচাইয়া ভয় ওহে কৃপাময়, ক্ষমহে পাতক মোর।
দে ওহে অভয় যীশু দয়াময় পূর্ণ কর মনস্কাম,
(তবে) সফল হইবে মানব জনম যাইব তোমার ধাম।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

—:*:—

৭০ কীর্ত্তন—একতালা।

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু যীশু হে পতিত-পাবন!
পতিত-পাবন অধম-তারণ, পতিত-পাবন কাঙ্গাল-শরণ!
তুমি পাপিকুলে উদ্ধারিতে সহিলে মরণ, (দয়াময় হে)
তুমি কণ্টক-মুকুট শিরে ক'রেছ ধারণ।
তুমি অপার পাপ-সাগরে, পাপীর তরে, (প্রেমময় হে)
তুমি প্রায়শ্চিত্ত পুণ্য-সেতু ক'রেছ স্থাপন।

তুমি প্রেম-ধন বিতরণে, দীনগণে, (দীননাথ হে)
তুমি চিরসুখী করিয়াছ ওহে নারায়ণ !
তুমি পিতৃ বাক্য প্রচারিতে, আসি' জগতে, (প্রেমময় হে)
তুমি পাপী তাপী করগ্রাহী ক'রেছ গ্রহণ।
তুমি বলিরূপ উপহারে, ক্রুশোপরে, (দয়াময় হে)
তুমি পাপি-ত্রাণ হেতু রক্ত ক'রেছ সেচন।

---

৭১ আনন্দ ভৈরবী—একতালা।

এস হে জগতারণ
এ জগৎ পুণ্য আলোকে কর প্রদীপ্ত।
নর দেহ ধরি সারাটি জীবন ভরি
দেখালে আদর্শ পুণ্য চরিত।
শিখালে করিতে ক্ষমা, করিলে ক্ষমা,
বিকাশিলে কতরূপে প্রেম মহিমা ;
পিতৃ ইচ্ছা সাধনে
শত দুঃখে রহিলে অটল চিত্ত।
গহন মরণ-কূপে পশিয়া প্রেমে,
নিখিল পাপ ব্যথা বহি মরমে ;
নব অরুণ সম
উদিলে দিব্য দেহে হে মৃত্যুজিত।
আজি বিশ্বজন তব চরণে নত,
বিজয়-গীতি গানে স্বর্গ মুখরিত ;
ওহে অনাথ শরণ
বিলাও জগতে পুণ্য জীবনামৃত।

৭২

কীর্ত্তন।

(আজ) পরাণে পরাণে মিলে হৃদয় মন প্রাণ খুলে গাও সবে ভাই,
আজ দাওরে সেই মৃত্যুজিতের প্রেমের দোহাই।
(মনের সাধে সবে মিলে)
বল, ডাকিলে হে জগত্ত্রাতা যেন দেখা পাই।
(সবাই মিলে বল বল রে)
বল, দীনবন্ধু ভবসিন্ধু যেন ত'রে যাই।
(চরণতরী দিও দিও হে)
বল, তোমা বিনা পাপীতাপীর আর গতি নাই।
এস প্রাণ খুলে সবাই মিলে জয় গীতি গাই।

৭৩

বিভাস – আড়াঠেকা।

আহা কিবা সুপ্রভাত হের রে নয়ন !
মৃত্যুঞ্জয় আজি মৃত্যু করিলা দমন।
ধন্য ধন্য তব নাম, ধন্য যীশু গুণধাম,
নরকুলে দিলে নাথ অনন্ত জীবন।
বিশ্বময় জয়ধ্বনি, উঠেছেন গুণমণি,
মরণ সে পরাজিত লজ্জিত এখন ;
নাহি আর তার বল, সে যে তাঁর পদতল,
দুরন্ত বিপক্ষ আজি হইল দমন।
ওহে খ্রীষ্টভক্ত সব কর মহানন্দ রব,
হের যীশু ত্রাণপতি মৃত্যুঞ্জয় এখন ;
কি ভয় কি ভয় আর, হ'ল মুক্ত স্বর্গদ্বার—
জয় জয় জয় যীশু পতিত-পাবন !

৭৪

আলেয়া—একতালা।

মহানন্দে ভক্তবৃন্দ করগো শ্রবণ—
উঠেছেন যীশু আজি ত্রাণের তপন।
সমাধি পারেনি তাঁরে রাখিবারে চিরতরে
পাতালের জয় আর নাহিক এখন।
হর্ষভরে দূতগণ করে তাঁর জয়গান—
জয় জয় জয় যীশু ঈশ্বর নন্দন!
নরপাপ-বিমোচন-কার্য্য করি' সমাপন
লভিলে গৌরব নাম 'পাতকী-তারণ'!
ধন্য তুমি প্রিয় ত্রাতা! ধন্য মম মুক্তিদাতা!
তোমার করুণা বিন্দু করি আকিঞ্চন।
দেহ দাসে পদাশ্রয়, গাহিব তোমার জয়,
তোমারি সেবায় প্রভু সঁপিব জীবন।

৭৫

ইমন কল্যাণ—ধ্রুপদ।

হে ধন্য ঈশ্বর-তনয়, তুমি যীশু মৃত্যুঞ্জয়,
ভকত জীবন, হে যীশু!
যীশু তুমি ঈশ-মেষ হৈলা বলিদান,
তব প্রায়শ্চিত্তে নর পায় পরিত্রাণ;
সমর্পিয়া নিজ প্রাণ নরে কৈলা জীবন দান,
পাপ মৃত্যু শয়তান করিলা দমন—
শক্তি অনুপম, হে যীশু!

মরণান্তে ধরাগর্ভে তোমার শয়ন,
পরলোকে তব আত্মা করিল গমন;
দুর্ব্বল অজ্ঞান অরি দিল শিলা তদুপরি,
যতনে মুদ্রাঙ্ক করি', রাখে সেনাগণ—
কিবা মহাভ্রম, হে যীশু!
করিল প্রস্তর দূর দিব্য দূতগণ,
ভয়ে হ'ল সশঙ্কিত সে প্রহরী জন;
করি' নাশ মৃত্যু-পাশ মুক্ত কৈলা পাপ-দাস,
করে সবে জয়োল্লাস, হরষিত মন
ধরাবাসিগণ, হে যীশু!
মুক্ত কৈলা স্বর্গদ্বার ভক্তের কারণ,
তোমাতে বিশ্বাসী পায় অনন্ত জীবন;
পাপ পঙ্কে হ'য়ে মৃত, তোমাতে পুনর্জ্জীবিত,
তব সেবায় আনন্দিত থাকে যেন মন,
এই নিবেদন, হে যীশু!

---

৭৬ মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এস মৃত্যু বিজয়ী! জীবন সারথি!
হে মহাব্রত! অনাথ গতি!
এস বরেণ্য! এস মানবেশ! এস রাজ-রাজ! এস গো যতি
আন পরসাদ বহি' রিক্ত হৃদয়ে—চরণে তোমার করিগো নতি

৭৭

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

সবে বল যীশু জয়,
যত দিন দেহে প্রাণ রয়।
কাঁপায়ে মেদিনী স্বরগ পাতাল সুগভীর জয় নাদে,
স্থাবর জঙ্গম ভূধর সাগর একতানে সবে গাও যীশু জয়।
যাঁহার করুণা স্বরগ কবাট, তুরন্ত কলুষহারি,
ক্রুশ কাঠ যাঁর মহিমা গরিমা, ঘরে ঘরে গাও তাঁরে যীশু জয়।
মরণ-যাতনা পরলোক-ভয় যে জন সদা সংহারে,
সবে মিলে তাঁরে মাতি' প্রেমানন্দে প্রশংস ব'লে যীশু মৃত্যুঞ্জয়।
কাঁপুক দেবল, শুনুক বিদল, দেখুক স্বরগ দূত,
নরকযোগ্য মানব নিকর গাহিছে পেয়ে ত্রাণ যীশু জয়।

৭৮

[মিশ্র]

সেথা গিয়াছেন তিনি বিজয় মণ্ডিত পুণ্য অমর ধামে,
অগ্রে গিয়াছেন সেথা, তোমার কারণে
রচিতে আসন, নিজ রক্ত দানে,
জিনিয়া মরণে মরণজয়ী—অগ্রে সে অমর ধামে।
আজি বিরাজেন তিনি জিনিয়া সমর সেই উজ্জ্বল দেশে,
সেথা লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি হয়,
বিষাদের তথা নাহি পরিচয়,
প্রীতির সহিত প্রেমের মিলন নিত্য রহে সে দেশে।

সেথা যাবে শেষে তুমি জীবন-অন্তে, জীবন সমর জিনি'—
শুধু যীশু প্রেম-বলে জিনিবে সমর,
অমৃত পিয়িয়ে হইবে অমর,
জ্যোতির্ম্ময় পাশে শোভিবে উজ্জ্বল—উজ্জ্বল তারকা যিনি।

———

৭৯ বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহারে) বন্দনা করে বিশ্বভুবন, দেবমানব পূজে চরণ,
আসীন সেই মৃত্যুহরণ স্বর্গে পিতার দক্ষিণে।
কুমারীসুত পতিত পাবন, নিখিল ব্যাধি কলুষ নাশন,
মৃত্যু আহবে জিনি' মরণ, উত্থিত দিব্য জীবনে।
সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর সংগ্রাম ক্ষত, শোভে শিরোপরে রাজ কিরীট,
ভেদি' হৃদয় প্রেম স্রোতঃ ধাইছে ভূভার হরণে।
প্রেমে যে দেহ ক্রুশে বিদ্ধ, ভীষণ দুঃখে যে বলি সিদ্ধ,
সে আত্মযজ্ঞ পরম শুদ্ধ, অর্পিত পিতার চরণে।
শাশ্বত পুণ্য সে বলিগুণে নামিছে কৃপা পাপীর প্রাণে
শুষ্ক হৃদয়ে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে পাপ বন্ধনে।

———

পবিত্র আত্মা

——:*:——

৮০ দেওগিরি—একতালা।

ওহে ধর্ম্মাত্মন্ পাপীর জীবন, এস হে এখন আমার অন্তরে ;
না হেরে তোমায় প্রাণ জ্বলে যায়, দেখা কৃপাময় দেহ সত্বরে।
ভিখারীর মত এসেছি হেথায়, রিক্ত হস্তে নাথ ক'রো না বিদায়,
হও হে সদয়, প্রভু দয়াময়, শান্তিধন ভিক্ষা দেহ এ কিঙ্করে।
মন মাঝে আছে যত অন্ধকার, সে সকলই তুমি কর ছারখার,
ওহে দীপ্তিময়, দীপ্তির আশায় এসেছে এ পাপী তোমার দ্বারে।
শুনিয়াছি তুমি ভক্তদের 'পরে এসেছিলে নাথ অগ্নি রূপ ধ'রে,
সেই রূপে আজ কর আগমন জীবন দিতে এ অধম পামরে।

*　　*　　*　　*

———

৮১ ভজন—ঝাঁপতাল।

এস হে পবিত্র আত্মা, জীবন শকতি দাতা,
সকল মঙ্গল কারণ হে,
এস দীনবৎসল, দুঃখীর সান্ত্বনা বল,
সকল দুর্গতি বারণ হে।
এস হে শুভ্র জ্যোতিঃ, তব রশ্মি-ভাতি
অন্তরে কর বিকীরণ হে,
দুর্ম্মতি দূর কর, দেহ শুভমতি,
পাপ বন্ধন কর মোচন হে।

অনন্ত প্রেম স্রোতঃ নিত্য উৎসারিত,
সৃজন-পালন-কারণ হে,
পিতা-পুত্র-জীবন তুমি হে আত্মন,
চিত্তমাঝে রচ আসন হে।
বরিষ জ্ঞান তব স্বর্গীয় বিভব,
ত্যাগ ভকতি প্রীতি ধন হে,
দেহে হৃদয়ে মনে, তব কৃপা গুণে,
খ্রীষ্টরূপ কর মুদ্রণ হে।

———

৮২

মিশ্র—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশি দিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক্ তারা নব নব ;
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচ্‌বে কালো,
যেখানে পড়্‌বে সেথায় দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর উঠ্‌বে জ্ব'লে ঊর্দ্ধ পানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

———

৮৩ আলেয়া—একতালা।

পরম মঙ্গলদাতা পবিত্র আত্মন!
স্বর্গ হ'তে নরপুরে কর আগমন।
তুমি দীনের শরণ, তুমি অকিঞ্চনের ধন,
আঁধার হৃদয় তুমি কর উদ্দীপন।
শান্তির আধার তুমি, আত্মার আনন্দভূমি
ভ্রান্তি-নাশন তুমি, দুঃখ নিবারণ।
দুর্ব্বলে সবল কর, অবাধ্যের কাঠিন্য হর,
পথভ্রান্ত জনে করাও সুপথে গমন।
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা সব অসার,
কায়মনোবাক্য মোর কর সংশোধন।

পুণ্য ত্রিত্ব

—:*:—

৮৪ ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

হে বরেণ্য, একে তিন, তিনে এক সনাতন!
তুমি আদি অন্তহীন, তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
তুমি ভ্রান্তি বিনাশন, তুমি নর-নিস্তারণ!
তুমি জগত-জীবন, তুমি দুরিত-মোচন,
তুমি কলুষনাশন, তুমি পতিতপাবন!
তব করুণা অসীম, তুমি অনন্ত মহিম,
তব প্রেম অনুপম, তুমি দুঃখ-নিবারণ!

৮৫

বেহাগ—একতালা।

আজি প্রশংস তাঁহায়—
যিনি স্রষ্টা পাতা ত্রাতা পূত আত্মা
বন্দে দূতবৃন্দে সতত যাঁহায়।

পিতা রূপে যিনি দিলেন জনম, স্নেহে সর্ব্বজনে করেন পালন,
সম্পদে বিপদে করেন রক্ষণ থাকি সতত সহায়।
পুত্র রূপে যিনি নর-অবতার, নরারি দুর্জ্জনে করিতে সংহার,
পাপী নরকুলে করিতে উদ্ধার ক্রুশীয় মরণে সঁপিলেন কায়;
পবিত্রাত্মারূপে যাঁর আগমন মানস তিমির করিতে হরণ,
ভকত হৃদয় যাহার আসন, যিনি শান্তির নিলয়।

শ্রীযীশুনাম

—:*:—

৮৬

বারোঁয়া—মধ্যমান।

ওকি নাম শুনিলাম, প্রাণ জুড়াল,
কে জানে এ নামেতে এত অমৃত ছিল!
যীশু ব'লে ডাকি যত মন হয় প্রফুল্লিত,
নীরস হৃদয়ে কত আশা-ফুল ফুটিল।
ভব-ভীতি দূরীভূত, পুলকে পূরিল চিত,
ভয় পেয়ে রিপু যত কোথা পলাইয়ে গেল।
হৃদয়ের হুতাশন নিমিষে হ'ল নির্ব্বাণ,
প্রেমে বিকশিত মন পাপ-শৃঙ্খল ছিঁড়িল।
জপরে রসনা মম যীশু নাম অবিশ্রাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম, পাইবে মোক্ষ-ফল।

৮৭ বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কি মধুর নাম তব হে যীশু করুণাকর!
জুড়ায় তাপিত হৃদি, বিনাশে কলুষ-ভার।
আঁখি-নীর মুছাইতে, হৃদি-ক্ষত শুকাইতে,
পাপ-তৃষা নিবারিতে, যীশু নাম কি চমৎকার!
কাঙ্গাল-হৃদয়ধন, অন্ধের নয়নাঞ্জন,
দুঃখীর মনোরঞ্জন, পাপীর কণ্ঠের হার।
ও নাম পশিলে কাণে, বন্দী শৃঙ্খল ছেঁড়ে টেনে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে এমন নাম কি আছে আর!
গাও সবে তালে তালে যীশু যীশু যীশু ব'লে,
ব্যাপুক ও নাম ভূমণ্ডলে, শুনুক পাপী নারী নর।

---

৮৮ মিশ্র।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-পূরিত ললিতছন্দে গাহ আজি যীশু গান!
বিশ্বজন-বিনোদন মোহনমন্দ্রে গাহ আজি যীশু গান!
চিত-সঞ্চিত-বাঞ্ছিত চির-গৌরব-ভূষিত সেই নাম গান!
নির্ধন, ধনী, অবোধ, জ্ঞানী, সংসারী, ধ্যানী, ক্ষুদ্র কি মহীয়ান্,
দেশ বিদেশে বাস প্রবাসে উড়াও জয় নিশান!
কর সকল কণ্ঠে সকল রাগে যীশু নাম গান!
সব-সন্তাপ-পাপ-নাশী অবিনাশী গাহ সেই খ্রীষ্ট নাম!
চিরশান্তি-উছলিত সুরভিত গাহ সেই খ্রীষ্ট নাম!
সুখ দুঃখ কি শোকে, সদা সম্পদে বিপাকে সেই নাম গান!
মৃদু-মধুর-নিঃস্বনে একতানে গাহ সেই পুণ্য গান!
জলদ-গম্ভীর-নির্ঘোষে মহোল্লাসে গাহ সেই পুণ্য গান!
মহা-মহিমা-মণ্ডিত দূত-সেবিত-পূজিত সেই নাম গান!

---

৮৯ ভাটিয়াল—কাওয়ালী।

তোমারি নাম ব'ল্‌বো, আমি ব'ল্‌বো নানা ছলে—
ব'ল্‌বো একা ব'সে আপন মনের ছায়াতলে।
ব'ল্‌বো বিনা আশায়, ব'ল্‌বো বিনা ভাষায়,
ব'ল্‌বো মুখের হাসি দিয়ে, ব'ল্‌বো চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাক্‌বো তোমার নাম,
সেই ডাকেতে শুধু শুধুই পূর্‌বে মনস্কাম ;
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
ব'ল্‌তে পারে এই সুখেতে মায়ের নাম সে বলে।

---

৯০ কীর্ত্তন।

(যীশু) নামে কত সুধা কত মধু কতই আরাম !
আছে যার নামে ভক্তি (সে) জানে নামের শক্তি,
ভক্তিভরে নিলে সে নাম কবে কারে বাম ?
কার দুঃখ যায় নি ঘু'চে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় যেজন শ্রান্তক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক দেখি পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?

সাধুদিগের পর্ব্ব

—:*:—

৯১

দেওগিরি—একতালা।

তারকার সম তেজে অনুপম দাঁড়ায়ে কাহারা ঈশ্বর সদন?
চারুদরশন, মানসমোহন, কাঞ্চন কিরীট শিরে সুশোভন?
শুভ্র পরিচ্ছদে হ'য়ে সুশোভিত, আসন সমীপে করেন সঙ্গীত,
অতুল কিরণ ঝলসে নয়ন! কাহারা যে এঁরা, জান কি রে মন?
যীশুর সেবক অই সাধুগণ, যীশু তরে ভবে করি' প্রাণপণ,
ভীষণ সংগ্রাম করি' অবিশ্রাম বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন।
ভবে যত দুঃখ অকথ্য অপার ব্যথিত করিত প্রাণে অনিবার,
যাতনা অশেষ হ'য়েছে নিঃশেষ, নাহি শোক ব্যথা নাহিক ক্রন্দন।
মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন, যবে সাধুসহ হব সুখাসীন,
তব গুণগান, যীশুকৃত ত্রাণ, সহস্র বদনে করিব কীর্ত্তন?

৯২

বাউলের সুর।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস!
এই অকুল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে,
ঘোর বিপদ মাঝে কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে, সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—কে যে তোমার সাথের সাথী
ভাবি মনে তাই,
তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণ সাগরে আনন্দে ভাস।

৯৩

মেঘ—ঝাঁপতাল।

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহিরে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে পান্থ কোথা যাও ?
বিপদ দুঃখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,
অন্ধকার হ'তেছ পার, কাহার সাড়া পাও ?
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিভে না সে বায়ু বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও ?
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও ?

৯৪

সাহানা—ঝাঁপতাল।

মরি কি করুণা তব হে যীশু করুণাময়,
তব প্রেম কৃপাগুণে মহাপাপী সাধু হয়।
অতি দীন অভাজনে লহ তুমি বুকে টেনে,
তব প্রেম-সুধা পিয়ে, বিভোর পরাণে,
আপনা পাসরি প্রভু হয় সে তোমাময়।
সংসার দুঃখ বেদনা, অভাব নিন্দা তাড়না,
সহে নিত্য নতশিরে মরণ যাতনা,
তব সম নগ্ন হ'য়ে ক্রুশে বিদ্ধ রয়।
এ হেন বৈরাগ্য বীর্য্য, সুবিপুল প্রেম ধৈর্য্য,
রচয়ে মরত ধামে তব স্বর্গরাজ্য,
তারি কণামাত্র দীনে দাও হে দয়াময়।

৯৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হায়, কবে যাবে অভিমান, ওহে ভগবান,
তৃণের চেয়ে নত হব, সহিষ্ণু তরুসমান,
তোমার প্রসাদে হবে স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান।
যেমন পবিত্র যীশু দেবরাজ মেষ শিশু
নীরবে সহিল কত নির্য্যাতন অপমান।
পিতর যোহন আদি আরো কত ব্রহ্মবাদী
স্বর্গরাজ্য তরে যাঁরা ত্যজিল পরাণ;
হইয়ে তাঁদের মত প্রেমানলে শুদ্ধচিত
করিব আনন্দে নিত্য আপনারে বলিদান।

৯৬

সাহানা—ঝাঁপতাল।

সবে তাঁরা মিলে গাহে—জয় প্রভু যীশু জয়!
শুধু যীশু পানে চাহে—জয় প্রভু যীশু জয়!
অশ্রুধারা গেছে মুছি', পাপ দুঃখ গেছে ঘুচি',
যীশু প্রেমে মত্ত তাঁরা, প্রেম গানে আত্মহারা!
তাঁর পানে চেয়ে গাহে—জয় প্রভু যীশু জয়!
সাধুর জীবন দাতা! পাপী তাপী পরিত্রাতা!
রোগ শোক দুঃখানলে পাপলিপ্সা যাক্ জ্ব'লে,
সাধুসঙ্গে জীবনান্তে স্থান দিও পদপ্রান্তে।

শস্যোৎসর্গ পর্ব্ব

—:✻:—

৯৭ কেদারা—ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগৎ রচনা।
একি অমৃত রসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ হিল্লোলে।
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, ভরিলে ধরা বিচিত্র শস্য সম্ভারে।
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কি মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে;
একি মোহন রূপ জগতে দেখালে, বিদারি' হৃদয় তব পাতকী তরা'তে!

———

৯৮ ঝিঁঝিট—চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘিরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন।

———

নববর্ষ

—:*:—

৯৯ মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

হে মম জীবনস্বামি!

আজি ভকতিপ্লুত হৃদয়ে এসেছি প্রণাম করিতে তোমারে!
কত সুখ কত শান্তি দিয়েছো, কতই রেখেছো আদরে,
সারাটী বরষ কত ভালবেসে করুণা ক'রেছো আমারে—
প্রাণ আজি তাই আপনা হ'তেই লুটায়ে নমিছে তোমারে।
শত বাধা যবে রোধিয়াছে পথ, নিরাশা এসেছে জীবনে,
বেদনা যখন বেজেছে বক্ষে, আঁধার হেরেছি নয়নে;
তখনি আশার জ্যোতিঃ বিকাশি' দূর ক'রে দেছো আঁধারে,
বিদূরি' ব্যথায়, বেদনা ঘুচায়ে সজীব ক'রেছো আমারে—
কৃতজ্ঞ হৃদয় তাই আজি কোটি প্রণাম করিছে তোমারে।

---

১০০ ইমন কল্যাণ—তেওরা।

এস প্রাণ-ভরা স্তবে ভাই ভগ্নী সবে করি তাঁর জয় গান,
যার করুণা-পীযূষ সারাটী বরষ ক'রেছি সকলে পান।
জীবনের শত হরষ বিষাদে,
উৎসাহে সুখে দুঃখে অবসাদে,
শত রূপে যার শত স্নেহধার ক'রেছে সরস প্রাণ।
এস কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ভরে
ভাই ভগ্নী মিলি' প্রণমি তাঁহারে
আমাদের যিনি ত্রাতা গুরু স্বামী শ্রীযীশু মহীয়ান।

১০১ ভীমপলশ্রী—একতালা।

ফুল্ল হৃদয় আজিকে সবার—এসেছি বরষ পরে
তব গুণগান করিতে হরষে আনন্দে তোমার দ্বারে।
তোমার অনন্ত করুণাধারা জানে শুধু তারা পেয়েছে যারা,
দেয় কত আশা কত যে ভরসা আসে গো হৃদয় 'পরে—
পেয়েছি সকলে 'আসিয়াছি তাই নমিতে আনন্দ ভরে।

———

১০২ কাফি—ঝাঁপতাল।

আজি এ প্রভাতে জাগো বিশ্ব সাথে
ভুবন ভরিয়া সঙ্গীতে,
এ নব বরষের কল্যাণ সম্ভার
জাগিয়া উঠুক্ ছন্দেতে!
তরুণ বরষের অরুণ উদয়ে প্রথম প্রভাতে রে,
নব অরুণিমা জনগণচিতে জাগায়ে নবীন সঙ্গীতে।
নবকর্ম্মরাজি মঙ্গল সম্পুট
ভুবনেশ কল্যাণাশিসে রে
ভরি' লও পাত্রে—বরি নববর্ষে
দীক্ষার মঙ্গল মন্ত্রেতে!
সংশয় সঙ্কট সব অপরাধ কর দূর বিধাতা হে,
কর দূর বাসনা মিথ্যারি ছলনা, তোলো জয়গাথা সঙ্গীতে।

———

রাজ্য বিস্তার

——:*:——

১০৩

সাহানা—কাওয়ালী।

বরষ আশিস্ বারি
আজি অবিরত ধারে যীশু সবার উপরি।
কি উপহার দিব আজি গুণধাম!
এই এনেছি ভগন চিত—লহ পাপহারি।
জ্বাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
সবে পরসেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি।
তব বলে কর সবে বলবান,
মোরা জীবন সংগ্রামে যেন জয়ী হ'তে পারি।
পূর্ণ কর সবে পবিত্র আত্মায়,
যেন ভারতেরে তব প্রেমে মাতাইতে পারি।

১০৪

সিন্ধু—ঠেকা।

বাজ রে হৃদয় বীণে অবিশ্রান্ত যীশু ব'লে,
নাচ ওরে আত্মা মম সেই সঙ্গে তালে তালে।
প্রেম সুধা ক'রে পান মাত রে আমার প্রাণ!
কর ঈশ-গুণ গান ওরে মন কুতুহলে।
যে প্রেম ঈশনন্দনে দেখালেন গেৎশিমানে
সেই প্রেম নানা তানে প্রকাশ জগতীতলে।
ক্রুশের যাতনা যত, রে মম কঠিন চিত,
প্রেমে হ'য়ে বিগলিত জানাও পাতকীকুলে।
যে শোণিতে পরিষ্কৃত হ'ল তব পাপ যত
সে শোণিতের গুণ কত বল রে হৃদয় খুলে।

* * *

১০৫ ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন-আনন্দকারী !
সবে মিলি' তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম,
ভক্তজন সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন-জন-মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন—জয় জয় তোমারি।

---

১০৬ আলেয়া—একতালা।

ব'সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী,
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি'।
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি' সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি'।
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি;
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব
তুমি যা' বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি'।

---

১০৭ ইমন কল্যাণ—তেওরা।

তোমারেই যেন সবার মাঝে আমার সকল কাজে প্রচারি—
তোমারই আড়ালে গোপনে আমারে যেন হে সতত রাখিতে পারি।
তোমারে জগতে দেখাতে গিয়ে আপনারে যেন নাহি দেখাই—
তোমার বারতা শুনাতে যেন আমার কথাটী নাহি শুনাই।
গৌরব সদা তোমারই হোক্ স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া—
আমি যেন শুধু ভৃত্যের মত রহি দাস্যকর্ম্মে যাপিয়া।

---

১০৮ মিশ্র।

ধর্ম্ম তোমার ত্যাগ ও ভালবাসা, আমরা তোমার ভকত নিঃস্ব,
মিলেছি আমরা তোমারি আভানে আপন করিতে সকল বিশ্ব।
বিশ্বেরে তুমি করিয়াছ ঘর, সব মানবেরে ডেকেছ ভাই,
দু'হাত বাড়ায়ে বুকের মাঝারে রাজা কাঙ্গালের ক'রেছ ঠাঁই,
পাপীরে টেনেছো মঙ্গল কোলে, পাপেরে রেখোছো যোজন দূরে,
গাহিলে পুণ্য বিজয় গীতিকা সপ্তক রাগে দীপক সুরে।
মৃত্যু দানব দলনে বিশ্ব অস্ত্র মাগিল তোমারি কাছে,
কে জানিত এত করুণার বুকে এমন বজ্র লুকানো আছে;
মরণ আহবে আহুতি দিয়েছ ঊরুর অস্থি বুকের রক্ত,
বিজয় অর্ঘ্য সাজায়েছে তাই মন্দিরে তব অযুত ভক্ত।
প্রাচী তোমারে করে নমস্কার, প্রতীচি তোমারে আপন কহে,
সারা জগতের ব্যথিত গো যারা, তোমারি চরণে লুটায়ে রহে;
চাহ নাই সেবা—বাপের ঘরের সব ছেলেদের চেয়েছো ইষ্ট,
সব ভাইদের বড় ভাই তুমি, লহ গো প্রণাম হে দেব খ্রীষ্ট।

---

১০৯ মিশ্র।

উঠ ভক্ত, উঠ বীর,
খ্রীষ্ট চরণে প্রণত করিয়া শির,
প্রেমের মন্ত্র, সেবাব্রত লহ, সকল ধরিত্রীর।
যেথায় বেদনা বাজে সেথা বুক দিবে পাতি',
তোমার প্রাণের আলো উজলিবে মোহ-রাতি;
আনো আনন্দ, ঘুচাও বন্ধ, মুছাও অশ্রুনীর।
গুরুর প্রণামী দিতে কি দান এনেছো আজ?
সন্ন্যাসী সে যে গুরু, ভিখারীর মহারাজ,
সব যে সে চাহে, ভক্তেরা গাহে বিজয় বৈরাগীর।

---

১১০ মিশ্র বেহাগ—একতালা।

আমার জীবন বীণারে
তুমি এমনি ক'রে বাঁধ যেন তোমারই সুর ঝঙ্কারে,
শুধু তোমার সুরই ঝঙ্কারে।
আমি বিশ্বমাঝে এ বীণা ল'য়ে
সদা ফির্‌বো সবার দ্বারে দ্বারে, মধুর তোমার নাম গেয়ে,
তোমার ক্রুশের কথা প্রেম বারতা
বল্‌বো ডেকে সবারে,
যেন আমার মতন অধম যে জন—
পায় সে প্রভু তোমারে।

---

১১১ কাফি—একতালা।

প্রভু হে আনিলে যে কাজ করিতে প্রাণ তাতে দিলেম কই ?
আমি ভুলেও নারিনু আপনা ভুলিতে, এ ক্ষোভের কথা কারে কই !
কোটি নর নারী ভারতে আঁধারে হারায়ে তোমারে কাঁদে ওই,
পেয়ে তব জ্যোতিঃ এ কি হে করিনু, আপনি তাহারে আবরি রই !
নারিনু ভুলিতে মান অভিমান, আলস্য জড়তা গেল কই ?
ঘোর স্বেচ্ছাচারে বাড়ানু আমারে, আমি হে আমারি, তোমার নই !
নব অগ্নি-দীক্ষা দাও হে আমারে, সে আগুনে পুড়ে তোমারি হই,
জ্বালাই আগুন ভারত-কাননে, আপনা হারায়ে তোমারে লই।

---

১১২ মিশ্র কেদারা—একতালা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া ?
বল সঘনে নিদ্রামগনে—
দেখ তিমির রজনী যায় অই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নবজীবনে, ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে, শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে,
চল যাই কাজে মানব সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়,
অই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায় ;
ফেল জীর্ণ চির পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে।

১১৩

মিশ্র—ঠুংরি।

আমি ক্রুশ-ধ্বজা স্কন্ধে নিয়ে গেয়ে বেড়াব—
মধুর যীশু নামে নিজে মেতে ধরা মাতাব।
গেয়ে আমি ক্রুশ গান জাগাইব মৃত প্রাণ,
যীশুর ক্রুশ তলে দলে দলে সবে আনিব।
বিদল বিপক্ষ মাঝে যাব আমি ক্রুশ-সাজে,
আমি ক্রুশে গাঁথা জগত্রাতা সবে দেখাব।
দিতে হে পাপীরে ত্রাণ সঁপিলেন যিনি প্রাণ,
সেই যীশু নামে মহানন্দে জগৎ জিনিব।

১১৪

কীর্ত্তনাঙ্গ—খেম্‌টা।

হরষিত মনে ভক্ত ক্রুশ কাঁধে লও,
যে পথে গিয়াছেন যীশু সেই পথে ধাও,
ফিরি' সবার দ্বারে দ্বারে ক্রুশ-সঙ্গীত গাও।
অপূর্ব্ব ক্রুশের কথা সবারে শুনাও,
প্রেমময়ের প্রেম-ফল পাপীরে বিলাও।
নিজে মাতি' যীশু-প্রেমে অপরে মাতাও,
আশাহীনে সযতনে ক্রুশের কথা কও।
ক্রুশে বিদ্ধ শান্তি-রাজে পাপীরে দেখাও,
ক্রুশে প্রাণ ক্রুশে ত্রাণ—ঘরে ঘরে গাও।

---

১১৫ মিশ্র।

প্রভু, হউক ব্যাপ্ত তোমার সত্য জীবন মরণে,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল ভুবনে।
সবে আসে যেন তব পাশে পূজিতে তোমার,
লভে প্রসাদ, লভে শান্তি, ওহে দয়াময়!
পবিত্র হইয়ে তব প্রেম কিরণে।

---

১১৬ পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

বল রে বিপথগামিন্ আছে কি না আছে মনে
আমার ক্রুশের তলে যে কথা ছিল দুজনে?
প্রথম প্রণয় ভুলে সেবিছ দেখি শ্বাবলে,
হয় না কি কোন কালে মম প্রেম তব মনে?
আমার যত বেদনা ভুলেও কি মনে পড়ে না?
শোধেছি তোমার দেনা নিজ দেহ বলিদানে।
ঊষার শিশির সম শুকাইল তব প্রেম,
তবু দেখিছ না ভ্রম মুদি' আঁখি এইক্ষণে?
কোথা সে নিশার গীত, কোথা সে প্রফুল্ল চিত?
এবে বলি—কেন এত ভ্রমিছ দুঃখিত মনে?
ফির ফির ভ্রান্ত নর, আসিয়া আঘাত কর,
আমার প্রেমের দ্বার খুলে দিব সযতনে।

১১৭

কীর্ত্তন—একতালা।

ত্রাণ যদি পাবে প্রাণ দিতে হবে,
নতুবা এ জ্বালা যাবে না। (শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে
সে দ্বারে পশিতে পাবে না। (আহুতি না দিলে রে)
সেই শান্তি ধামে একা যায় না যাওয়া
একা ডাকিলে দেখা হবে না। (সবে মিলে চলরে)
তাই প্রেম ডোরে বাঁধ পরস্পরে
বেঁধে কর রে সত্যের সাধনা।
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক্
দূরে যাক্ সব পাপ বাসনা। (পতিত পাবন নামে)

১১৮

লক্ষ্ণৌ গজল—ঠুংরি।

ওহে পাতকী জন লহ তাঁর শরণ
পাপী তাপী কারণ যাঁর অবতরণ।
যিনি গৌরবযুত, পরমেশ সুত,
দিব্য দূত অযুত পূজে যাঁর চরণ।
যিনি স্বর্গ ত্যাগি' নর-দুঃখ-ভাগী,
নর মুক্তি লাগি' হন ক্রুশে নিধন।
যিনি কত অজ্ঞান মৃত নর সন্তান
করি' দীপ্তি প্রদান দেন নিত্যজীবন।
যীশু প্রেমসাগর! যীশু পুণ্য আকর!
যীশু ত্রাণ-ভাস্কর! সুখশান্তি-নিদান!

---

১১৯ বাহার—কাওয়ালী।

কে যাবে কে যাবে সিয়োনে পিতার ভবনে ?
ভেসেছে ত্রাণের তরি পাপীদের কারণে।
ছাড় ভাই ধ্বংস-দেশ, ত্বরা করি' চলে এস,
পাপ দুঃখ হবে শেষ, চল যাই সিয়োনে।
বিনামূল্যে করেন পার প্রেমী যীশু কর্ণধার,
কেন কাল বিলম্ব কর, যাবে না কি সিয়োনে ?
ত্রাণ তরি চ'লে গেলে কাঁদিবে বসিয়া কূলে,
ফিরিবে না আর ডাকিলে, চ'লে যাবে সিয়োনে।
যখন তোমার পিতা জিজ্ঞাসিবেন তব কথা,
বলিব কি এ বারতা—আস্‌বে না সে সিয়োনে ?

---

১২০ ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ক্রুশের সৈনিক ! তব এ ভাব কেমন ?
বহিতে চাহ না ক্রুশ, এ কি মহা বিড়ম্বন !
বিনা যুদ্ধে অকাতরে, ফুল শয্যায় শয়ন ক'রে,
কে কবে স্বরগপুরে পেয়েছে জয়পত্র দান ?
কাঁটার মুকুট না পরিলে স্বুবর্ণ মুকুট ভালে
পায় কি কেউ কোন কালে, শুনিয়াছ কি কখন ?
ক্রুশের সৈনিক যারা, নিজ রুধিরেতে তারা
ক'রেছে প্লাবিত ধরা, হেসে দিয়াছে জীবন।
যীশু-ক্রুশ পানে চেয়ে ত্যজ মান লাজ ভয়ে,
নিজ ক্রুশ স্কন্ধে ল'য়ে আনন্দে কর বহন।

১২১ সাহানা—ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে ?
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে।
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহতাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে !
পুলকে জগৎ আজি কি মধু-শোভায় সাজে !
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে।

---

১২২ ঝিঁঝিট—একতালা।

ভজরে প্রভু দেব দেব সরব হিত-কারী রে।
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর দুঃখ-হারী রে
যাঁহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত স্রোতঃ বহিছে যার,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ কি ভয় তোমারি রে !
তাঁহারি প্রীতি কুসুম কাননে, তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়, উথলে প্রেম-বারি রে !
অমৃত জলেরি সেইত সাগর, কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম শান্তি-কারী রে !

১২৩

বাউলের সুর—একতালা।

যীশু পরম ধন !
তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান, আইলেন মর্ত্ত্য ভুবন,
ওমন তোমারি কারণ,
তিনি নরের জন্য নরদেহ করিয়াছিলেন ধারণ।
ও মন তোমার পাপের জন্যে গেৎশিমানী বাগানে
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে,
ও মন তোমার মহাপাপের জন্য ক্রুশে করিলেন প্রাণ সমর্পণ।
* * * *
যে জন বিশ্বাসে করে সাধন সে পাইবে খ্রীষ্টধন,
সে ধন অমূল্য রতন,
ঐ ধন অনন্তকাল থাক্‌বে রে মন, তার ক্ষয় নাহি হ'বে কখন
* * * *

১২৪

মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা

বাহিরে দাঁড়ায়ে ওকে আঘাত করিছে দ্বারে ?
ভিজিছে মস্তক কেশ তীব্র নিশার শিশিরে।
হাতে পায়ে ক্ষত চিহ্ন, প্রেমে মুখ পরিপূর্ণ,
সহস্রের অগ্রগণ্য, বাক্যেতে অমৃত ঝরে।
মধুর আহ্বান তাঁর তুচ্ছ করি' কত বার
ব'লেছ মুখের উপর—নাহি সময় যাও ফিরে।
উঠ, খুলে দাও দ্বার, দূর কর নিদ্রাভার,
পূজ যুগল পদ তাঁর, তনু মন সহকারে।
যদি তিনি দুঃখ-ভরে দ্বার হ'তে যান ফিরে,
তখন পড়িবে ফেরে, কাঁদিলে পাবে না তাঁরে।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

—:*:—

১২৫

আলেয়া—একতালা।

অপার মহিমা তব, নাহিক হে তুলনা,
অতুল তোমার প্রেম কে করে হে বর্ণনা।
তুমি নিজ পুত্র দিলে তারিতে পাতকী দলে,
দিয়াছ সকলি প্রভু করিয়া ত করুণা।
শোক দুঃখে অভিভূত ছিলাম যখন পিতঃ
তোমারই প্রেম-বাহু ত ক'রেছে হে সান্ত্বনা।
তোমার শ্রীমুখ-জ্যোতিঃ দেখিয়াছি দিবারাতি,
রক্ষিয়াছ নাথ তুমি হ'তে বিপদ যন্ত্রণা।
যাগ যজ্ঞে নহ প্রীত, তব যজ্ঞ চূর্ণ চিত,
লহ আজি তাহা পিতঃ, পূর্ণ কর কামনা।

———

১২৬

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

অপূর্ব্ব প্রেমে প্রভু এ জগৎ মাতালে,
তুমি প্রেম-বলে ধরাতলে বিজয়ী হইলে।
তুমি প্রেম ক'রে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম ক'রে নরের তরে এ ভবে আইলে।
তুমি ভবে এসে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি ভবে এসে, কত ক্লেশে জীবন যাপিলে।
তুমি পাপীর তরে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি পাপীর তরে ক্রুশোপরে মরণ ভুগিলে।

আমার প্রেম তরি, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম-তরি, প্রেম করি' পাপী পার করিলে।
আমার প্রেম রতন, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম রতন, তোমায় যতন ক'রব সর্ব্বকালে।
তোমার প্রেমরসে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তোমার প্রেমরসে বঙ্গদেশে মাতাও সকলে।

১২৭

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী।

এস সবে জয় রবে যীশু-গুণ করি গান—
মহীয়ান যীশু অমর প্রধান,
পাপীর প্রাণ বাঁচাইতে ক্রুশে দিয়াছিলেন প্রাণ!
কাননবাসী মুনি ঋষি অনাহারে দিবানিশি
করি' ধ্যান তত্ত্ব নাহি পাইল যাঁহার,
সেই আরাধ্য যীশু হ'য়ে কুমারী-কুমার
মুক্তি-পথ প্রকাশিলেন সহ্য করি' অপমান।
দূত-সেবা ত্যজ্য করি', স্বর্গ-সুখ পরিহরি,
দেখালেন প্রেম যীশু অতি চমৎকার!
নরে তারিবারে অবনীতে অবতার,
ত্রাণ-কার্য্য সমাপিলেন নিজ রক্ত করি' দান।

---

১২৮ মিশ্র ভী-পলশ্রী—একতালা।

জয় জয় রবে গাব তব গুণ, তুমি মম পরিত্রাণ,
(আমি) জীবনে মরণে যীশু কভু ছাড়িব না তব প্রেম-গান।
যদি অনাদরে করে ব্যবহার
সবে মোর প্রতি কারণে তোমারে,
(আমার) হৃদয় তবুও রহিবে অটল, ছাড়িবে না তব প্রেম-গান।
(আমি) জানি মাত্র যীশু তোমারে আপন,
তোমা হ'তে প্রিয় নাহি কোন জন,
(আমি) তোমাতে পেয়েছি অনন্ত আশ্রয়, তব প্রেম নহে বর্ণিবার
ব্যর্থ নহে মোর জীবন ধারণ,
তোমাতে আমার অনন্ত জীবন,
(আমি) ধরিয়া বক্ষে ধরা-ক্লেশ ভার গাহিব তব প্রেম-গান।

---

১২৯ রামকেলি—কাওয়ালী।

আঁখি জল মুছাইলে প্রভুগো, অসীম স্নেহ তব,
ধন্য তুমি হে ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে
যে আসে অমৃত পিয়াসে।
দেখেছি আজি তব প্রেম মুখ হাসি,
পেয়েছি চরণ ছায়া,
চাহিনা আর কিছু, পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয় বেদনা !

---

১৩০ কীর্ত্তন।

প্রাণ ভরে আজি গান কর,
ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়।
ও ভাই শুন সমাচার—পাপীদের ভার
লয়েছেন আপনি দয়াময়। (আর ভয় নাই রে)
প্রভুর প্রেম রাজ্য দেখ প্রকাশিল,
তাঁর করুণা নামিল ধরায়। (পাপী উদ্ধারিতে)
এমন কৃপা ফেলে কেন দূরে গেলে,
বল কোথা আর জুড়াবে হৃদয় ;
আজ নয়ন ভরে প্রভুর রূপ হেরে
সবে গাওরে খুলিয়ে হৃদয়। (জয় যীশু বলে)

---

১৩১ টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যাশ্রয় নিত্যানন্দ জয় জয় ঈশনন্দন !
সৃজন-পালন-তারণ-কারণ দাস-ত্রাস-হরণ !
আশ্রিত-জন-শরণ ভকত-হৃদি-রঞ্জন !
অনাথবন্ধু করুণাসিন্ধু জয় জয় জগজীবন !
প্রীতি-শান্তি-আধার বিশ্ব-ভূপ সারাৎসার
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু জয় জয় মনোমোহন !

১৩২

মিশ্র ।

যেদিন তোমার অভয় চরণে লয়েছি শরণ মানব-ত্রাণ,
আসিল চিত্তে সে কি আনন্দ, আসিল শান্তি, জুড়াল প্রাণ !
তোমার বিমল প্রেমের প্রভায় ঘুচিল নিরাশা-আঁধার-রাতি,
গাহিল হৃদয় 'জয় যীশু জয়', পাতকি-তারণ, ত্রাণের জ্যোতিঃ !
ধন্ত তোমার করুণা অপার, তুমি যে হৃদয়-সবিতা-রাজ,
তোমার অমল-কিরণ-সম্পাত হরিল হৃদয়-তিমির আজ ।
উজল তোমার শীর্ষ-কিরীট, হস্তে তোমার তারকা সপ্ত,
কণ্ঠে তোমার ত্রাণের বারতা, করুণা-আলোকে ভূলোক দীপ্ত,
বিশ্ব তোমার প্রেমেতে রচিত, সিন্ধু ঘোষিছে মহিমা উক্তি,
বক্ষে বহিছে অমিয়-প্রবাহ, ডাকিছ মানবে দিতে গো মুক্তি !
বহিব হরষে ক্রুশটী আমার, তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি,
স্বর্গ-গৌরব বিজয় মুকুট শোভিবে এ শিরে বিশ্বাস ধরি,
ক্লান্তি আমার ঘুচাবে স্নেহে, চলিব তোমার নামটি স্মরি,
হেরিব নয়নে চির-মধুময়, ভকত-বাসনা সিয়োনপুরী ।

১৩৩

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

জয় রাজ-রাজেশ্বর সর্ব্বগুণাকর !
জয় প্রভু যীশু মহিমা তোমার !
জয় জয় শান্তিদাতা ! জয় পাতকী ত্রাতা !
জয় যীশু তব প্রেম অপার !
সীয়োন সন্তানগণ কর নৃত্য জয়গান,
করহে প্রভুর নাম ভুবনে প্রচার ।

১৩৪ খাম্বাজ—ঠুংরি।

তুমি ধন্য তুমি ধন্য মানব পাপ তাপ হারী,
মানব তারণ করিলে সাধন বহু দুঃখ ধরি'—
তোমায় প্রণিপাত করি।
সংসার সম্পদ জন, বিদ্যা বুদ্ধি আদি ধন,
বিফল সকল মানব-সন্তাপ করিতে হরণ,
বিনা তব শান্তি ধন।
(তব) অপার প্রেম-সলিলে ভকতি-ভরে ডুবিলে
দুঃখ যায়, সুখ উপজয়, নিবায় পাপ অনলে,
তৃপ্ত মন শান্তি জলে।
তুমি পরম সুন্দর, তোমার মহিমা সুন্দর,
প্রেম সুন্দর, করুণা সুন্দর, সুন্দর সকলি তোমার,
তোমায় হেরি বারে বার।

---

১৩৫ ইমন কল্যাণ—ধ্রুপদ বা পঞ্চম সোয়ারী।

ধন্য ঈশ্বর-নন্দন, পাপ-বিনাশ-কারণ,
অধম তারণ হে যীশু হে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি যীশু দয়াবান,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান ;
প্রকাশিয়া নিজ দয়া, নর অবতার হইয়া
এ জগতে আসিয়া দিলে দরশন,
পতিত-পাবন হে যীশু হে।

সত্য দয়া ক্ষমা এই ত্রিগুণের আধান,
অনাদি অনন্ত যীশু সকলের প্রধান ;
পিতৃ-বক্ষস্থল ত্যগি' পাপিষ্ঠ নরের লাগি'
হইয়া প্রভু অনুরাগী লভিলে নিধন,
প্রায়শ্চিত্ত-কারণ হে যীশু হে।
তুমি ভূত তুমি ভব্য তুমি বর্ত্তমান,
তুমি ত্রিলোকের পতি স্বয়ং সনাতন ;
কে জানে তোমার মর্ম্ম. তুমি জগতের ধর্ম্ম,
তুবি খ্রীষ্ট পূর্ণ ব্রহ্ম, করণ-কারণ,
পাপ-বিমোচন হে যীশু হে।
কাতর কিঙ্করে কর করুণা প্রদান,
অন্তে যেন শান্তিধামে পাই নিত্য স্থান ;
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি স্তব মিনতি,
স্বর্গ-দূত তব স্তুতি করে অনুক্ষণ,
দেহি ধর্ম্ম মন হে যীশু হে।

---

১৩৬ সিন্ধু—কাওয়ালী।

সব সুন্দর তব সুন্দর হে!
হে চিরসুন্দর! হে চিরমধুর! হৃদয় সখা যীশু হে!
জীবনের সুখে, জীবনের দুঃখে,
আশা নিরাশায়, আঁধারে আলোকে,
তোমার সহাস্য মধুর আস্য—সুন্দর বড় সুন্দর হে!

পাপের ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে
পড়ি' যবে প্রভু মরি আতঙ্কে,
তোমার চাহনি অভয় বাণী—সুন্দর বড় সুন্দর হে !
সুন্দর তব শাসন করুণা,
সুন্দর তব সান্ত্বনা তাড়না,
প্রেম উপদেশ, মঙ্গল আদেশ—সুন্দর বড় সুন্দর হে !

---

১৩৭ ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে।
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্ম্মে গুরু,
সকলি তোমার মহা-মহিমার জয় হে।
মরণের অন্ধকার উপত্যকা মাঝে
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত ;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সান্ত্বনা অক্ষয় হে।
তুমি কর স্নেহ-সিক্ত উত্তপ্ত মস্তকে,
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে ;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
থাকিব তোমার গৃহে নাহিক সংশয় হে।

১৩৮

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে,
সব দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

১৩৯

ভৈরবী—ঠুংরি।

জয় যীশু গুণনিধি ভক্ত-চিতহারী, দেব মানব-কুলপাবন—
চরিত নির্ম্মল, সুন্দর কোমল, দীন-জন দুঃখনাশন।
পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার, ঘোর দুরাচার, মস্তকে করিলে ধারণ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে ভ্রমিলে দীনের মতন,
পর দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, সব সুখ তেয়াগিয়ে, শিখালে চরম সাধন।
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহবাস পরিহরি সেবিলে পিতার চরণ,
(আহা) তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ ব'লে চিরদিন করিলে
আত্ম বিসর্জ্জন।
সুকুমার শিশু যথা মারিলে না কহে কথা, তেমনি তোমার আচরণ,
(আহা) অনায়াসে শত্রু করে ধরা দিলে আপনারে ক্রুশাঘাতে
বধিতে জীবন।
ধন্য তব পুণ্য নাম, অনুপম গুণগ্রাম, স্মরণে ঝরে দুনয়ন,
তোমার চরিতামৃত হউক মম শোণিত বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন।

ধ্যান ও প্রার্থনা

১৪০

বেহাগ—তেওরা।

অধম পতিত জনে কেন ভালবাস এত ?
থাক তারি কাছে কাছে নিশিদিন অবিরত।
যে তোমায় সদা ভুলে যায়
প্রেমময় তুমি ভোলো না ত তায় !
প্রেম-ডোরে বেঁধে তারে কর চির অনুগত !
পাপে যে হ'য়েছে মলিন,
নাহি ভক্তি, প্রীতি, ধরম-বিহীন,
প্রেম-নীরে ধুয়ে তারে ক্ষম তার পাপ যত।
পেয়ে তোমার দয়া অনুক্ষণ
মোহাবেশে তবু রহে অচেতন,
মধুর স্বরে জাগাও তারে ক'রে তুমি প্রেম কত।

১৪১

ভৈরবী—একতালা।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে,
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ ;
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।

১৪২

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি', চরণে রাখি' আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিল-ধৌত হৃদয়ে থাক দিবস যামী।

১৪৩

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল।

রেখ হে মগন মোরে সতত তোমার কাজে,
রাখিবে হে যতদিন তোমার ভুবন মাঝে।
তব রক্তে করি' স্নান, প্রেম সুধা করি' পান,
বিলাব তোমার নাম ভারত ভবন মাঝে।
প্রেম-অমৃত সাগরে ডুবিব ডুবাব 'পরে,
ঘোষিব সদা তোমারে আমার সকল কাজে।

---

১৪৪ ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন,
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন।
শান্তি নামে পুণ্য নদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন।
অজস্র অমিয় সুধা বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুধা করি' সেবন।

---

১৪৫ বেহাগ—তেওরা।

আজি এসেছি কাতর প্রাণে ভিক্ষা মাগিতে গো!
করুণ নয়নে চাহ দীন পানে করুণা-স্বামী গো!
শুনেছি তোমার দ্বার হ'তে চ'লে যায় না ভিখারী
ফিরে কোন কালে,
এসেছি ছুটিয়া সে আশার বলে তোমারি চরণে গো!
সংসার বাঁধনে বড়ই বেঁধেছে, প্রলোভনে মোরে বড়ই ঘিরেছে,
পাপের দাহনে বড়ই জলিছে দগধ হৃদয় গো—
তুমি এ বাঁধন দাও হে ছিঁড়িয়া, এ মহা যাতনা দাও ঘুচাইয়া,
তব স্নেহ কোলে লও হে টানিয়া অধম পাপীরে গো!
চাই শুধু তব শ্রীমুখ দেখিতে, স্নেহ-সুধা মাখা বচন শুনিতে,
শ্রীপদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে জীবনে মরণে গো—
চাহি নাকো আমি যশঃ মান ভার, চাহি নাকো প্রভু
কোন কিছু আর,
তুমি আছ যার কি অভাব তার—তুমি যে সকলি গো!

১৪৬

মিশ্র—একতালা।

আমায় করহে তোমাময়!
তোমার আমার এই মিলনের মাঝে
কোন বাধা, যেন কোন ব্যবধান, কোন কিছু আর নাহি রয়।
ঘুচে যাক্ সব সন্দেহ আঁধার,
ঘুচে যাক্ যত মনের বিকার,
যাহা কিছু মোরে টেনে রাখে দূরে
সব ঘুচে হোক্ লয়।
তব ইচ্ছা হোক্ প্রতিজ্ঞা আমার,
মনোসাধ হোক্ অনুজ্ঞা তোমার,
তব প্রেম ধ্যানে, তব গুণ গানে,
হোক্ এ জীবন মধুময়!

১৪৭

বিভাস—আড়াঠেকা।

আমার প্রাণ তাঁরে চায়
লৌহ শলাকার চিহ্ন যাঁর হাতে পায়।
যাঁর বিম্ব ওষ্ঠাধরে ত্রাণ-মধু সদা ক্ষরে,
পাপীর প্রাণ স্নিগ্ধ করে যাঁহার প্রণয়।
যাঁহার প্রেম সলিলে কঠোর অন্তর গলে,
পাপীর কারণে জ্বলে যাঁহার হৃদয়।
যাঁর আলিঙ্গন পেয়ে ভক্তগণ নিরভয়ে,
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে সঁপেছিল কায়।
যীশু তরে মম প্রাণ কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
প্রেমেতে পীড়িত মন, ব্যাকুল হৃদয়।

---

১৪৮ কাফি—একতালা।

যেন জীবনে মরণে তোমারি চরণে পড়িয়া থাকিতে পাই—
এই বর আজি দাও মোরে স্বামী, এই বর আমি চাই।
সংসার তাপে দুঃখ বেদনায় যেন গো এ প্রেম নাহি শুকায়,
তোমা ছাড়া যেন কভু প্রিয়তম অন্য পানে মন নাহি ধায়।
তোমারি কার্যে তোমারি সেবায় এ জীবন যেন ব্যয়িত হয়,
তোমারি আদেশ পালনই প্রভু যেন সদা মম লক্ষ্য হয়।

---

১৪৯ মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

আমার এ জীবনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তোমারে আমি যে চাই গো—
সুখে দুঃখে শোকে আঁধারে আলোকে
মোর প্রাণে তুমি থেকো গো!
প্রলোভন যবে ঘেরিয়া আমারে
ল'য়ে যেতে চায় তোমা হ'তে দূরে,
তব অভয় বাণী প্রাণের ভিতরে
শুনিতে যেন পাই গো!
সুখের মাঝারে আমি তোমায় চাই,
দুঃখেরে যেন গো কভু না ডরাই,
যাহা দিবে তুমি ল'য়ে যেন তাই
তোমা পানে চেয়ে রই গো!

৬

১৫০ ভীমপলশ্রী—একতালা।

আমার শুধু সে শকতি দিও হে—
যেন ভুলে কোন দিন তোমার বিচার
অবিচার নাহি ভাবি হে!
সুখ পেয়ে যদি তোমারে হারাই,
সুখে মোর কাজ নাই হে,
আমায় দুঃখ দিও—শুধু তার সাথে যেন
তোমারে হৃদয়ে পাই হে!
যাহা কিছু মোরে টেনে ল'য়ে যায়
তব পথ হ'তে বিপথে,
কঠিন আঘাতে দূর ক'রে দিও,
রক্ষিও মোরে তা' হ'তে;
যদি ব্যথা লাগে, তোমার পরশ
বেদনা ভুলায়ে দিবে হে—
যা' ঘটে ঘটুক, শুধু যেন স্বামী
আস্থা টুকু নাহি টুটে হে।

১৫১ ইমন কল্যাণ—তেওরা।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে;
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে।

১৫২ ধুন—ঠুংরি।

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ,
তুমি করুণামৃত সিন্ধু, কর করুণা কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।
যে তোমারে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায় তা'রে তুমি রাখো রাখো ;
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধা সাগর তীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে, সুধা করাও হে পান।

---

১৫৩ কাফি—চৌতাল।

আছ হিয়ার মাঝারে তবু ভুলে থাকি,
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতিঃ,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে।
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে।
কাঙ্গাল সখা যীশু ! তুমি যার প্রভু
তার কি ভাবনা এ ভব সংসারে।

১৫৪

কীর্ত্তন।

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখ্‌তে আমি পাই নি,
আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালবাসায়, আমার সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, আমি তোমার কাছে যাইনি।
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায়,
আনন্দে তাই ভুলে ছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়;
গোপন রহি গভীর প্রাণে, আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান ত গাই নি।

১৫৫

কীর্ত্তন।

(লোফা) এই ত হৃদয়ে রে এই ত হৃদয়ে
আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে
আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে, (তোমায় দেখ্‌ব ব'লে হে)
দেখি আছ হৃদয় আলো ক'রে রে। (প্রাণের মাঝে প্রাণসখা)
(দশকুশী) তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশিদিন, (চেয়ে দেখিনা দেখিনা সখা তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারাসুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন। (শান্তি তাহে যে নাই হে—শান্তি নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ জলে নিবারণ হ'ত
(তবে) ধাইত না অলি মধুপানে। (এত ব্যাকুলিত হ'য়ে হে)
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ কিছুতেই ঘুচিবে না ত
তব প্রেম মকরন্দ বিনে।

(খয়রা) তাই বলি হে প্রভো ! হৃদয় কানন মাঝে
বিহর নাথ নিশিদিন হে। (আমার হিয়াবন আলো করি)
প্রেম তটিনী তটে, ও পদপল্লব নিকটে
(আমি) বৈঠিব আনন্দে নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে।
তুলি সুললিত তান আমি ডাকিব তোমারে হে ;
অমনি প্রাণসখা দিবে দেখা হৃদয় মাঝারে হে।
(আমার হিয়াবন আলো করি)

---

১৫৬ কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—ঝাঁপতাল।

এ কি মোহন দেউল গড়িলে মরু প্রান্তরে !
শীতল অঙ্গনে যাত্রী সংসার জ্বালা পাসরে।
এ দেউল রচনা তরে হ'লে বিদ্ধ ক্রুশোপরে,
দেহ প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জিলে প্রেমভরে।
সে প্রেম সন্তাপহারী, ভক্তচিতে অবতরি
গড়ে যুগ যুগ ধরি' দেউল জীবন্ত প্রস্তরে।
আছে হেথা উৎসারিত, অনন্ত জীবন স্রোতঃ,
হ'য়ে তাহে নিমজ্জিত পাপীজনে মৃত্যু তরে।
দেউলে শোভিছে বেদী, হত যাহে নিরবধি
মেষশিশু পুণ্যজ্যোতিঃ তরা'তে পাতকী নরে।
সে উৎসৃষ্ট দেহরক্ত ভোজনেতে পরিতৃপ্ত
ক্ষুধিত যতেক ভক্ত তব স্তুতি গান করে।

১৫৭ বিভাস—একতালা।

এ জগতের মাঝে তব বীণা বাজে,
ডাকিছ মানবে তুমি অবিরত ;
সাগরে কান্তারে পর্ব্বত শিখরে তব প্রেম গীতি ধ্বনিছে নিয়ত।
তব প্রেম বীণা গগনে পবনে, পত্রে পুষ্পে ফলে বিহগ কূজনে,
পিতৃমাতৃ স্নেহে সখার নয়নে,
দম্পতি প্রণয়ে হ'তেছে ঝঙ্কৃত।
সে প্রেম আহ্বান ভকতের প্রাণে জাগাইছে বাণী গভীর নিঃস্বনে,
পশিয়া মানব হৃদয় অঙ্গনে
উদাসী করিছে নরনারী চিত।
মানবের সহ মিলন পিয়াসে হ'লে অবতীর্ণ মানবের বেশে,
নিখিলের ব্যথা বহিয়া নিঃশেষে,
মানবের পাপে হ'লে ক্রুশে হত।
হে মৃত্যু বিজয়ী, তোমারি জীবনে কর সঞ্জীবিত দীন অভাজনে,
নাশ পাপতৃষা অমৃত সিঞ্চনে
ধরাতলে স্বর্গ কর প্রতিষ্ঠিত।

---

১৫৮ সুরট মল্লার—একতালা।

করি নিবেদন ধরি' শ্রীচরণ, ওহে দীননাথ যীশু দয়াময়,
তোমার পরশে প্রেম সুধারসে দেহমন যেন অভিভূত রয়।
আমিত্ব আমার করিয়া নিধন, কর প্রভু মোরে তোমারি বাহন,
হৃদয় মাঝারে তোমারি আসন করহে রচনা করুণাময়।

নয়নে শ্রবণে কর অধিষ্ঠান, রসনায় কর তব বাণী দান,
হস্ত পদ দিয়ে স্বকার্য্য সাধিয়ে তোমাতে আমারে করহে লয়।
দেহ প্রভু দীনে প্রেম আলিঙ্গন, দুঃখব্যথা তব করিব বরণ,
তব ক্রুশ-ক্ষত করহে মুদ্রিত দেহে চিতে প্রাণে, এই অনুনয়।

১৫৯

মুলতান—যৎ।

কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে
(আমার) হৃদয় নিভৃতে, নাথ, যাহা আছে লুকায়ে।
ধনজন যৌবন, পাপ পূর্ণ এই মন,
যার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপা করি' হৃদয় স্বামী,
দেও হে জনমের মত তব প্রেমে মাতায়ে।

১৬০

ইমন কল্যাণ—

কৃতাঞ্জলিপুটে চরণে তোমারি
মাগি ভিক্ষা প্রভু পতিত পাবন,
চাহি না ঐশ্বর্য্য ধনজন রাজ্য,
রহি যেন সদা দীন অভাজন।
দুঃখ ব্যথা মোরে দিও দয়া ক'রে
সুখ নিদ্রা ঘোরে রেখ না মগন।
তব আলিঙ্গনে প্রেম হুতাশনে
দহে হৃদি যেন, হে পাপ নাশন।

১৬১

বাউল—খেমটা।

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কেবা আছে,
তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন সুহৃদ্ কে বা আছে।
যখন পাপ-সাগরে প'ড়ে থাকি অন্ধকারে,
তখন আমার করে ধ'রে, উদ্ধারে আর কে বা আছে।
যখন শূন্য হৃদয়ে কাঁদি ব'সে নিরাশ হ'য়ে
তখন প্রেমভরে আশ্বাসিয়ে চক্ষের জল দেও গো মুছে।
এত ভালবাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিন্‌লাম আমি,
ছেড় না ছেড় না তুমি, থেক আমার কাছে কাছে।

১৬২

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সঙ্গোপনে, জাগিতেছে সদা মনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে না দেখি কূল কিনারা ;
কখন বিপথে যদি, যাইতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা।

---

১৬৩ কীর্ত্তন।

দয়াল যীশু হে, যীশু আমার, আমায় কেন ডাক সখা বলে আর,
(আর ডেকোনা ডেকোনা, ডেকোনা হে) (অমন ক'রে সখা বলে)
আমায় অমন ক'রে, আমার নামটি ধ'রে, দয়াল ডেকোনা ডেকোনা হে,
তোমার মধুমাখা স্বর শুনে আমি লাজে মরে যাই প্রাণে হে।
কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,
তার কি গুণে ভুলিয়ে, দয়াল যীশু যীশু আমার,
তুমি সখা বলে ডাক তায় হে। (একি ভালবাসা)
যে জন মোহ মদে মত্ত সদাই উন্মত্ত গরবে গর্ব্বিত রয় হে,
তার স্মরি কিবা গুণ, যীশু ত্রাণধন, তুমি সেধে ভালবাস তায় হে।
আমি বুঝিনু এখন পতিত পাবন তোমার প্রেমের রীত,
যে জন চাহে না তোমারে চাও তুমি তারে, ডাকিয়া কর সুহৃদ্।
যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে। (আর ছেড়না ছেড়না হে)

---

১৬৪ মিশ্র—ঠুংরি।

দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও,
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
পাশে থেকে চিন্‌তে নারি কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী হৃদয় পানে হাসিয়া চাও।
বল আমায় বল কথা, গায়ে আমার পরশ কর,
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তুমি তুলে ধর।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে, সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও।

১৬৫ রামকেলী - কাওয়ালী।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে,
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমায় গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে,
হেরিব উৎসব মাঝে মঙ্গল কাযে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে।

---

১৬৬ দেশ—আড়াঠেকা।

পসারিয়া দুই বাহু ওই কে ডাকিছে,
স্নেহ-কাতর চোখে চেয়ে রয়েছে?
কণ্টক বিধিঁছে শিরে, হস্তে পদে রক্ত ঝরে,
নিখিল মানব তরে প্রাণ সঁপিছে।
বিষয়বাসনাবিষে জর জর প্রাণ—
মরীচিকা পানে ছুটি' দিবা অবসান;
জুড়াও তৃষিত হিয়া, দিয়া, প্রভু, পদছায়া,
তব কৃপাবারি আশে, পাপী এসেছে।

---

১৬৭ কীর্ত্তন।

প্রভু-পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে ?
কি ছার সংসার সুখ সেই সুখরাশি কাছে রে ! (একবার ভেবে দেখ রে)
রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে ;
(তবে) অন্য রস আশ, না থাকে পিয়াস, পরাণ মগন হয় রে। (সেই সুধাস্বাদে)
সে প্রেম রসেতে মজ্জি আপনা পাসরি রে ;
দেখ যত সাধু জনে, সে পদ সেবনে, রত প্রাণপণ করি রে। (এ জনমের মত)
সে প্রেম অনল সম প্রাণে যদি লাগে রে ;
তবে কুবাসনা চয় হয় ভস্মময়, খ্রীষ্ট ভাতি জাগে রে। (হৃদয় আলো করি)

---

১৬৮ খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ ;
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো ;
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।
আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা ;
দ্বার ছুটায়ে বাঁধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে ;
সুধা ধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান।

১৬৯

ভৈরবী—একতালা।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন, ভক্তি বিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে ;
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।

১৭০

ঝিঁঝিট (কীর্ত্তন)—একতালা।

সাধ মনে যীশু ধনে নয়নে নয়নে রাখি,
করি নাম গান প্রেম সুধাপান চরণামৃত অঙ্গে মাখি।
(যীশুর চরণামৃত)
ভজি তাঁর পদ, দিয়ে প্রাণ মন, প্রেমানন্দ রসে হইয়ে মগন,
তাঁহারি কথায় তাঁহারি সেবায় দিবানিশি মজে থাকি।
হৃদে ল'য়ে তাঁরে বাহিরিব পথে, কণ্টক মুকুট পরিব মাথে,
জীবন ভরিয়া হলাহল পিয়া মরণেরে দিব ফাঁকি।

---

১৭১ কীর্ত্তন—খয়রা।

হৃদয় আসনে বসায়ে যতনে হেরিব হে তব মুখ।
(বড় সাধ আছে নাথ, বহুদিন হ'তে মনে বড় সাধ আছে হে,
ঐ রূপ নিরখি হে ;
অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখি হে)
হেরি ক্রুশবিদ্ধরূপ পরাণ গলিবে উপজিবে কত দুঃখ।
(তোমার রূপ হেরি)
যে রূপ ধেয়ানে বিষয় বন্ধনে ছেদিল সাধকগণ ; (এ জনমের মত তারা
বাঁধন কেটেছেন হে ; বাঁধন ছিন্ন করে ডুবেছেন রূপসাগরে)
আমি সে রূপ-অনলে দেহ, প্রাণ, মন করিব হে বিসর্জ্জন।
(চিরদিনের মত, অনলে পতঙ্গ প্রায়)
বড় আশা মনে প্রেম নয়নে নিরখিব ঐ রূপ ; (ঐ রূপ নিরখিব হে,
অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখিব হে ;
সেথা তুমি র'বে আর আমি রব হে)
আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ও পদ কমলে হ'য়ে রব হে মধুপ।
(ঐ প্রেক বিদ্ধ পদে)
নয়নাশ্রুজলে ও পদ পাখালি, বসাইব হৃদাসনে ;
(মগ্দলিনীর মত, চক্ষের জল দিয়ে ঐ অভয় পদ ধুয়াইব ;
চক্ষের জল বিনা পাপীর আর কি ধন আছে হে)
আবার প্রেম চন্দনে করিয়ে চর্চ্চিত পূজিব আনন্দ মনে।
(ভক্তি কুসুম দিয়ে)

---

১৭২ কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি সুখ ব'লে দুঃখ চেয়েছিনু, তুমি দুঃখ ব'লে সুখ দিয়েছ!
(দয়া ক'রে) (দুঃখ দিলে আমায় দয়া ক'রে)
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে।
(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হ'তে কুড়ায়ে এনে)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বুঝালে।
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি' বুঝায়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমার দুয়ারে!
(কোথা দিয়ে আমায় এনেছ, আমি না জানিতে)

---

১৭৩ নায়েকী কানেড়া—একতালা।

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ।
যে দিন তোমার জগত নিরখি' হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি'
সে দিন আমার নয়নে হ'য়েছে তোমারি নয়নপাত।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে, স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে পরশ ক'রেছ অন্তর মাঝখানে;
পিতা মাতা ভ্রাতা, সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি' হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ।

১৭৪ কীর্ত্তনাঙ্গ — একতালা।

(আহা) ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান,
(তুমি) চিরদিন তরে প্রভু হে তাহারে ক'রেছ অভয় দান।
(চিরদিন তরে)
(আহা) পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,
ওহে প্রাণাধার পরশে তোমার পায় সে নবজীবন।
(চিরদিন তরে)
(তোমায়) লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, সোণার প্রাণ কর দান,
আমি সব জেনে শুনে তোমার চরণে সঁপি না এ ছার প্রাণ!
(অন্ধের দশা দেখ)
(আমার) ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,
আমার এ সংসারের সুখ তাও তো হ'ল না, দুকূল হারালেম হায়!
(অন্ধের দশা দেখ)
(আমার) ঘুচাও এ দুর্ম্মতি, দাও শুভমতি, দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস,
আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় ক'রে দান হইব হে তব দাস।
(চিরদিন তরে)

---

১৭৫ ভীমপলশ্রী—একতালা।

আমি চাহি নাকো প্রভু বড় হ'তে আর, জগতের যশঃ লভিতে,
আপনা ভুলায়ে চাহি নাকো আর মিথ্যার বোঝা বহিতে।
আমার সকল গর্ব্ব দূর ক'রে দাও, করহে আমায় নত,
ভেঙ্গে চুরে প্রভু ক'রে লও মোরে তোমারি মনের মত।
তোমারি চরণে রেখো চিরদিন ভকতি অচঞ্চল,
এ জীবন যেন তোমারি সেবায় রহে চির উজ্জ্বল।

১৭৬

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা।

এই মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে—হবে গো এই বার,
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
দিনের কাজে ধূলা লাগি' অনেক দাগে হ'ল দাগী,
এম্‌নি তপ্ত হ'য়ে আছে সহ্য করা ভার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
এখন ত কাজ সাঙ্গ হ'ল দিনের অবসানে,
হ'ল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে;
স্নান ক'রে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন প'রতে হবে,
সন্ধ্যা বনে কুসুম তুলে গাঁথ্‌তে হবে হার—
ওরে আয়, সময় নেই যে আর।

———

১৭৭

জয়জয়ন্তী—একতালা।

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস,
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এস।
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শান্ত চরণে এস।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ রাজ-সমারোহে এস।
বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র রুদ্র আলোকে এস।

———

১৭৮ মিশ্র জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

প্রাণারাম! প্রাণারাম! প্রাণারাম!
কি যেন লুকানো নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম!
নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেম-নদী—সুধার ধারা অবিরাম!
নামে ভুলায়েছ যারে সে কি যেতে পারে দূরে?
নাম-রসে যে ডুবেছে—সে বুঝেছে কি আরাম!
আমারে ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো ক'রে থাক,
জীবনে মরণে মম—তুমি চির সুখধাম!

---

১৭৯ ভৈরবী—একতালা।

যীশু কর হে মোরে গ্রহণ—
অধম দুর্ব্বল নাহিক সম্বল, কৃপা পাব ব'লে ল'য়েছি শরণ।
পাপে কলঙ্কিত, প্রেম-ভক্তি-হীন, মোহপাশবদ্ধ, নহি ত স্বাধীন,
শত অপরাধী অন্ধ অজ্ঞান—কর প্রভু মোরে কর কৃপাদান।
সংসার বাসনা কর হে বিনাশ, সর্ব্বস্ব লইয়া কর তব দাস,
মাটীতে রাখ হে তৃণের সমান, নাশ তুচ্ছ ধন জীবনের অভিমান।
যেমন ক'রে রাখ কোন ক্ষতি নাই, শুধু পদপ্রান্তে পাই যেন ঠাঁই,
চরম ভরসা শ্রীচরণ তব পাই যেন বক্ষে করিতে ধারণ!

---

১৮০ কাফি সিন্ধু—একতালা।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন এ কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু' হাত ভ'রে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

১৮১

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

যীশু তুমি জীবন-সম্বল, তুমি পাতকী-বান্ধব,
তুমি প্রেমের নিদান, সত্য সনাতন, অতুল মহিমা তব,
আমি জীবন মন চরণে দিয়া প্রাণের আশা মিটাব।
আমি অপরাধ কত করিয়াছি পদে, নাহিক তাহার সীমা,
সে সকলি তুমি ক্ষম হে ক্ষম করুণা গুণে তব।
এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম মুরতি তব।
আমি সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু তব লাগিয়ে হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
প্রভু জীবন অন্তে চরণ প্রান্তে স্থান দিও এই অধীনে,
আমি বিজয় তানে হোশান্না গানে, প্রাণের আশা পূরাব।

১৮২ মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন বঞ্চিত হব চরণে? আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে। আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে?
আমি শুনেছি হে তৃষাহারী! তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি; তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—একি সব মিছে কথা?
ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে!

---

১৮৩ রামকেলী—তেওরা।

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে—'তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে;
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে'।
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে,
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে।

---

১৮৪ মিশ্র বিভাস—একতালা।

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে,
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে।
হৃদয়-দেবতা র'য়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি, দুঃসহ লাজে।
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ;
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে সকল কর্ম্মে সকল মননে
সকল হৃদয় তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।

———

১৮৫ আলেয়া—একতালা।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন,
যে দর্শনে মৃতপ্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নবজীবন !
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্রধারে, ভাসে প্রাণ সুখ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।
ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে
ব'লবো সবে চক্ষু কর্ণের হ'য়েছে বিবাদ ভঞ্জন।

———

১৮৬

কীর্ত্তনাঙ্গ—ঠুংরি।

ঐ আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো?
চির জনম এমন ক'রে ভুলিও নাকো,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব—
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিওহে আমায় তুমি সবার নীচে;
প্রসাদ লাগি' কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে,
সবার শেষে যা' বাকি রয় তাহাই লব—
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব!

১৮৭

খাম্বাজ—একতালা।

ওহে দয়াময় তোমার সেবায় যেন যায় মম এ পাপ-জীবন,
সর্ব্বস্ব আমার যেন প্রাণাধার তোমারে করিতে পারি সমর্পণ!
মন যেন করে তব রূপ ধ্যান, মুখ যেন করে তব গুণ গান,
হস্তদ্বয় মম করে হে সাধন তব প্রিয়কার্য্য যেন অনুক্ষণ!
যখন যে দিকে ফিরিবে নয়ন, করে যেন তব মহিমা দর্শন,
যেন সদা তব নামানুকীর্ত্তন শুনিতে উৎসুক রহে এ শ্রবণ।
তোমার আদেশ করিতে পালন দিবানিশি যেন ছুটে দু'চরণ,
যেন তব পায় সতত লুটায় মস্তক আমার করিতে বন্দন।
অঞ্জলি ঢালিতে যেন তব পায়, প্রেম-ফুল মম হৃদয় ফুটায়,
রিপুগণ সবে সেবকের প্রায়, করে যেন তব পূজার আয়োজন।
যতদিন আমি জীবিত রহিব, তোমার সেবায় সব নিয়োজিব,
মৃত্যুভয়ে কভু ভীত নাহি হব, মৃত্যু তব সাথে ঘটাবে মিলন।

---

১৮৮ হাম্বীর—তেওরা।

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।
পুরাণো আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে ;
তোমারে চিনিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কিছু মানা, নাহি কোন ডর
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই

---

১৮৯ দেশ মল্লার—কাওয়ালী।

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে,
সব দুঃখ শোক সার্থক হোক্ লভিয়া তোমারি আলো হে।
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হ'য়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে।
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতিঃ,
সোণা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো ;
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি, তাহে শুধু জ্বালা শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে।

১৯০ সুরট মল্লার—একতালা।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার!

(কবে) হ'য়ে পূর্ণকাম ব'লব যীশুনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,

সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার!

কবে পরশমণি করি' পরশন, লৌহময় চিত হইবে কাঞ্চন,

যীশুময় বিশ্ব করিব দর্শন—লুটাইব ভক্তি-পথে অনিবার।

কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,

কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম পরিহরি অভিমান লোকাচার!

মাখি' সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, তুলে ল'য়ে কাঁধে বৈরাগ্যের ঝুলি,

বাহিরিব পথে দুই বাহু তুলি', যীশুনাম দেশে করিব প্রচার।

পর-সেবা তরে পরাণ সঁপিব, প্রেম সাগরে নিমগ্ন রহিব,

আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, যীশু পদে নিত্য করিব বিহার।

---

১৯১ মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,

এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,

যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।

কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন;

পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে,

কোথা আর পথ আছে, দাও তারে দরশন।

১৯২

পাহাড়ী—আড়াঠেকা !

কবে এ হৃদয় নাথ একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মম ইচ্ছা সমভাবে মিলে যাবে ?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-তৃষ্ণা দূরে যাবে।
ক্রুশরূপ সর্ব্বক্ষণ করিব হে নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন পাপ-মূর্ত্তি না হেরিবে।
শুনিবে তব বচন নিরন্তর এ শ্রবণ,
তব পদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে।
সুখী কিংবা দুঃখী হই তাতে মম ক্ষতি নাই,
তব ইচ্ছা পূর্ণ চাই আমাতে সম্পূর্ণ ভাবে।
তোমাতে মম অন্তর দয়া করি' পূর্ণ কর,
স্বার্থভাব দূর কর, নাশ পাপ ইচ্ছা সবে।

———

১৯৩

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কে আর আছে নাথ আমার তোমা বই ?
স্বর্গ কি ধরায় প্রাণ কারে চায় ?
আমার হৃদয়ের সুখ দুঃখ তোমা বই আর কারে কই ?
আমি কি সম্পদে কি বিপদে ভাবি বল কার পদে,
জাগে কার রূপরাশি এ হৃদে ?
পাতকী জীবন ! মানব তারণ !
আমি কার ক্রুশ পানে চেয়ে এ পোড়া আঁখি জুড়াই ?

নাথ যারে সবে ঘৃণা করে হেন অধম পাতকীরে
কে বল গো রাখে সদা অন্তরে ?
আমার কারণ কাঁদে কার মন ?
আমি কার কোলে মাথা রেখে কেঁদে সদা সুখী হই ?
আমার হৃদয় জ্বলিলে পরে ডাকি কার নাম ধ'রে
কে তোষে গো মধুর রবে আমারে ?
বিপদ সময় উদ্ধারে আমায় ?
আমি কার বরে অনিবার রণ মাঝে জয়ী হই ?

———

১৯৪ বাউলের সুর—দাদ্‌রা।

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ !
এবার তুমি ফির না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।
যে দিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহিনা,
যা'ক সে ধূলাতে ;
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ।
কি আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়—
পথে প্রান্তরে ;
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহ।
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে ;
আমায় তার লাগি' আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ

———

১৯৫

খাম্বাজ—একতালা।

তোমারে ছাড়িয়ে প্রসাদ তোমার লভিতে নাথ হে চাহি না,
তোমা ছাড়া যদি থাকে সুখ আর, নাহি তাহে মোর বাসনা।
ভুলিব না আর শুধু খেলনায়, আশিস্ নিমিষে ফুরাইয়া যায়,
নাহি যদি দিবে নাথ হে তোমায়, আর কিছু তবে দিও না।
চাহিনা বান্ধব চাহিনা বিভব, চাহিনা স্বরগ চাহিনা গৌরব,
নাহি যদি পাই হৃদয়ে তোমায়, প্রাণের পিপাসা যাবে না!

১৯৬

খাম্বাজ—একতালা।

সকল বাসনা নাশ হে মম, একই বাসনা কেবল রাখিও,
তুমি দিবস যামিনী আলোকে আঁধারে হৃদয় জুড়িয়া থাকিও।
সকল উপায় কর নাশ, শুধু তোমাতেই মম আশ,
সকল আশ্রয় ভেঙ্গে যাক্ নাথ, তুমি শুধু মোর রহিও।
সকল দুয়ার করি' রোধ একই দুয়ার খুলে দেও,
রাখ সে দুয়ার খোলা তব পানে, তুমি শুধু তাহে পশিও।
সকল পথ থাক রোধিয়া, একই পথ রাখ খুলিয়া,
যাব বিপদে আপদে তোমারি কাছে, তব আশ্রয়ে ঢাকিও।

১৯৭

ভৈরবী—একতালা।

তোমারে না পেলে মিটিবে না মোর প্রাণের গভীর তৃষা,
যাবে না যাতনা হৃদয় বেদনা, পূরিবে না নাথ প্রাণের আশা।
দাও অপসারি মোহ আবরণ, খুলে দাও নাথ আঁখি,
প্রেমের নয়নে তোমার মাধুরী প্রাণ ভ'রে আমি দেখি;
তুমি হে যাহারে দাও দরশন তার সফল জনম সফল জীবন,
লভিয়া তোমার প্রেম আলিঙ্গন মিটে তার সব প্রাণের পিয়াসা।

---

১৯৮ কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

তোমায় ভুলিতে পারি না অথচ বরি না—
একি প্রভু নিরানন্দ!
তোমায় ছাড়িতে চাহি না, রাখিতে পারি না—
সদসতে একি দ্বন্দ্ব!
আমার এ হীন বিরাগ দূর ক'রে দাও—
অনুরাগে কর পূর্ণ!
মম কুণ্ঠিত চিত লুণ্ঠিত কর—
এ দ্বিধা কর হে চূর্ণ!
কঠিন দুয়ার ভেঙ্গে ফেলে তুমি
পশ এ হৃদয়ে মম—
আমি পরাণ ভরিয়া তোমারে সেবিয়া
করি এ জীবন ধন্য!

---

১৯৯ ইমন কল্যাণ—তেওরা।

আকুল আবেগে প্রাণ তোমারি পানেতে ধায়,
তোমারি অনন্ত প্রেমে মিশিতে ছুটিয়া যায়।
ভবের ভাবনা ভুলে, আপনা হারায়ে ফেলে,
তোমারি চরণ তলে পড়িয়া থাকিতে চায়।
কে আমি কোথায় ছিনু, তুমি তো আনিলে ধ'রে,
তুমি তো আদর ক'রে ডাকিলে আমায়;
তুমি তো মুছালে মোর কলুষ কালিমা ঘোর,
শিখালে ভকতি ভরে লুটাতে তোমারি পায়।
উঠিল উজল ভাতি—পূত আশার জ্যোতিঃ—
আঁধার হৃদয়ে মোর, হে দীন তারণ!
ছুটিল মোহের ঘোর, টুটিল বাসনা ডোর,
চিনিনু তোমারে প্রভু তোমারি মহা কৃপায়।

---

২০০ বিভাস—একতালা।

দুঃখে অনাহারে, বিপদ আঁধারে, ফেল যদি মোরে, হে দীন-শরণ!
বিপদভঞ্জন মূরতি তখন হৃদয় মাঝারে দিও দরশন।
নিজে দুঃখী হ'য়ে পরসুখ লাগি' থাকি যেন আমি সদা অনুরাগী,
আপনি কাঁদিয়ে, দয়ার্দ্র হৃদয়ে, পরদুঃখ-অশ্রু করিব মোচন।
দুঃখ দাবানলে পুড়ে যদি প্রাণ, দুঃখে দুঃখে দিন হয় অবসান,
তাহে যেন নাহি হই অধোগামী, কঠোর-হৃদয় কখন;
দুঃখের ভিতরে হেরি' তব মুখ পাসরিব সব আপনার দুঃখ,
কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া বলিব, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ।

---

২০১ মিশ্র ইমন কল্যাণ—ঝম্পক।

দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে—
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে দাওনা দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে,
বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চাবনা কিছু, কবনা কথা, চাহিয়া রব বদনে হে—
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে।

২০২

বাগেশ্রী—তেওরা।

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামি,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি,
ও গো অন্তরযামি!
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামি,
ও গো অন্তরযামি!
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে;
দিন অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে—তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি,
ও গো অন্তরযামি!

২০৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে
শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে
সর্ব্বলোক পরমশরণ, সকল মোহ-কলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতারণ, শোক-শান্ত-স্নিগ্ধ চরণ,
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে!
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু,
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে!
পুণ্যজ্যোতিঃ পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ মদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন,
এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব তিয়ায অমৃত প্লাবনে!
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্কচিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ।

২০৪ কেদারা—একতালা।

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে,
চির পথের সঙ্গী আমার, চিরজীবন হে।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে;
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।

---

২০৫ ইমন কল্যাণ—একতালা।

এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো!
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার;
অন্ধকারে মোহে লাজে চক্ষে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো।

---

২০৬ কীর্ত্তন।

প্রভু এস হে হৃদি মন্দিরে—
তোমায় দীন হীন সন্তানে ডাকে পিতঃ। (পাপে কাতর হ'য়ে)
(ওহে দয়াল পিতা)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর, (ওহে শান্তি দাতা)
একবার দেখে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ)
এস পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ আছে মনে তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও, হ'য়ে দীন হীনের পূজা লও।
তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পূরাতে হবে। (বাঞ্ছা পূর্ণকারী)

---

২০৭ আলেয়া খাম্বাজ—ঠুংরি।

প্রসন্ন বদনে, প্রিয় সম্বোধনে, ডাকিছ পতিত মানব সন্তানে।
শুনিলে তোমার মধুর বচন, হেরিলে তোমার ও প্রেম আনন,
দুঃখ যায় দূরে, হৃদি সরোবরে উঠে প্রেম তরঙ্গ আশা-পবনে।
আহা কি কোমল স্নেহের প্রকৃতি, বিতরিছ কত সুখ শান্তি প্রীতি ;
দাও দাও ঢালিয়ে তাপিত হৃদয়ে, করি হে মিনতি, প্রণতি চরণে।

---

২০৮ ছায়ানট্—একতালা।

হে সখা মম হৃদয়ে রহ।
সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে, হৃদয়ে রহ।
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুঃখ হাসি নয়ন নীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে ;
সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে, হৃদয়ে রহ।

২০৯

ইমন ভূপালী—একতালা।

ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে ;
(প্রভু) মোচন কর ভয়, সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর নিঃসংশয় ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।
ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর জড় বিষাদ মোচন কর হে ;
(প্রভু) তব প্রসন্ন মুখ সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলি-পতিত দুর্ব্বল চিত করহ জাগরূক ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।
ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর স্বার্থপাশ মোচন কর হে ;
(প্রভু) বিরস বিকল প্রাণ, কর প্রেম-সলিল দান,
ক্ষতি-পীড়িত শঙ্কিত চিত্ত কর সম্পদবান ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

২১০

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ভয় করিলে যাঁরে না রহে জগতে ভয়,
সতত স্মরণ কর রে মম চিত তাঁহায়।
যিনি বিশ্ব-অধিপতি, অনন্ত যাঁর শকতি,
রাখ তাঁর শ্রীপদে মতি, ভুলনা যেন তাঁহায়,
শোক দুঃখ বিপদেতে তিনি রে তব সহায়।
গালীল-বারিধি-নীরে রক্ষেন যিনি পিতরে,
স্মর তাঁর অভয় স্বরে, পাপ তাপ হবে লয়,
শান্তিতে পূরিবে চিত্ত, পলাবে মরণ-ভয়।

২১১ পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

মম আশা ওহে নাথ চিরদিন কি মনেই রবে,
তুমি না পূরালে আশা বল আর কে পূরাবে ?
মরিয়ম সম তব পদতলে প'ড়ে রব,
তোমার মধুর রব হৃদি শীতল করিবে ।
রাখি শিরঃ তব বুকে যোহনের মত সুখে,
নিরখিয়া তব মুখে আঁখি আশ মিটাইবে।
বলিব মনের কথা, হৃদয়ের যত ব্যথা,
শুনে সে সব বারতা তুমি সান্ত্বনা করিবে ।

---

২১২ সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

রাখ হে অধীনে নাথ, প্রতি পদে প্রতি ক্ষণে,
দুর্ব্বল অজ্ঞান আমি, দেখিতে নারি নয়নে ।
তোমার প্রশস্ত করে ধর মম ক্ষীণ করে,
চালাও আমারে ধ'রে অমর-ভবন পানে ।
তুমি জ্ঞান মম বল, ওহে দুর্ব্বলের বল,
তুমি হও আমারি বল, পূর্ণ কর দিব্য জ্ঞানে।
এখন আমি চল্‌ব নাথ ধরিয়া তোমার হাত,
তুমি থাক্‌লে আমার সাথ ভীত না হইব মনে ;
যে করে প্রকাণ্ড বিশ্বে চালাইছ বিনা ক্লেশে,
সে কর প্রতি নিমিষে অবশ্য রক্ষিবে দীনে ।

৮

২১৩

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনো দিন তব আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

২১৪

ভৈরবী—একতালা।

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
তব শাসন বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায় মোহন-তুলিকা বুলাইয়া যায় ;
সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভো নীলিমায়, উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায় কুঞ্জভবনে পাখী।
দেহ হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় যত ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল প্রাণে দিয়ে যায় মাখি'।
যেন তোমার পুণ্য পরশ ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি।

২১৫

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

যীশু করুণা কর কিঞ্চিত—আমায় কোরোনা কৃপাবঞ্চিত,
কত আশা কোরে এসেছি নাথ (কৃপা পাবো বোলে) (তব চরণতলে)
বড় আশা কোরে এসেছি নাথ।
আমি পিপাসিত চাতকের মত—আমি দীনহীন কাঙ্গালের মত
আছি চেয়ে তব আশাপথ (দয়া পাবার আশে) (ভিখারীর বেশে)
আছি চেয়ে তব আশাপথ।
আমার মন-আশা তুমি না পূরালে—আমার মনোসাধ প্রভু না মিটালে
তোমায় ছাড়বো নাকো কোনও কালে (তোমার চরণ-কমল আমি)
(তোমার পদযুগল) আমি ছাড়বো নাকো প্রাণও গেলে।
আমায় দাও হে শরণ ও চরণ তলে—আমায় ত্যজো না পাতকী বোলে,
অধম যাবে ত'রে চরণ পেলে (ওগো অধমতারণ) (ওগো কাঙ্গাল শরণ)
কাঙ্গাল যাবে ত'রে চরণ পেলে।

২১৬

আলেয়া—একতালা।

যীশু দেও হে চরণ,
পাতিয়া রেখেছি দেখ হৃদয় আসন।
অধর্ম্মের রাশি পূরেছিল মনে, দূর ক'রে যীশু আপনার গুণে,
ধুইলে রুধিরে এই পাতকীরে, তাই পরিষ্কৃত এখন।
তুলেছি বিমল প্রেমরূপ প্রসূন, মাখিয়াছি দিয়া ভকতি-চন্দন,
পূজিব যতনে, এস হৃদাসনে, জুড়াইব এ জীবন।
জানি নাথ আছে কত পাপ আমার, তা হ'তে তো দয়া অধিক তোমার,
কেন তা না হ'লে ক্রুশেতে সহিলে যাতনা পাপীর কারণ।
ভগ্ন চূর্ণ মন তুমি ভালবাস, তাই বলি নাথ এ হৃদয়ে এস,
কর অধিকার হৃদয় আমার, হৃদে থাক অনুক্ষণ।

২১৭

ভৈরবী—একতালা।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব ছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী।

২১৮

আলেয়া—একতালা।

সদা তুমি আছ কাছে এ বিশ্বাস দেহ দাসে,
কি আলোকে কি আঁধারে কি রজনী কি দিবসে।
পাপ-চিন্তা এলে মনে যেন প্রভু সেইক্ষণে
তোমায় উপস্থিত জেনে হৃদয়েরে রাখি বশে।
পাপাত্মা যখন মোরে ফেলিবারে চাহে ফেরে,
যেন তোমা পানে ফিরে রাখি দৃষ্টি তব ক্রুশে।
একা হ'লেও একা নহি, এ বিশ্বাস আমি চাহি,
থাক ওহে ক্রুশবাহী এ পাপীর হৃদয়াকাশে।

---

২১৯ আলেয়া—একতালা।

স্মরিলে তোমারে হৃদি ভাসে প্রেম সলিলে,
প্রেমের হিল্লোল বহে স্বরগের অনিলে।
পাপ তাপ অহঙ্কার, নিরাশার অন্ধকার,
অসার প্রাণের ভার ডুবে যায় অতলে,
হৃদি মাঝে শান্তিরাজে একমনে পূজিলে।
সংসারে বিদায় ল'য়ে, তোমাতে সংযত হ'য়ে,
মুক্ত প্রাণে স্থির ধ্যানে তোমা পানে চাহিলে,
হৃদয় প্লাবিত করি' সুধাসিন্ধু উথলে।
ওহে যীশু তব সম ভকতের প্রিয়তম,
বিশ্বমাঝে নিরুপম, কোথা পাই খুঁজিলে?
শান্তির অমৃত ঝরে তব নাম স্মরিলে।

———

২২০ বসন্ত—একতালা।

তোমারি প্রেম সতত জাগে ভকত হৃদয়ে স্বামি!
শ্রবণে তার সদাই বাজে তোমারি অভয় বাণী।
আশ্রয় তার চরণ তব, ক্রুশ তার সম্বল সব,
তোমারি ধ্যানে রহে সে প্রভু মগন দিবা যামিনী।
স্বজন সখা যদিও তারে একেলা ফেলি' চলিয়া যায়,
বিশ্বসৃষ্টি চরণ তলে যদি বা তারে দলিতে চায়,
সে সব দুঃখ ভাবনা মিলে তাহারে তত টানিবে তুলে
তোমারি শান্তি-আগার পানে—ভকত-আনন্দ-ভূমি।

—

২২১

সিন্ধু—তেওরা।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়-স্বামী সকলি জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত ক'রেছি নাথ মোহ-পাশে প'ড়ে,
তুমি ছাড়া প্রভু মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত ধারে।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও সংসার সাগর পারে।

২২২

আশা-ভৈরবী—ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ;
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ,
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্, বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান ?
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক্ তোমারি।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

——:*:——

২২৩ বিভাস—একতালা।

কেন রে ভাবনা? কিসের ভাবনা? পিতা সর্ব্বাধিপ তাহা কি জান না?
ভ্রাতা তাঁর দক্ষিণে তোমার কারণে করিছেন মিনতি, নাহি রে ভাবনা!
তিনি যে সঙ্কটে অতিশয় নিকটে আসি' করেন দূর সকল যন্ত্রণা,
বিশেষ প্রত্যূষে, দুঃখ রাত্রি শেষে আসি' নিজ দাসে করেন সান্ত্বনা।
পৃথিবী স্বর্গের শকতি অপার হ'য়েছে অর্পিত যাঁহার উপর,
সৃজন-কারণ ঈশ্বরনন্দন সঙ্গে সেই যীশু, নাহি রে ভাবনা!

———

২২৪ মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেমনে ভুলিব তাঁরে যে জন কভু ভুলে না,
কি সম্পদে কি বিপদে আমারে করে সান্ত্বনা।
অনিবার যাঁর নয়ন আমারে করে দরশন,
এক বার ভুলে কখন মুদিত কভু হয় না।
দুগ্ধপোষ্য বালকেরে জননী ভুলিতে পারে,
তথাপি যীশু আমারে বিস্মৃত হ'তে পারেন না।
মম তরে অনুক্ষণ জাগে রে তাঁহারি মন,
প্রহরী জাগে যেমন, সদাই চকিতমনা।
যীশু, তুমি মম ত্রাতা, বন্ধু রাজা পালক ভ্রাতা,
তব সম পাব কোথা, তোমায় ভুলিতে পারি না।

———

২২৫ পাহাড়ী—একতালা।

চির তব অনুগামী হব ওহে প্রাণেশ্বর!
যথা রবে, আমি সেথা হব তব অনুচর।
তোমা ছাড়ি' কোথা যাব? কোথা হেন বন্ধু পাব?
তব সম কেবা আর তুষিবে দুঃখিতান্তর?
সংসার যাতনা ভয়ে রহি যবে মগ্ন হ'য়ে,
তোমার সান্ত্বনা বাণী শান্তি বর্ষে নিরন্তর।
শুনিলে তোমার রব যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা ওহে শোক-দুঃখ-হর!
এ হেন বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে:
চিরদিন হও, নাথ, অনাথের প্রাণেশ্বর।

২২৬ খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জগৎ যত পার দাও যাতনা,
দিলাম বুক পেতে যাতনা সহিতে, তবু প্রাণনাথে কভু ছাড়িব না।
আমি যে আর জগৎ! নহি আপনার, বিক্রিত হ'য়েছি চরণে তাঁহার,
আমার যত দাম কেবল খ্রীষ্টনাম, সে নামে নিবারে আমার বেদনা।
যীশুই আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, যীশুই আমার কণ্ঠের পুষ্পহার,
যীশু মম ধন, যীশুই জীবন, কেমনে তাঁহারে ভুলি বল না!
তাঁর সম ভাল কে বাসিবে মোরে, সহিবে যাতনা কেবা ক্রুশোপরে,
কেবা নিজ প্রাণ করিবে অর্পণ, তাঁর সম কার আছে করুণা!
খ্রীষ্ট যীশু তরে সকলি সহিব, প্রাণ চাহ যদি তাহাও দিব,
তরবারি-ধার, অগ্নি পারাবার সে নাম ভুলাতে কভু পারিবে না।

২২৭ পিলু—ঝাঁপতাল।

যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমারি সেবার তরে,
সঁপিয়াছি এ জীবন চিরতরে তব করে।
বিষয়-ভোগ-বাসনা, জাগতিক সুখ নানা,
চাহি না চাহি না নাথ, থাক তুমি এ অন্তরে।
তব প্রেম প্রলোভনে, তোমারি স্নেহ-বন্ধনে,
ভুলাইয়া রাখ মোরে, রাখ নাথ চিরতরে।
ভয় ভাবনা যত নাশ জনমের মত,
থাক তুমি মম পাশে, যেও না যেও না দূরে।
মম জীবন-কাণ্ডারী হও প্রভু কৃপা করি',
চালাও জীবন-তরী দুস্তর ভব-সাগরে।

---

২২৮ খট্ ভৈরবী—একতালা।

আমার এই যাত্রা হল সুরু এখন 'ওগো' কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরবো নাকো আর,
তোমারে করি নমস্কার।
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার।

* * * *

আমি নিয়েছি দাঁড় তুলেছি পাল, তুমি এখন ধর গো হাল
ওগো কর্ণধার
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন ভাবনা কিবা তার,
তোমারে করি নমস্কার।
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফির্‌ব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার
কেবল তুমিই আছ আমি আছি এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার।

২২৯

আলেয়া—একতালা।

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
সব দিতে হবে।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কাণের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।
আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয় পত্র পুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে;
এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে, তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে;
আমার ব'লে যা' পেয়েছি শুভক্ষণে যবে,
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

২৩০

খাম্বাজ—একতালা।

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত তেম্‌নি করে লওহে গড়ি'।
এ তরুতে নাই ফুলফল, শাখাগুলি বাড়ছে কেবল,
ক'রে আঘাত জীবনমূলে লও আমারে ছিন্ন করি'।
শক্ত তারে ক'র্‌বে ব'লে ফেলে রাখ রৌদ্রজলে,
পুড়িয়ে তারে বাঁকা করো যখন তুমি গড়বে তরী।
যাদের ধন আছে তাদের সোনার নায়ে কর হে পার,
আমার বুকে ক'রোহে পার যাদের নাইকো পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ গাঙ্গে এ তরীটি যদি ভাঙ্গে,
তবে ঐ অতল হ'তে কুড়িয়ে নিয়ো দয়া করি'।

২৩১

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে!
আর কেহ নাহি যে বিপদভয় বারে,
আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয়পদ জগৎ সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনই মন আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে;
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে।

২৩২

আলেয়া—একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার!

প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার।

তুমি সুখশান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,

তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,

তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,

দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।

২৩৩

বিভাস—একতালা।

বড় সাধ মনে, ভক্তবৃন্দ সনে পশিব যীশুর হৃদয় কন্দরে,

আপনা ভুলিয়া মন প্রাণ দিয়া রহিব মজিয়া সে প্রেম সাগরে।

সে চিত্ত দুয়ার মুক্ত অনিবার, কাতর বচনে ডাকে বারম্বার,

এস পরিশ্রান্ত, পাপভারাক্রান্ত, জুড়াবে পরাণ সুশীতল নীরে।

সে চিত্ত মাঝারে র'য়েছে সঞ্চিত নিখিলের তরে জীবন-অমৃত,

মানবের স্বর্গ সেথায় রচিত, উথলিছে প্রীতি হৃদি পারাবারে।

মানবসন্তাপে দহিছে সে হৃদি, বহিছে বিশ্বের পাপতাপব্যাধি,

কলুষ কালিমা হরে নিরবধি, শোণিত সিঞ্চনে জীবন সঞ্চারে।

বিদীর্ণ সে হৃদে বিহার করিব, প্রেমসুধারসে বিগলিত হব,

দেহ প্রাণ মন তাঁরে সমর্পিব, মরিয়া বাঁচিব সে হৃদি মাঝারে।

২৩৪

সাহানা—ঝাঁপতাল।

সকলই ত্যজিয়ে আমি গ্রহিনু ক্রুশ তোমার,
নিন্দিত তাড়িত হ'তে নাহি ভাবি কিছু আর।
জগত যদি আমারে ঘৃণাভরে পরিহরে,
যদিও বন্ধু বান্ধবে কেহ নাহি হেরে,
তোমার সহাস্য আস্য রহিল আমার।
মানবে যত যাতনা, দুঃখ অপবাদ নানা
দিবে, দিতে পারে, তাহে নাহি করি মানা,
বুক পাতি' লব নাথ কারণে তোমার।
তুমি হে সব আমার, ধন মান জীবন সার,
আশা-লতা তব পদে রাখিনু এবার;
নাথ তুমি চিরকাল রহিলে আমার।

২৩৫

লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

সঁপিনু সকলি যীশু চরণে তব সাদরে,
তোমার ধন তোমায় দিয়া নিশ্চিন্ত রব অন্তরে।
লহ মম অভিমান, লহ মম প্রিয় মান,
লহ মম বিদ্যা জ্ঞান, তোমারি সেবার তরে।
লহ মম উচ্চপদ, লহ মম জাতি-মদ,
লহ মম হস্ত পদ, তোমারি সেবার তরে।
লহ মম ধন জন, লহ মম পরিজন,
লহ মম প্রাণ ধন. তোমারি সেবার তরে।
লহ মম ভালবাসা, লহ মম উচ্চ আশা,
লহ সুখের লালসা, তোমারি সেবার তরে।

২৩৬

বাহার পঞ্চম—একতালা।

কাঁহারে সঁপিব মন? তুমি জীবের জীবন!
তোমারি নিকটে আছে অনন্ত জীবন ধন।
তুমি জগতের পতি, তুমি অগতির গতি,
তুমি হে স্বর্গের দ্বার, তুমি হে নরতারণ।
তুমি অমর অক্ষয়, তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয়,
তুমি হে বিশ্বপালক, তুমি হে সৃষ্টি কারণ।
তুমি ঈশ্বর নন্দন, তুমি কলুষখণ্ডন,
তুমি পতিতপাবন, পাপতাপবিনাশন।

২৩৭

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যীশু কি দিয়ে শোধিব ধার, কি আছে আমার,
ধন জন মন প্রাণ সকলি তোমার।
আমার ত্রাণের তরে প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে,
সহিলে সহস্র কষ্ট কারণে আমার,
শত্রু দুরাচারী জনে করিলে উদ্ধার।
কত যে করুণা তব এক মুখে কত ক'ব,
তুমি হে করুণাময় প্রেমের পাথার!
কে বুঝিবে তব কৃপা অনন্ত অপার?
তব ক্রীতদাস ক'রে রাখহে সদা আমারে,
এ জীবন কৃপা ক'রে কর অধিকার,
সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর—আমি যে তোমার।

---

২৩৮ ঝিঁঝিট—একতালা।

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে!
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে, সাড়া যেন দেয়' সে তোমার ডাকে,
যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,
সকলি আজ বেজে উঠুক্ সুরে,
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

সাক্ষ্য

—*—

২৩৯ আলেয়া—একতালা।

এমন সুহৃদ ত্রাতায় কদাচ না ভুলিব,
বিপদে সম্পদে প্রভুর সঙ্গ নাহি ছাড়িব।
যিনি মম ত্রাণ লাগি' দুরূহ যাতনাভাগী,
রোগ শোক তাপে আমি তাঁর সেবা করিব।
যে জন আমার তরে প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে,
আমি সে জীবনেশ্বরে অপ্রেমে কি ত্যজিব?
ক্রুশ ল'য়ে স্কন্ধোপরে, মুক্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে,
প্রেমানন্দে প্রেমময়ের প্রেমগুণ গাহিব।

২৪০

ভৈরবী— আড়াঠেকা।

কি আশ্চর্য্য প্রেম, প্রভো, আমার প্রতি প্রকাশিলে,
ভুল্‌বো না ভুল্‌বো না কভু আমার এ প্রাণও গেলে!
অন্ধ, মুলা, খঞ্জ হ'য়ে ছিলাম মৃত্যুচ্ছায়ায় শুয়ে,
তুমি নিজ কৃপা বলে মরণ হ'তে আন্‌লে তুলে।
তোমায় আমি ছিলাম ভুলে, তুমি কভু না ভুলিলে,
নয়নের তারা ব'লে সতত মোরে রক্ষিলে।
আমি নিরুপায় ব'লে বিনামূল্যে মুক্তি দিলে,
আপন প্রাণ মূল্য দিলে, পাপ-ঋণ শোধ করিলে।
সেই অমর সিয়োনাচলে তুমি প্রাণের সখা হ'লে,
জয় যীশু, জয় যীশু ব'লে তোমার সঙ্গে যাব চ'লে।

২৪১

বিভাস—কাওয়ালী।

ভুলিতে কি পারি তাঁরে,
যিনি নিজ প্রাণ দিয়া তারিলেন অভাগারে?
সেই নাথ মহীয়ান মম চিন্তা মম ধ্যান,
জীবন থাকিতে আমি ভুলিতে কি পারি তাঁরে?
অপূর্ব্ব করুণা তাঁর, নাহিক তুলনা যার,
খুঁজিলে এমন প্রেম কোথা পাব এ সংসারে?
নাহি চাহি কোন ধন, পেয়েছি যে প্রিয়জন,
কণ্ঠহার করি' আমি রাখিব নিয়ত তাঁরে।

২৪২

বিভাস—আড়াঠেকা।

সব দুঃখ যীশুর কাছে বল রে হৃদয় খুলে,
তাঁর সম সুহৃদ তব কে আছে অবনীতলে?

হৃদয় বেদনা যত নহে তাঁর অবিদিত,
তিনি দুঃখপরিচিত দুঃখ ভুগেছেন ব'লে।
পাপভারে হ'য়ে ভারী ডুবিবে কি আশা-তরী ?
তিনি হবেন কাণ্ডারী, তারিবেন অকূলে ;
পরীক্ষা ভয় চতুর্ভিত দেখে যদি হও ভীত,
তাঁর বলবান হাত বাঁচাইবে অবহেলে।
মানব হৃদয় মাঝে যত শোক দুঃখ আছে,
বলিলে তাঁহার কাছে মন প্রাণ খুলে,
প্রণয়পূর্ণ বচনে সান্ত্বনা করেন মনে,
তাঁর মধুস্বর শুনে হৃদে আনন্দ উথলে।

---

২৪৩ মিশ্রভৈরবী—একতালা।

আঁধার ঘন কুহেলাবৃত দীন হৃদয় মাঝে
কনক কিরণ ছড়ায়ে আজি খ্রীষ্ট তপন রাজে।
বিজন পথে হারায়ে পথ ভ্রমিতেছিনু একেলা আমি
নিরাশ প্রাণে মলিন মুখে সারাটি দিন সারাটি যামী—
এহেন কালে প্রভুগো তুমি বক্ষে তুলিয়া লইলে,
আদরে আঁখি মুছালে
নিমেষে গেল পলায়ে দূরে প্রাণের ঘোর বেদনা সব,
টুটিল মোর ভ্রমণ-ভীতি মুখের পানে চাহিয়া তব,
পুলক-ভরা হৃদয়ে শত ভকতি-উৎস ফুটিল,
আশায় প্রাণ পুরিল।
ধ'রেছ যদি রাখিও ধ'রে, যেন না দূরে ভ্রমিতে পারি,
শকতি দেহ চলিতে মোরে তোমারি পদ-চিহ্ন ধরি' ;
জীবন ব্যাপী সমরে মহা করিও বিজয়ী দীনে,
মিনতি প্রভু চরণে।

---

২৪৪ মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

পেলেম জীবন যীশুর করুণায়,
আমি মরণে কি আর করি ভয়!
আমি যতদিন থাকিব ভবে,
আমার এ জীবনে প্রভু যীশুর গৌরব হবে,
গেলে পরলোকে মন সুখে হেরিব সেই দয়াময়।
আমি জানিয়াছি পাপের যাতনা,
পাপ কার্য্যেতে সদা দুঃখ, মনে শান্তি থাকে না,
আমি পাপকে ছেড়ে খ্রীষ্ট ধ'রে পেয়েছি নূতন হৃদয়।

---

২৪৫ আলেয়া ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আমি দুঃখে সুখে সদা তাঁরি মুখ চেয়ে রই,
এ সংসারে কেবা আমার প্রিয় যীশু বই।
দুঃখের সময় হ'লে, তাঁরি কাছে যাই চ'লে,
চক্ষু দুটি মুছে দিলে সবই ভুলে রই!
হ'য়ে সুখী সুখকালে ডাকি তাঁরে যীশু ব'লে,
মন কথা তাঁরে ব'লে আরও সুখী হই।
যীশু আমার সুখে সুখী, যীশু আমার দুঃখে দুঃখী,
যীশুর কাছে যত থাকি তত সুখ পাই।

২৪৬

মিশ্র—একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান—
এ যে দেখিবার ধন অমূল্য রতন,
তৃপ্ত কি হয় মন করি' অনুমান ?
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন-দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ প্রধান !
এই ত চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল প্রভু হৃদয় রতন,
প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান ?
এই ত নিত্য সত্য পথ জীবন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা অপরূপ শোভা, শান্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন !
স্থানেতে এখানে, কালেতে এখন, প্রাণসখা আমার প্রিয় দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারালে হৃদয় হয় যে শ্মশান।

———

২৪৭

মিশ্র—একতালা।

হৃদয় মাঝে আসি' যীশু আঁধার ক'রেছ দূর—
আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !
জাগে প্রাণে কত আশা, বর্ণিবারে নাহি ভাষা,
উজল তোমার সত্যের প্রভায় দ্বিধা হ'য়েছে দূর—
আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !
আপদে আমায় রেখেছ ধ'রে, দিয়েছ নব শক্তি,
মুক্ত-বিপদ-চিত্ত প্লাবি' উঠে অমল ভক্তি,
তোমার কৃপার নাই ত শেষ, নাইকো তব ক্লান্তির লেশ,
শাসন তোমার ভ্রান্ত পথে সুন্দর মধুর—
আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

———

২৪৮ বেহাগ—একতালা।

আমি অকৃতী অধম ব'লেও তো কিছু কম ক'রে মোরে দাও নি !
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়ে কেড়েও তো কিছু নাও নি।
তব আশিস্-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে, সুধা পান ক'রে মরি গো পিয়াসে,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাও নি ;
আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি এক পাও ছেড়ে যাও নি।

পবিত্র বাপ্তিস্ম

—ঃ*ঃ—

২৪৯ সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

এনেছি শিশুরে যীশু, রাখ মোর স্নেহ-ধনে
রাখ তব স্নেহের বুকে, রাখ রাখ সযতনে।

* * *

আশীর্ব্বাদ কর এরে বুলাইয়া কর শিরে,
তোমার বাহুতে ধ'রে রক্ষ এরে নিশিদিনে ;
নিরাপদে রবে ব'লে দিতেছি তোমার কোলে,
লহ যীশু কোলে তুলে মম এ অমূল্য ধনে।

---

২৫০ ভৈরবী—ঠুংরি।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি চাই তাই ভরিয়া পরাণ দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি;
দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিও, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল জঞ্জালগুলিতে;
বাঁধিও আমারে যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণ ধূলিতে;
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে, তোমারে দিও না ভুলিতে।

* * *

---

২৫১ বেহাগ—চৌতাল।

ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্য সদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুঃখ হ'তে শান্তি ক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে।

২৫২

গারা ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তাপিত হৃদয়ে আজি জল-সংস্কার লও,
পালিতে পবিত্র বিধি অবনত শিরঃ হও।
অনুতাপ শোক করি’, পাপ ইচ্ছা পরিহরি,
যীশু-পুণ্যবস্ত্র পরি’ হৃষ্ট মনে স্তুতি গাও।
যীশু ঈশ্বর তনয়, সবারে শোণিতে ক্রয়
করেছেন প্রেমময়, তাঁহারে হৃদয় দাও।
সযতনে গুণনিধি রেখো মনে নিরবধি,
তাঁহার সরল বিধি পালিতে তৎপর হও।

———

২৫৩

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমার করুণা ধন্য!
জীবন-কুসুম ফুটিয়া উঠুক তোমারি পূজার জন্য।
করুণা করিয়া করে আপনার লহ লহ তুমি এ শিশুর ভার,
তোমার মতন কে আছে আপন এ ধরায় আর অন্য।
করুণা করিয়া করিও শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর,
যেন সর্ব্বকাজে হয় তব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য।

———

পুণ্য সহভাগ

—:*:—

২৫৪

বাহার—ঝাঁপতাল।

এতদিনে এ জীবনে মম আশা পূরিবে,
অন্তরের দুঃখ রাশি এত দিনে ঘুচিবে।
এই পুণ্য নিকেতনে আসিয়াছি নিমন্ত্রণে,
সুধাপানে আজি মোর মনোবাঞ্ছা মিটিবে।
কিবা দিব্য আয়োজন! হেরি' পুলকিত মন,
স্বর্গীয় মান্নায় হৃদি পরিতৃপ্ত করিবে।
প্রাণেশ্বর-কলেবর, পুণ্য রক্ত পাপহর,
রুটী দ্রাক্ষারসে আজি এ নয়ন হেরিবে।
জীবন সফল হবে ভোজন করিব যবে,
হৃদয় নাথেরে পেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশিবে।

২৫৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

তুমি হে স্বর্গীয় মান্না, ভক্তের জীবন,
ক্ষুধিত তৃষিত জনে করাও ভোজন।
জীবনদায়ী খাদ্য সত্য গ্রহণ করি নিত্য নিত্য,
তুমি হে পাপীর পথ্য, তোমাতে মম জীবন।
সত্য দ্রাক্ষালতা তুমি, তব রক্তে সতেজ আমি,
দুর্ব্বল সেবক, স্বামি, ল'য়েছি তব শরণ।

ক্রুশপ্রতি দৃষ্টি করি' সর্ব্বপাপ পরিহরি,
তুমি হে পাতকহারী, তার পাপী তাপী জন।
তব প্রেমে সঞ্জীবিত কর সকলের চিত,
হবে তাহে পুলকিত তব অনুগত জন।

---

২৫৬ ঝিঁঝিটমিশ্র—খেম্‌টা।

সবারে তারিতে যীশু ক্রুশে সঁপিলেন প্রাণ।
পিতঃ অক্ষয় পবিত্র জীবন্ত সে বলিদান,
স্বর্গে সাধু সনে যীশু যাহা করেন প্রদান,
প্রভুগো মোরাও দিতেছি তাহা তোমার চরণে।
এ পবিত্র বলিগুণে মোদের দেও প্রসাদ তোমার,
বন্ধুবান্ধব, পীড়িত, মুমূর্ষু সবারে,
দেহ শান্তি দেহ আলো মৃত বিশ্বাসী জনে।

---

২৫৭ আশা-ভৈরবী—ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা চলরে ঘরে ল'য়ে যাই,
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই,
দুঃখী কাতর জনে স্নেহোরে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি' তাঁরে ভোলরে আপনারে, সবারে কররে আপন,
শান্তি আহরণে, শান্তি বিতরণে, জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে, চলরে সবারে শুনাই-
বলরে ডেকে বল 'পিতার ঘরে চল, হেথায় শোক তাপ নাই'।

---

২৫৮ বাহার—তিওট।

যীশুর শোণিত-স্রোতঃ বহিছে অবিরত
তারিতে আমার মত পাপীরে।
অমি শুনিলাম যীশুর স্বর—হও পাপি পরিষ্কার,
ডুব ডুব রে আমার ক্রুশ রুধিরে।
আমি সে মধুর স্বর শুনে, ডুবিলাম ততক্ষণে
যীশুর সর্ব্ব পাপহারী স্রোতঃ মাঝারে।
মরি একিরে চমৎকার! পাপী হয় পরিষ্কার,
এল স্বর্গ-সুখ নরক সম অন্তরে।
গাবে অপূর্ব্ব ক্রুশ-গান সর্ব্বদা মম প্রাণ,
আমি জপিব যীশুর ক্রুশ অন্তরে।

---

২৫৯ বেহাগ—ঝাঁপতাল।

ফিরে যেও না যেও না এসে কাছে তাঁর,
অমৃত সদন ছাড়ি' কোথা যাবে আর?
দেখনা চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে আশিস্ লইয়া প্রভু
নিকটে তোমার।
মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার কেমনে যাইবে দুরে আবার?
জন-মন-হারী সেরূপ তাঁহারি নয়ন ভরিয়া দেখ দেখ একবার।
তাঁর সম আর কে আছে আপন, তাঁর প্রেমপরশ
শীতলে পরাণ,
তাঁর কাছে এলে জগত যাবে ভুলে, জীবন সার্থক হবে
প্রসাদে তাঁহার।
শাশ্বত বিভব সম্মুখে তোমার, পশ্চাতে নশ্বর জগত অসার,
সে সুখ অপার করি' পরিহার চেও না চেও না ফিরে
পশ্চাতে আবার।

---

২৬০ সুরট মল্লার—একতালা।

খুলে গেল স্বর্গধামের দুয়ার, পাপী তাপী সবে আয়রে আয়,
বিষাদ কালিমা জড়ায়ে কেনরে, শুভক্ষণ দেখ বহিয়ে যায়।
দেখ চেয়ে ঐ দিব্য বেদী'পরে খ্রীষ্ট সঁপিছেন প্রেমে আপনারে,
দিতে পরিত্রাণ সর্ব্বমানবেরে, জগতের অশ্রু মুছাতে হায়।
লহ লহ এবে ভকতি ভরে, অনুতাপ-শুদ্ধ হৃদয়-পুরে,
খ্রীষ্ট দেহ রক্ত বিশ্বাস ক'রে, সঁপে দেও প্রাণ তাঁহারি সেবায়;
করি হে প্রর্থনা তব শ্রীচরণে—হে পিতা যীশুর সিদ্ধ বলিগুণে
দয়া কর সবে জীবন মরণে, রাখ সুশীতল চরণ ছায়ায়।

---

২৬১ বাহার—একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান,
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, মুখে লয়ে এস হাসি!
হৃদয়ের থালে ল'য়ে এস ভাই প্রেম-ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখ পানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে;
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না?
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী।

২৬২

স্বরট মল্লার—একতালা।

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,
ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পুণ্য হ'ল অন্তর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটি'
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর।
এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত;
তোমার মাঝে এম্‌নি ক'রে নবীন করি' লওহে মোরে,
এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর।

———

২৬৩

বেহাগ খাম্বাজ—তেওরা।

ওহে পতিত পাবন, একি করুণা তব!
একি অসীম স্নেহ! একি বিধান নব!
কুষ্ঠীরে বাঁধিলে তুমি প্রেম-আলিঙ্গনে,
পাপীর চরণ ধূলি ধুইলে যতনে,
সঁপিলে দেহ প্রাণ ক্রুশের মরণে,
শোণিত সিঞ্চনে তব পূত মানব সব।
যে বলি হইল সিদ্ধ ক্রুশ-বেদী 'পরে
অর্পিছ তা' পিতৃপদে পাপী ত্রাণ তরে,
নামে সেই দেহ রক্ত স্বর্গধাম হ'তে,
মৃত সঞ্জীবনী-সুধা, পাপীরে তরা'তে;
এস হে দয়াল মোর অশ্রু-ধৌত চিতে
জীর্ণ মন্দিরে আজ হবে মহোৎসব।

———

২৬৪ ভৈরবী—একতালা।

খ্রীষ্ট থাক মম সাথে, থাক সম্মুখে পশ্চাতে,
বাহিরে চিত্ত নিভৃতে, খ্রীষ্ট রহ সর্ব্বক্ষণে।
থাক দেহে মনে মম, খ্রীষ্ট সখা প্রিয়তম,
শত্রু মিত্র সর্ব্বজনে খ্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে!
বাঁধি আজি ত্রিত্ব নাম হৃদি 'পরে বর্ম্ম সম,
যেন রাজে ত্রিত্ব প্রেম সর্ব্ব অঙ্গে মনে প্রাণে;
বহি' ত্রিত্বনাম বলে শোক তাপ অবহেলে,
জিনিব সম্মুখ রণে সর্ব্ব পাপ প্রলোভনে।

---

২৬৫ ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর (দীনে)
আমার হৃদি-নিকেতনে কমল-চরণে দিবা নিশি প্রভু বিহর।
পাপীর তরে ওহে জগৎপতি, সহিলে ক্রুশে দারুণ-দুর্গতি,
দেহ রক্ত দানে, অগতির গতি, পাতক সন্তাপ হর।
নয়নে তোমারে নাই বা হেরি, আছ হে জানি হৃদি আলো করি',
শোণিত-প্রবাহে পবিত্র ক'রেছ, শীতল ক'রেছ অন্তর।
এই কোরো প্রভু দীন দয়াময়, তোমায় আমায় যেন বিচ্ছেদ না হয়,
হৃদয় মাঝারে হওহে উদয় ক্রুশরূপে চিরসুন্দর।

---

২৬৬ বিভাস—একতালা।

পিতা! দেখ চাহি, যত দীনজন পদতলে তব মিলেছে এখন
লয়ে খ্রীষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন মানব সন্তাপ কলুষ হরণ।
পাপীত্রাণ তরে দেহ ভগ্ন যাঁর, তাঁরি বলিগুণে হর পাপভার,
ইহ পরলোকে সকল জনার, তব শ্রীচরণে করি নিবেদন।

---

২৬৭ লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

যে হাতে লইনু এবে দিব্য খ্রীষ্ট দেহ রক্ত,
সেই হস্ত রহে যেন নিত্য পরসেবারত।
যে কর্ণে পশিল এবে তব পুণ্য প্রেমকথা
তাহে নাহি পশে যেন হিংসা কলহ বারতা।
যে রসনা উচ্চারিল 'পবিত্র' গীতি বন্দনা
তাহা যেন নাহি রচে কপট মিথ্যা ছলনা।

পবিত্র বিবাহ

—:*:—

২৬৮ সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

দুজনে যেথায় মিলিছে, সেথায় তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক!
দুজনে যাহারা চলিছে, তাদের তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ!
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে তাদের তুমি ডাক, প্রভু তুমি ডাক
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে নাথ, হে বিশ্বনাথ, তোমারি আরতি হোক্!
মধুর মিলনে মিলি' দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক!

---

২৬৯ ভূপালী—কাওয়ালী।

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী ক'রো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।
কাল পারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরাম বিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্ প্রসাদ পবন সঞ্চারি।
নিয়ো নিয়ো চির জীবন-পাথেয়, ভরি' নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেয়ো অমৃতের সন্ধানে;
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্চায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি'।

---

২৭০ বেহাগ খাম্বাজ—তেওরা।

ওহে জগত-কারণ একি নিয়ম তব! একি মহোৎসব! একি মিলন নব!
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে, অখিল নিখিল ভরা একি আহ্বান রব!
যে নিয়মে জীবগণ সুখ দুঃখ অন্ধ, প্রেম-পারিজাতে প্রভো, একি মকরন্দ!
দুইটী অন্তর তাই দুরান্তর হ'তে করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব।

---

২৭১ নায়েকী কানেড়া—একতালা।

দুইটী হৃদয়ে একটী আসন পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণকরে মঙ্গল-ডোরে বাঁধিয়া রাখহে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে কর হে করুণা-নয়ন-পাত।

সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটী পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত ;
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী তোমারি সত্ত্ব,
দোঁহার চিতে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস রাত।

---

২৭২ খাম্বাজ—একতালা।

সুখে থেকো আর সুখী ক'রো সবে, তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে,
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, মহত্ত্বের' পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুবজ্যোতিঃ তাঁরে ধ্রুবতারা কর, সংশয়-তিমিরে, সংসার-অর্ণবে।
চির শোভাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক্ জীবন,
দু'জনার বলে সবল দু'জন জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেম-বলে তবু রহিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল সম্পদে বিপদে শোকে উৎসবে।

পরলোক

—:*:—

২৭৩ বেহাগ—কওয়ালী।

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি যাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।

২৭৪

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জানিহে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে। (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি' তব অমৃত দুয়ারে। (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে, তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হইতে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছ নব জীবনে। (হে প্রভু)
জানি হে নাথ, পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে ; (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত র'য়েছে দিন রজনী
সকল পথে বিপথে, সুখে অসুখে। (হে প্রভু)
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে। (হে প্রভু)

২৭৫

মিশ্র কেদারা—একতালা।

ঐ যে দেখা যায় সিয়োনপুরী—
অনিন্দ্যসুন্দর, ভব-যর্দ্দন পারে তেজোময়।
দীপ্ত রবীন্দ্র কোটী চন্দ্র ভাতি সুবর্ণ মণ্ডিত তোরণে,
রত্নরাজি সদা উজলিছে তারা-খচিত পথোপরি।
নত পবিত্র কিরূব সিরাফ, আলোক বসনে ভূষিত,
পক্ষ সাজে রূপরাশি ঢাকি বন্দে আনন্দে পাপহারী ;
সূর্য্য রশ্মি ফলিত সিংহাসনে রাজেন্দ্র মুখজ্যোতিঃ মুগ্ধ,
মেষশিশু জয়ধ্বজা তুলি' নৃত্য করিছে নর নারী।

২৭৬ ঝিঁঝিট—একতালা।

বিরাজে অদূরে স্বরগ মাঝারে ভবন তোমার তরে—
যীশু স্বরুধিরে, নয়নের নীরে, যতনে রচিলা তারে।
প্রিয়জন যত হ'য়েছে বিগত, বর-বাঞ্ছিত বাস পরিহিত,
রাখি শিরঃ সুখে ত্রাণেশ্বর বুকে চুম্বিছে চরণ করে।
রোগ শোক তাপ পশে না সেখানে, হানে না প্রাণ বিচ্ছেদের বাণে,
বীণা ধরি' করে, ঘেরি' ত্রাণেশ্বরে ঝঙ্কারে মধুর স্বরে।
অক্ষয় কিরীটে শিরঃ সুশোভিত, শুভ্র বসন অঙ্গে পরিহিত,
প্রভাতীয় তারা কিবা মনোহরা শোভিছে তাদের শিরে।

শিশুদের গীত

—ঃ*ঃ—

২৭৭ ঝিঁঝিট—একতালা।

শিশু-প্রেমী যীশু প্রাণ প্রিয়তম, মিলি সবে মোরা যত শিশুজন
হরষিত চিতে ভকতি প্রেমেতে করিহে বন্দনা তব শ্রীচরণ।
স্বর্গ ছিল তব সিংহাসন, দূতগণ জয়ধ্বনি করি'
গাহিত তব মহিমা-গীতি তুলিয়া সুস্বর লহরী।
ত্যজি' তাহা পাপীর কারণ নর বংশে লইলে জনম,
নর সাথে করিলে বসতি, প্রেম তব অতি অনুপম।
অন্ধজনে তুমি দিলে নেত্র, খঞ্জজনে চরণের গতি,
বধির জন পাইল শ্রবণ, মূকে দিলে বচন শকতি।
মৃতজনে তুমি দিলে প্রাণ, দুঃখীজনে হৃদে সান্ত্বনা,
অপরূপ প্রেম দেখাইয়া ঘুচাইলে ভবের যন্ত্রণা।
ক্রুশে দিলে আপনারে বলি প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন,
মৃত্যু জিনি' করিয়া উত্থান দিলে নরে অনন্ত জীবন।

২৭৮

খাম্বাজ—একতালা।

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুলে ফুটে গাছে,
ছোট বটে তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে।
দাও তবে প্রভু হেন শুভ মতি, প্রাণে দাও নব আশা,
জগত মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালবাসা।
সুখে দুঃখে শোকে অপরের লাগি' যেন এ জীবন ধরি,
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে মোরা জীবন সফল করি।

———

২৭৯

মিশ্র ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল।

জীবন আমার কর আলোকের মত সুন্দর নির্ম্মল.
যেখানে যখন র'ব সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জ্বল।
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে আলো করি' আমার জীবন,
সুদিন দুর্দ্দিন কিম্বা অন্ধকার রাতে চিরজ্যোতিঃ থাক অনুক্ষণ।
জীবন আমার কর ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন তুষি অনিবার ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে শোভা করি' আমার জীবন,
শরত হেমন্ত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষাতে হে সুন্দর থাক অনুক্ষণ।
অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে দুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে সেবি নিরন্তর ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক সর্ব্বশক্তিমান।

২৮০ খাম্বাজ—একতালা।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন ক'রেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।

---

২৮১ মিশ্র—

কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন শত শত আশার কিরণ ;
নিরাশার অন্ধকারে ল'য়ে যেন যেতে পারে
নব শক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্নেহ ভরা আনন্দ ভবন ;
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন।
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্বরগের নন্দন-কানন ;
ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা বিকশিত হোক্ তথা,
সুধার সৌরভে পূর্ণ করুক ভুবন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন।

২৮২

লগ্নী—ঠুংরি।

হৃদয়ে দাও প্রীতি, প্রাণে দাও সুমতি,
তোমার জয় গীতি গাই হে।
কর হে সরল, সুন্দর কোমল,
চরিত নিরমল, এই ভিক্ষা চাই হে।
আমাদের হাতে ধ'রে বাঁধ তব স্নেহ-ডোরে,
তোমার প্রেমের ঘরে কত সুখ পাই হে ;
আজি এই শুভদিনে, শুভ এই সম্মিলনে,
আশীর্ব্বাদ ল'য়ে প্রাণে গৃহে ফিরে যাই হে।

প্রশংসা—উপাসনা শেষে

—:*:—

২৮৩

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আজি, আজি বিভুরে প্রশংস সর্ব্বজনা—
পূর্ণ হবে সবার মনোবাসনা।
প্রশংস পিতা পরমে! প্রশংস ঈশ-নন্দনে!
প্রশংস পরমাত্মনে—তিনে এক একে তিনে!
দূতগণ করে যাঁর বন্দনা!
(কায়মনোবাক্য করি যোজনা)

দ্বিতীয় খণ্ড

(ইংরেজী স্থর)

বিষয় সূচী

সূচীপত্র

—*—

গীত সংখ্যা

খ্রীষ্ট সঙ্গীত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাতঃকাল

—:*:—

২৮৪ **E. H. 165**

হয়ে সচেতন রজনী প্রভাতে
গাহি গুণ তব হরষিত চিতে,
সঁপি হে পিতঃ তব চরণেতে
দেহ প্রাণ মন।

পাতকীর বন্ধু পুণ্য আত্মা দানে
বিপদ মাঝারে রক্ষ স্বভাজনে ;
ধরি’ ক্রুশ তব রহি প্রাণপণে
যেন অনুক্ষণ।

সায়ংকাল

—:*:—

২৮৫ E. H. 363

থাক মম সাথে, সন্ধ্যা-তমঃ
গাঢ় এবে, হৃদে এস মম ;
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে,
দীননাথ, দয়া কর দীনে।

বিঘ্ন মাঝে, রক্ষ তুমি মোরে,
তুমি ছাড়া, পাপ অন্ধকারে
কে দিবে আলো, কে নিবে পথে ?
প্রভু, সদা থাক মম সাথে।

সংসারের মিথ্যা মোহ যত,
সকলি শীঘ্র হইবে গত ;
যাহা দেখি, সকলি অনিত্য,
থাক সাথে, ওহে ধ্রুব, নিত্য।

তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে
নাহি ডরি পাপ-শত্রু সবে ;
সর্ব্ব শোক, দুঃখ, পদে দলি',
প্রসাদে তব, যাব হে চলি'।

ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে,
রাখ তব উজ্জ্বল কিরণে,
চল হে নিয়ে স্বরগ-পথে,
জীবনে মরণে থেক সাথে।

---

২৮৬ A. M. 18

জ্যোতির্ম্ময় পিতা, পবিত্র, অপার,
পুণ্যময় পূর্ণ বিকাশ তোমার
যীশু খ্রীষ্ট, পূর্ণ দীপ্তির আধার।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হ'য়ে আসে,
ক্লান্ত দিবসের অবসান শেষে
গাই ত্রিত্বের স্তোত্র, আনন্দ-ভাবে।

হে জীবন উৎস জগত-প্রাণ
যীশু, ঈশ্বর-সুত, প্রেমনিধান,
গাহি মোরা আজ তব গুণগান,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া।

২৮৭

E. H. 269

নমঃ জগৎ-জ্যোতিঃ
আনন্দ মূরতি,
বরেণ্য পুণ্যময় হে !
তব রূপ ছটায়
হেরি বিশ্ব পিতায়,
নমঃ ত্রাতা খ্রীষ্ট হে !

দিবা অবসানে
পুলকিত মনে
বন্দি ঈশ-নন্দন !
যশো-গাথা গাহি
কৃপা তব চাহি,
নমঃ জগৎ-জীবন !

২৮৮

E. H. 268

স্বজিলে দিবস রাতি, প্রভো, তুমি,
বিশ্রামে, শ্রমেতে সাথী, থেক তুমি ;
সুখদ সুনিদ্রা দেহ,
আশিসে আবরি' গেহ,
রজনীতে শান্তি দেহ, প্রভো, তুমি।

রক্ষ দিবাভাগে, রেখো রজনীতে !
প্রভো, মৃত্যু দিনে থেক মম সাথে ;
অন্তিমে পাপীরে তুমি
ভুলো না, জীবন-স্বামী,
রেখো তব অনুগামী, তব সাথে।

২৮৯

E. H. 280

হোথা রক্তরাগে,
নিভে রবি ;
মোরা সন্ধ্যা যোগে,
স্মরি তব ছবি।

তুমি পিতৃ পদে,
ক্রুশোপরে,
দিলে আত্মবলি,
মানবের তরে।

কর যদি পূর্ণ,
প্রেমে তব,
শোক, দুঃখ দেহ,
সকলি সহিব।

ইচ্ছা সমর্পিতে,
মম মনে,
দেহ, আত্মা মম
তব শ্রীচরণে।

যীশু, থাক সদা
মম হৃদে,
রক্ষা কর মোরে
সকল বিপদে।

প্রভু, ইচ্ছা মম,
আত্ম ভুলি,
ইচ্ছা, আশা তোমা
দিব হাতে তুলি।

হে পবিত্র ত্রিত্ব,
পুণ্য প্রভু,
তোমা ছাড়ি' যেন
নাহি চলি কভু।

প্রভুর দিন

—ঃ*ঃ—

২৯০

E. H. 283

ওগো জীবনস্বামী এমন দিনে,
লভিলে জয় পাপ মরণ 'পরে,
বন্ধন-মুক্ত হল বন্দী জনে,
স্বর্গদ্বার খুলিলে পাপী তরে।

মোদের তরে পুণ্য রক্ত তব
দিলে অকাতরে, প্রেমময় হে ;
হ'য়ে রক্তে তব ধৌত নব,
নিত্য থাকি যেন তব গেহে।

যতনে প্রেম তব স্মরণ করি'
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরে ;
ঢাল চিত্ত 'পরে প্রেম বারি,
যেন ভালবাসি সর্ব্ব নরে।

আগমনী

—:*:—

২৯১ **E. H. 13**

ঈশ্বর পুত্র নর দেহে
এলেন ভবে যবে,
জানিল সে বার্ত্তা শুধু
দীন রাখাল সবে।

বিচার দিনে ত্রাতা যবে
হবেন প্রকাশিত,
সে আলোকে চমকিবে
ধরাবাসী যত।

আগমন জ্যোতিঃ তাঁরি
কে সহিতে পারে?
পাতকীর বন্ধু বলি'
যে জানে তাঁহারে।

ধন্য হবে ভক্ত জনে
লভি হৃদে তাঁরে—
ধন্যা যথা মা মারিয়া
তাঁরে কোলে ধ'রে।

ধন্য প্রভু, এস হৃদে—
তব আগমনে
পাপ দুঃখ মুক্ত হবে
নরনারিগণে।

———

২৯২ **E. H. ৪**

এস, এস, কর ত্রাণ
হে ত্রাতা, ভারত প্রাণ,
ঈশ্বরপুত্র বিহনে
ম্লান সে পাপ বন্ধনে;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব।

গভীর বেদনা হ'তে
এ জাতি উদ্ধার কর,
পাপে জয়ী করিবারে
এস ত্রাতা মানবের;
ভারত ভারত হও আনন্দিত
আসিছেন ত্রাতা তব।

এস হে জীবন-দাতা,
বাঁচাও মোদের আত্মা,
অজ্ঞান আঁধার নাশ,
দূর কর মৃত্যু-ত্রাস ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব।

এসহে নেতা আমাদের,
খোল হে দুয়ার স্বর্গের,
দূর কর সব ক্লেশ,
সব পাপ কর শেষ ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব।

এসগো জীবন-দাতা,
তুমি ত সবারি ত্রাতা,
মৃত্যুপথে চলে যারা,
সবে ত্রাণ লভুক্, তারা ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব।

২৯৩

E. H. 45

এস দাবিদ-তনয়,
বন্দি হে তোমারে,
বিস্তার পৃথিবীময়,
রাজ্য হে সত্বরে,
জুড়াতে দুঃখীর প্রাণ,
মুছাতে আঁখি জল,
বন্দীরে করিতে ত্রাণ,
দুর্ব্বলে দিতে বল।

তোমারি আগমনে
মরু বিকশিবে,
নীরস কঠিন প্রাণে
প্রেম উথলিবে,
বহিবে শান্তি ধারা
যত দেশে দেশে,
টুটিবে অপ্রেম-কারা
তোমারি পরশে।

২৯৪

E. H. 198

কেবা শিশু তৃণ ’পরে,
শুয়ে পশুদল মাঝে ?
কেবা তুমি ক্লান্ত করে
রত সূত্রধর কাজে ?

কেবা রোগী পাপী নরে,
করে স্বাস্থ্য শক্তি দান ?
অবনত শোক-ভারে
ক্রুশে কেবা ত্যজে প্রাণ।

জানি জানি প্রভো তুমি,
পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
নিখিল জগতস্বামী
নর দেহে অবতার !

তুমি প্রেম, স্রষ্টা, পাতা,
সন্তান মরিছে পাপে,
তাই তুমি নিজে ত্রাতা,
বহি পাপ অভিশাপে।

এস হে পাতকী ত্রাতা,
পাপ শক্তি কর ক্ষয় ;
এস হে জীবনদাতা,
বিনাশ হে মৃত্যু ভয়।

তব প্রেম-মূর্ত্তি এবে
প্রকাশ মোদের দেশে,
অন্ধকার দূরে যাবে,
অরুণ উদিবে হেসে।

২৯৫

E. H. 7

হত যিনি পাপী তরে,
হের তাঁরি আগমন ;
কোটি সাধু ঘিরে তাঁরে,
মেঘে তাঁরি সিংহাসন।
হাল্লেলুয়া
হের খ্রীষ্ট আগমন।

সর্ব্বজনে হের্‌বে তাঁরি
তেজোদীপ্ত মূরতি,
গর্ব্বভরে তুচ্ছ করি’
বিঁধে যারা ক্রুশেতে ;
দুঃখে ভয়ে
হের্‌বে খ্রীষ্ট মূরতি।

ক্রুশ-ক্ষত-চিহ্ন যত
দিব্য দেহে প্রকাশে,
হেরি তাহা পুলকিত
ভক্ত জনে হরষে !
হাল্লেলুয়া
গাবে গীতি হরষে !

সর্ব্বজনে তব পদে
দিবে পূজা বন্দনা,
লহ রাজ্য প্রভু এবে,
নাশ পাপের ছলনা ;
এস শীঘ্র,
পূরাও ভক্ত বাসনা।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব

—:*:—

২৯৬ E. H. 28

এস ভক্তবৃন্দ
কর জয়ধ্বনি ;
এস, সবে এস বৈৎলেহমে ;
এস হেরি তাঁয়
সেই দূত-রাজায় ;

এস পূজি তাঁহারে,
এস পূজি তাঁহারে,
এস পূজি তাঁহারে, খ্রীষ্টেরে।

ঈশ্বর জাত ঈশ্বর,
দীপ্তি জাত দীপ্তি,
জন্ম তাঁরি কুমারি উদরে ;
ঈশ্বর প্রকৃত, জাত, নহে সৃষ্ট ;

গাও সব দূত দল,
কর গান আনন্দে,
গাও হে সর্ব্ব ঊর্দ্ধ স্বর্গবাসি,
গৌরব ঈশ্বরের সর্ব্বোপরি স্বর্গে ;

যীশু, প্রণাম তোমায়,
হ'লে ভবে জাত ;
যীশু, চিরদিন হউক তোমার গৌরব
পিতার এ পুত্র
তাঁর অবতার।

২৯৭

E. H. 24

শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব ;
ঊর্দ্ধে প্রভুর মহিমা,
ভূতলে প্রসন্নতা ;
উঠ, সর্ব্ব জাতিগণ,
হর্ষে কর আরাধন,
কর জগতে প্রচার,
ঈশ্বর হ'লেন অবতার।
শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব।

যিনি স্বর্গে পূজিত,
চিরকাল বিরাজিত,
তিনি পূর্ণ সময়ে
জন্মিলেন এ জগতে,
হরিতে পাতক ভার
হ'লেন তিনি নরাকার,
ধরাধামে ক্ষুদ্র নর,
খ্রীষ্ট ত্রাণ প্রভাকর !

এস ধন্য শান্তিরাজ,
সিদ্ধ কর তব কাজ,
তুমি সত্য দিবাকর,
দূর কর অন্ধকার,
মহাশক্তি প্রকাশি'
পাপ শক্তি দেও নাশি',
নরে স্বর্গ রাজ্যে লও,
মৃত্যু নাশি' জীবন দেও।

———

২৯৮

A. M. 62

নিশাকালে রাখালেরা,
রাখে মেষপালে,
স্বর্গদূত দরশন
দিল হেন কালে।

দূত কহে রাখালেরে
'ভয় পরিহর,
বহি তোমাদেরি তরে
শুভ সমাচার!'

'দাবিদ নগরে জাত
দাবিদের কূলে,
আজি খ্রীষ্ট ঈশসূত
দীন পশুশালে।'

অমনি আকাশতলে
গাহে দূত দলে,
'ঈশ্বর মহিমা ঊর্দ্ধে
শান্তি ধরাতলে'!

২৯৯

E. H. 612

কেবা শিশু গোশালায়?
রাখালেরা পূজে তাঁয়।
ঈশ্বর অনন্ত যিনি,
হের দীন নর তিনি!
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি তাঁরে পূজি হে;
জয়, জয়, জয়, জয়, প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয়।

কেবা কুমারীর কোলে,
শিশু দীন পশুশালে?
আকাশে শীতের রাতে,
স্তব কাঁর গাহে দূতে?

জ্ঞানীজন পূজে কাঁরে.
মূল্যবান উপহারে?
হেরোদ খুঁজিল কাঁরে,
প্রাণে বধ করিবারে?

৩০০

E. H. 605

বৈৎলেহমের গোয়াল ঘরে
তৃণের 'পরে জনম তাঁর ;
মা মারীয়া শিশুর তরে
পেল না যে শয্যা আর।
গোয়াল ঘরে জনম যাঁর,
এস পূজি চরণ তাঁর।

রাখালেরা অবাক হ'য়ে
প্রণাম ক'রল শিশুরে ;
পণ্ডিতেরা নত হ'য়ে
দিল সোণা ধূপ তাঁরে।
গোয়াল ঘরে জনম যাঁর,
এস পূজি চরণ তাঁর।

নরের কান্না হাসি যত
জান্‌লেন আপন পরাণে ;
নর-পাপ তাপ বোঝার মত
ধ'র্‌লেন শিরে যতনে।
বহেন যিনি পাপের ভার,
এস পূজি চরণ তাঁর।

দীন যিনি গোয়াল ঘরে,
দীন দুঃখী ক্রুশের 'পর,
পুণ্যভোজে মোদের তরে
যিনি দীন অবতার ;
ভক্তিভরে বারম্বার
এস পূজি চরণ তাঁর।

৩০১

E. H. 613

ছিল না জগত হেথা ;
ছিলেন তিনি তো সদা
পিতার প্রেমে অপার ;
আদি ও অন্ত তিনি,
যা কিছু আছে বা হবে,
মূল তিনি সবাকার ;
চিরকাল ও চিরকাল।

এ জগৎ আদেশে যাঁর,
ইচ্ছায় তাঁর সকল হ'ল,
অসীম আকাশ আর
গভীর সাগর-তল,
চন্দ্র-সূর্য্য-তলে যাহা,
একের রচনা তাহা ;
চিরকাল ও চিরকাল।

আসিলেন মানবরূপে
দুঃখ মৃত্যু ভুগিতে,
দণ্ডিত মানব-সন্তানে
দুঃখ হ'তে তরা'তে ;
যেন ভীষণ নরকে
না মরে মানবগণে,
চিরকাল ও চিরকাল।

ইনি সে প্রভু সুমহান,
প্রেরিত ও জ্ঞানিগণ
যাঁর শুভ আগমন
করিত কীর্ত্তন সবে,
সে যীশু এসেছেন ভবে,
কর তাঁর নাম গান,
চিরকাল ও চিরকাল।

ধন্য সে জন্ম সুমঙ্গল,
ধন্য ঈশ-কৃপাবল,
পবিত্র আত্মা-প্রভাবে
কুমারী মাতা যবে
প্রসবিল ত্রাণকর্ত্তা,
সে শুভ দিন স্মরি
চিরকাল ও চিরকাল।

স্বর্গ-দূত পূজ তাঁরে,
কর তাঁর গুণ কীর্ত্তন,
সর্ব্বজাতি নত শিরে,
কর যীশু জয় গান,
কেহ থেক না নীরব,
সবে মিলে গাও তাঁরে,
চিরকাল ও চিরকাল।

হে খ্রীষ্ট তব বন্দনে,
পরম পিতা চরণে,
পবিত্র আত্মা সদনে
উঠুক্ যত সঙ্গীত ;
তব গৌরব, জয় তব,
তব রাজ্য, হউক্ বিস্তার
চিরকাল ও চিরকাল।

---

৩০২ Cowley 12

জনম গোশালায়,
হে কুমারী তনয়,
শুন মোর গীত,
হ'লে মোর তরে দীন ;
করিয়ে আমারে দীন
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল।

স্বর্গ-দূত চালিত
মেষপালকদল
আসিল পূজিতে
পশু-দল-মাঝে
শায়িত, তোমারে হে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল।

ধন্যা যীশু-মাতা,
কত গৌরব-যুতা ;
যীশুর পালক,
ধন্য হে যোষেফ ;
মারীয়া-তনয়, প্রভু,
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল।

যত জ্ঞানিজন,
চাহি তারা পানে,
পূর্ব্ব দেশ হ'তে,
উপহার সাথে,
এল দিতে তোমারে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল।

এপিফানী

৩০৩ E. H. 643

পূর্ব্ব দেশ হ'তে আসে তিনজনে,
যীশুরে হেরিতে, বৈৎলেহম পানে।
হৃদে ভক্তি লয়ে, জ্ঞানীজন আসে,
উপহার ব'য়ে মনের হরষে।

শায়িত একদা গোশালার তৃণে,
এবে তুমি সদা রাজা'র আসনে ;
যীশু, আত্মা তব ভক্তের অন্তরে,
রচে রাজ্য নব, তব বাস তরে।

যীশু তব পানে করহে আহ্বান,
পরজাতিগণে, কর আলো দান।

যে চলে আঁধারে, পতিত যে জন,
পাপ-দুঃখ নীরে ভাসে অনুক্ষণ,
আলোক প্রকাশ তাহার উপরে,
পাপ-তমঃ নাশ, ত্রাণ কর তারে।

নিশীথ গভীর আঁধার ভীষণ,
শত্রু ভয়ঙ্কর পথে অগণন,
সর্ব্বজাতি 'পরে প্রকাশ আলোক,
নিয়ে চল ধীরে যথা স্বর্গ-লোক।

মহোপবাস ও অনুতাপ

৩০৪

E. H. 73

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাতি
কাটালে উপবাসে ;
হইয়ে প্রলোভিত,
রহিলে শুদ্ধচিত।

পাপ করিলে আক্রমণ
আমাদের দেহ মন,
পাপ জয়ী ওহে মহান
করিও বিজয় দান।

শ্বাপদ সঙ্কুল দেশে
যাপিলে শীতে তাপে,
প্রস্তর উপাধানে
নিদ্রা ভূমি শয়নে।

দিব্য আনন্দ শান্তি
হবে আত্মার কান্তি,
তব সেবক দূতগণে
রক্ষিবে দীনজনে।

হব তব ক্লেশ ভাগী,
পার্থিব সুখ ত্যাগী,
তব সাথে সহি' দুঃখ
লভিব পরম সুখ।

ত্রাতা রাখ রাখ হে
চিরদিন তব সাথে
নিত্য পুনরুত্থানে
দিও স্থান শ্রীচরণে।

৩০৫

E. H. 477

আশ্রয় গিরি সনাতন !
কর মোরে সঙ্গোপন
দীর্ণ কুক্ষি-গুহাতে ;
কুক্ষিবারি শোণিতে
ধৌত কর পাপ প্রাণ,
শক্তি তব কর দান।

নাহি কোন শক্তি মোর,
অন্তরে কলঙ্ক ঘোর,
নাহি যে সাধনা বল,
বৃথা মম আঁখি জল,
অগতির গতি নাথ
কর কৃপা দৃষ্টিপাত।

আমি অতি নিঃসম্বল,
ক্রুশে শুধু মম বল,
নাহি কোন পুণ্য লেশ,
পাপজীর্ণ দীন বেশ,
এ হেন অধম জনে
তার, প্রভু, নিজ গুণে।

৩০৬

E. H. 101

ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
কেন হায় মোর হেন আচার ?
অবহেলে পাপ করি,
তবু নাহি লাজে মরি।

কুচিন্তা কুকর্ম্ম লয়ে
রহি সদা মত্ত হয়ে,
গেৎশিমানি দুঃখ স্মরি
নয়নে বহে না বারি।

হেন ভাবে দিন কি যাবে ?
তব দুঃখ-ফল কি তবে
ফলিবে না হৃদে মম ?
—পাপে ঘৃণা, ক্রুশে প্রেম।

কু-ইচ্ছা জাগিলে মনে—
হেরি যেন গেৎশিমানে
শোকে দুঃখে মর্ম্মাহত,
ঈশ্বর মম ভূলুণ্ঠিত !
শুধু মম পাপে যেন
অবসন্ন দেহ মন,
বহেন যিনি ধরিত্রী ভার,
এ পাপ যেন দুর্ব্বহ তাঁর।

৩০৭

E. H. 356

ওহে ত্রাণের ঈশ্বর,
ওহে কৃপাময়,
তুমি প্রেমের সাগর,
ঘুচাও আমার ভয় ;
চাহিতেছি আমি
এই অসময়,
ওহে হৃদয়-স্বামি,
তব পদাশ্রয়।
তোমা বিনা আমার
কোন আশা নাই,
আমি কেবল তোমার
কাছে শান্তি পাই ;
কৃপাগুণে ঘুচাও
মহাবিচার-ভয় ;
আশা দিয়া বাঁচাও,
ওহে প্রেমময়।

যীশু তব পদে, এই নিবেদন,
আপদে বিপদে, শান্ত কর মন ;
যেন মরণ দিনে, হৃদয় সুস্থির রয়,
দিও এই দীনে, সান্ত্বনা অক্ষয়।

৩০৮

E. H. 369

নাহি ভালবাসি তোমা
স্বর্গলাভ আশে,
দণ্ড ভয়ে প্রভু নাহি
আসি তব পাশে।
তুমি যীশু ক্রুশোপরে
মোরে আলিঙ্গিলে,
শক্র যেবা তারি তরে
মরণ সহিলে।

সহিলে আমারি তরে
দুঃখ ব্যথা কত,
রক্তঘর্ম্ম, মুখে থুথু,
কণ্টক কিরীট।

হেন প্রেমে দিনে দিনে,
যে চাহে আমারে,
তাঁহারে না ভালবাসি
রহিব কি ক'রে?

৩০৯

A. M. 182

যীশু, মোরা কোন দিন,
না হই যেন পাপাধীন,
যেন হই কলুষহীন,
তব দয়ায়, যীশু।

তব তুল্য, দয়াময়,
হই যেন কোমল হৃদয়,
শুদ্ধ চিত্ত অতিশয়,
দেহ শক্তি যীশু।

জন্ম তব গোশালায়,
ক্রুশে তব প্রাণ যায়,
যেন পাপী মুক্তি পায়,
মুক্তিদাতা যীশু।

মনের চিন্তা, দয়াময়,
যেন সদা শুদ্ধ রয়,
বাক্য সত্য কোমল হয়,
ওহে প্রভু যীশু।

হেন প্রসাদ কর দান,
যেন তব এ সন্তান
হ'তে পারে পূণ্যবান,
তব পুণ্যে, যীশু।

৩১০

E. H. 108.

যীশুর আত্মন পুণ্য,
পবিত্র নির্ম্মল ধন্য,
পাপে হীন আত্মা মম
করহে তোমার সম;
অনুতাপে নম্র দীন,
পবিত্র, কলঙ্ক-হীন;
যীশুর আত্মন পূত,
করহে বিমল চিত।

যীশুর পবিত্র দেহ,
আত্মার নির্ম্মল গেহ,
পবিত্র শরীর শীর্ণ,
নিষ্ঠুর আঘাতে দীর্ণ,
হস্ত পদ কুক্ষি আর
বরষিছে রক্তধার;
ডুবেছি পাপেতে ঘোর,
তুমি শুধু ত্রাতা মোর।

যীশুর শোণিত পূত,
অনন্ত জীবন স্রোতঃ ;
ক্রুশ রাঙ্গা স্রোতে যার,
ভগ্ন-দেহ রক্ত ধার,
এস, এস হৃদে মোর,
তৃষা মম কর দূর ;
যীশুর শোণিত সম
কিবা আর আছে মম।

বর্শাহত কুক্ষি তাঁর,
বরষিল বারিধার ;
তাহে মোরা করি স্নান
লভি পুণ্য, পরিত্রাণ ;
প্রভো হে, অন্তরে মোর
কলুষ-কলঙ্ক ঘোর,
হৃদয়-নির্গত নীরে
সুনির্ম্মল কর মোরে।

৩১১

E. H. Appendix 2

ওহে ঈশ্বর, পিতা,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
ত্রিত্ব, শুন প্রার্থনা,
জীবন দেও হে।

অবিশ্বাসী পিতর,
তব দৃষ্টি কাতর
কাঁদাল যে তাহারে ;
শুন হে প্রার্থনা।

যীশু রাজত্ব ছেড়ে,
আসিলে ভবপুরে,
বাঁচাতে পাতকীরে ;
শুন হে প্রার্থনা।

ক্রুশে আবদ্ধ হ'য়ে,
স্বরগ-আশা দিলে
অনুতপ্ত তস্করে ;
শুন হে প্রার্থনা।

যীশু পাপীর সনে,
তুমি, প্রেমভরে যে
করিতে ভোজন হে ;
শুন হে প্রার্থনা।

হ'লে অতি ঘৃণিত,
নিষ্পাপ তথাপি হত
মানব অপরাধে ;
শুন হে প্রার্থনা।

ক্রুশে মৃত্যু তোমার
খুলি দিল স্বর্গদ্বার,
হরিল পাতক-ভার ;
শুন হে প্রার্থনা।

তোমারি পবিত্রতায়
মোদের যেন পাপ যায়,
যেন পাপী মুক্তি পায়,
যীশু এই মিনতি।

বিপথে যে জন যায়,
দুঃখীর শান্তিদাতা,
তুমিহে তরাও তায় ;
যীশু এই মিনতি।

দূর কর মৃত্যু ত্রাস,
পাপমোহ কর নাশ,
চিত্তমাঝে কর বাস,
যীশু এই মিনতি।

সংগ্রাম যবে শেষ হবে,
জীবনের অবসানে,
দিও হে চিরশান্তি,
যীশু এই মিনতি।

৩১২

E. H. 71

পাপে দুঃখে চাহ যদি
শান্তি সুধা বারি,
পশ দীর্ণ যীশু হৃদে
সর্ব্ব দুঃখহারী।

ভক্তের আনন্দ যীশু,
পাপীজন আশা,
তব স্নেহ নিমন্ত্রণে
জাগিল ভরসা।

শুন কিবা মধু বাণী
স্নেহ প্রীতি ভরা ;
এস শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী,
শান্তি পাবে ত্বরা।

তব হৃদি-রক্তে মোরে
শুদ্ধ কর ধু'য়ে,
নবশক্তি আশা ভক্তি
জাগাও হৃদয়ে।

---

৩১৩ E. H. 70

কি দোষে হায় যীশু, এ দশা তোমার ?
পাপী নরে করে তোমারে বিচার !
সহিছ অপমান আপন জনার—
কত না, প্রহার।

কার দোষে প্রভু সহিছ যাতনা ?
সে যে মোর পাপে তাহা কি জানি না,
দেই ক্রুশে তোমা করিয়া ছলনা,
আমি বারে বার।

মম তরে তব শরীর ধারণ,
কণ্টক মুকুট ব্যথা ক্রুশের মরণ,
মেষ তরে দত্ত পালকের প্রাণ
কিবা চমৎকার।

কি আছে আমার কিবা দিতে পারি,
পূজিব চরণ হেন কৃপা স্মরি ;
রাখ ধরি মোরে ক্রীতদাস করি,
ছেড়োনাকো আর।

---

৩১৪ E. H. Appendix 10

জীবন বহিয়ে যায়,
পাপীরে ত্যজনা হায়,
মিনতি করি হে পায়।

দেহ প্রভু, আঁখি-জল,
পাপজয়ে দেহ বল,
অন্তর কর নির্ম্মল।

প্রেকে বিদ্ধ দুই হাত
পাপী তরে অশ্রুপাত
সহিলে হে কশাঘাত।

ব'সে দুয়ারে তোমার,
পৃষ্ঠে বহি পাপ ভার,
চাহি সান্ত্বনা আত্মার।

শ্রীচরণে দেহ স্থান,
শুদ্ধ কর পাপপ্রাণ
প্রেমে কর বলীয়ান।

পাম্মা রবিবার

—:*:—

৩১৫ A. M. 99.

চল ধীরে, হও আগুয়ান
দীন বাহনে দীনরাজ,
শত কণ্ঠে হোশান্না গান
তোমারে ঘিরি' উঠে আজ।

চল ধীরে, যাত্রা হেরে
স্তব্ধ যত স্বর্গবাসী;
যুঝি দারুণ ক্রুশরণে
হবে জয়ী মৃত্যু নাশি'।

চল ধীরে, শ্মশান পানে—
একি যাত্রা! হে রাজ-রাজ,
মৃত্যু পরা'বে রাজটীকা!
কে জানে তাহা বল আজ।

চল ধীরে সমরক্ষেত্রে,
মরণ আহবে দিবে প্রাণ,
হরিবে ধরার পাতকভার,
লভিবে নিত্য সিংহাসন।

৩১৬

E. H. 622

ভক্তি প্রীতি বন্দনা
উঠুক তব পানে ;
শিশুরা গায় হোশান্না
তব দরশনে।

তুমি ইস্রায়েল-পতি
বন্দি হে তোমারে ;
আসিছ প্রভুর নামে
রাজ্য অধিকারে।

দিব্যধামে গায় দূতে
বন্দনা তোমারি,
তারি সনে একতানে
গাহে নর নারী।

ইব্রীয় সন্তান দল
তালবৃন্ত হাতে
ধ্বনিল আকাশতল
তোমার বিজয় গীতে।

মোরাও বন্দনা গান
নিবেদি চরণে,
মুক্ত কর চিত্ত প্রাণ
শান্তি প্রীতি দানে।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

—ঃ*ঃ—

৩১৭

E. H. 110

এল নিরূপিত দিন,
হের স্বেচ্ছা বলিদান !
হরিতে মানব পাপ,
যীশু বহেন অভিশাপ।

তুমি ছাড়া যীশু কার
সাধ্য আছে বহিবার
বিশ্বদুঃখ বেদনা,
ক্রুশে মৃত্যু যাতনা ?

শিরে কাঁটা, শেল বুকে,
বেত্রাঘাত, থুথু মুখে,
তিক্ত পাত্র আস্বাদন,
ক্রুশে দেহ বিসর্জ্জন ?

যীশু কর শক্তিদান,
সঁপি যেন দেহ প্রাণ,
ক্রুশ-বলি বিশ্বাসে,
তব সেবায়, হরষে।

৩১৮

E. H. 656

(১) প্রশ্ন (1)

শোণিত রঞ্জিত
বসনে, কে
চলে ধীরে নত
মস্তকে ?
ক্রুশ কাঁধে লয়ে,
চলে ধীরে,
দুঃখ বোঝা ব'য়ে
কাতরে।

ভূতলে পড়িল
ক্রুশ ভারে,
উঠিতে নারিল
বুঝিরে।
কেবা বল, মোরে,
ক্রুশ বয়ে
চলে, দুঃখ ধীরে
সহিয়ে !

(২) উত্তর (1)

চাহ ঈশ-নর
যীশু পানে,
চল সাথে ধীর
গমনে।
গলে না কি তব
প্রাণ মন,
হেরি' যীশু-ক্রুশ-
বেদন ?

ক্রুশে ক্ষণ তরে,
চাহ তবে,
যদি তাঁরে ভাল
বাসিবে।
ভব-সুখ আজি
ধন-আশা,
তবে এস ত্যজি'
লালসা।

(৩) ক্রুশ কাহিনী (2)

হে মানব পুত্র,
ক্রুশোপরে,
আর্দ্র তব গাত্র
রুধিরে !

সিংহাসন তব
ক্রুশ-কাঠে ;
শোভিছ কণ্টক-
কিরীটে।

মস্তক আনত
বক্ষোপরে,
প্রেকে কর পদ
বিদরে।
তব আর্ত্ত রবে,
দুঃখ-ভরে,
ধরা বুঝি ডুবে
আঁধারে।

দিবালোক ডুবে
অন্ধকারে,
বন্ধু, শিষ্য এবে
সুদূরে।
বল, প্রভো, কেন
দীন হ'লে,
মম তরে প্রাণ
ত্যজিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্ত্তা (2)

আমি স্বর্গ ছেড়ে,
ধরা 'পরে
হে প্রিয় তরা'তে,
তোমারে।
পাপ-তাপে শীর্ণ
তব প্রাণে,
দিতে প্রেম, পুণ্য,
জীবনে।

প্রাণ ত্যজি আমি
তব তরে,
যেন মোরে তুমি
চাহরে।
চল সাথে মম,
শান্তি পাবে,
শক্তি, পুণ্য প্রেম
লভিবে।

(৫) সঙ্কল্প (1)

তোমারি পশ্চাতে
পথে তব,
আঁধারে, আলোতে
চলিব।

তব মুখ পানে
চেয়ে র'ব,
যা' দিবে জীবনে,
সহিব।

জানিব পরাণে
দুঃখ তব,
ক্রুশ হৃষ্টমনে
বহিব।

হে সখা, প্রভো হে,
চিরতরে,
রেখ তব পথে
পাপীরে।

---

৩১৯ E. H. 329

পুত্র ঈশ্বর ক্রুশের উপর
সহেন মৃত্যু যাতনা ;
ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে
ক'র্‌বে তাঁরে বন্দনা।

---

৩২০ E. H. 351

যীশুর শোণিত স্রোতঃ
বহিছে অবিরত,
ধৌত করিতে নিত্য
বিশ্ব পাপ ব্যথা যত।

বহি দুঃখ ব্যথা প্রাণে,
চল ধীরে ক্রুশ পানে,
ক্রুশবাহী যীশু সনে।

---

৩২১ E. H. 115

কাঁদে মাতা শোকাকুলা
হেরি পুত্র জীবলীলা
ক্রুশোপরে সাঙ্গ প্রায় ;
কাঁপে দেহ, ঝরে নয়ন,
হেরি যীশু দুঃখ বেদন,
দীর্ণ হৃদি শেল ঘায়।

যতনে আদরে যাঁরে
রাখিলা জীবন ভরে,
রক্তে ভাসে দেহ তাঁর !
কেবা আছে ত্রিভুবনে
চাহি মাতার অশ্রু পানে
গলিবে না চিত্ত যার ?

খ্রীষ্ট প্রভু, তব দুঃখে
বাজে যেন শেল এ বুকে
জাগে প্রাণে হাহাকার ;
ধন্যামাতা সাথে মোরে
ভাসাও শোক অশ্রু নীরে,
পশুক্ হৃদে খড়্গ তাঁর।

যীশু তব ক্রুশ গুণে
সুস্থ সতেজ কর দীনে,
দেহ শক্তি বহিতে,
যে বেদনা বিশ্বে তব
রচিছে ক্রুশ নিত্য নব
তারি তাপে দহিতে।

৩২২

E. H. 94

নরদেহ স্রষ্টা যিনি,
ধরি' নরদেহ তিনি,
পাপদণ্ড বহি' শিরে,
বিদ্ধ তিক্ত ক্রুশোপরে।

বর্শা-দীর্ণ কুক্ষি হ'তে
বাহিরিল পুণ্য স্রোতে,
তাহে স্নান পান করি'
পাপী নরে যাবে তরি'!

পুণ্য রক্তে রাঙ্গা মরি!
ধন্য ক্রুশ বলিহারি!
কি গৌরব লভিল রে,
হেন পুণ্য দেহ ধ'রে।

ঝুলি ক্রুশ তুলাদণ্ডে
মাপিলা বহিলা দণ্ডে,
উদ্ধারিলা পাতকীরে
শত্রু হ'তে কৃপা ক'রে।

নিত্য প্রভু একে ত্রিত্ব,
তব ক্রুশে পাপী মুক্ত ;
তব প্রেম স্বর্গ পানে
ল'য়ে চল সর্ব্বজনে।

৩২৩

E. H. 99

ধন্য যীশু, তুমি
মানবের তরে
সহিলে অশেষ
ক্লেশ ক্রুশোপরে।

হৃদয় হইতে
করিলে বর্ষণ
পুণ্য রক্ত তব,
হে পাপহরণ!

অনন্ত জীবন,
শকতি অশেষ,
তব রক্ত হ'তে
বহে, হে দীনেশ।

ধৌত হ'লে হৃদি
যীশুর শোণিতে,
মুক্তি লভে পাপী
পাপ-ভয় হ'তে।

ধন্য চির তরে
প্রবাহ মহান্,
পাপ দণ্ড হ'তে
করে পরিত্রাণ।

দূত, সাধু, নর,
উচ্চে তুলি' তান,
শোণিত-মহিমা
কর সদা গান।

৩২৪

E. H. 106

আছে এক সবুজ পাহাড়
নগর বাহিরে,
প্রভু যথা ক্রুশ বিদ্ধ
বাঁচাতে মোদেরে।

মোদের পাপ ক্ষমা তরে,
প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
মৃত্যু তাঁর ক্রুশোপরে,
তিনি স্বর্গসেতু।

তাঁর দুঃখ ব্যথা যত
পারি না বুঝিতে,
তবু জানি তিনি হত
পাতকী তারিতে।

অসীম সে স্নেহ স্মরি'
এস অকাতরে,
সঁপি দেহ মন মোরা
তাঁরি সেবা তরে।

৩২৫

E. H. 107

যে ক্রুশে হত রাজ-রাজ,
সে অপূর্ব্ব ক্রুশ হেরে
সুখ সম্পদ তুচ্ছ গণি,
গর্ব্ব লুটায় ধূলি 'পরে।

গরব যেন করি নাকো
ক্রুশে ছাড়া আর কিছুতে,
সঁপি যেন সর্ব্বস্ব ধন
স্মরি' খ্রীষ্ট রক্তপাতে।

হস্তপদ কুক্ষি বাহি'
ঝরিছে রুধির ধারা,
প্রেমের ক্ষোভের হেন মিশ্রন
দেখে যে হই আত্মহারা।

বিশ্বভুবন দিলে কি হয়
এ প্রেমের যোগ্য প্রতিদান ?
এ প্রেম চাহে সর্ব্বস্ব মোর—
সকল বিত্ত চিত্ত পরাণ।

৩২৬

E. H. 121

নীরবে সমাধি তীরে
তমসা নামিছে ধীরে,
আর্দ্র ভূমি আঁখি নীরে।
যুদ্ধ ব্যথা তিরোহিত,
পিতৃ করে সমর্পিত,
শ্রান্ত দেহ নিদ্রাগত।

যিনি প্রভু ভূমণ্ডলে
হের তাঁরে—মৃত্যুকোলে
শৈল গুহা শয্যাতলে।
যারা ফেলে অশ্রুধারা,
শোকতপ্ত শান্তিহারা,
হেথা শান্তি পাবে তারা।

৩২৭

E. H. 477

শেষ করি আপনার কাজ
মৃত্তিকার আবরণ মাঝ
বিজন সমাধি স্থানে
পূত শ্বেত বসনে
যীশু আবরি' শরীর
লভিলা বিরাম গভীর।

মারীরা তিনে ধীরে
এল সমাধি তীরে
লয়ে গন্ধ-তৈল ভার
প্রিয় যীশুর তরে ;
এরা প্রেম ক্ষমায় যাঁর
ছিল ধন্যা সংসারে।

কাজ তাঁর হ'ল সমাপন,
শেষ আজ সংগ্রাম-বেদন,
পৃথিবীর পাপ হ'রে
মরিলেন ক্রুশোপরে ;
এবে তাঁরা আঁধারে
আসিছে দুঃখ ভরে।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

—:*:—

৩২৮

E. H. 625

হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া !

যীশু, পাপ-মৃত্যু 'পরে
লভি' জয় চির তরে,
উত্থিত কবর ছেড়ে।

মৃত্যু তব ক্রুশোপরে ;
এবে জেতা চিরতরে ;
গাহি আনন্দের স্বরে।

মৃত্যুপাশ হ'ল ছিন্ন,
কবর হইল ভিন্ন ;
ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য।

প্রভু, তব কশা-ক্ষতে
দাস সবে মৃত্যু হ'তে
হয়ে মুক্ত, গাহে গীত।

৩২৯

E. H. 626 Solesmes

হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া !

শুভ পুনরুত্থান দিনে
মাত এবে ভক্তজনে
স্বর্গরাজ গুণগানে। হাল্লেলুয়া !

পুনরুত্থান প্রাতঃকালে
নারীগণে গেলা চলে
যীশুর কবর হেরবে বলে।

দূত বসি শিলাসনে
কহে ভীতা নারীগণে
"প্রভু গেছেন গালীল পানে।"

প্রেরিতেরা ভীতচিতে
আছেন গৃহে রজনীতে,
এলেন প্রভু দেখা দিতে।

শুনি বাণী মধুময়,
"শান্তি লভ, নাহি ভয়,"
হৃষ্ট অতি শিষ্যচয়।

থোমা কিন্তু দুঃখভরে,
শুনি শুভ সমাচারে,
বিশ্বাস করিতে নারে।

হের, থোমা সবিশেষ,
হস্ত পদ কুক্ষিদেশ,
ত্যজ বৃথা দ্বিধা ক্লেশ।

হস্তপদ কুক্ষি হেরি'
কহে থোমা পদে পড়ি
"প্রভু ঈশ্বর আমারি!"

আজি এ পবিত্র দিনে
মাতরে কৃতজ্ঞ প্রাণে
মৃত্যুঞ্জয় গুণগানে।

৩৩০

E. H. Appendix 12

খ্রীষ্ট প্রভু উত্থিত,
পাপ-বন্ধন মোচিত,
স্বর্গে গাহে দূতেরা,
পুলকে আত্মহারা। হাল্লেলুয়া!

যিনি হত ক্রুশেতে
পাপীজনে বাঁচাতে,
তিনি মোদের পাস্কামেষ,
নরদেহী পরমেশ।

ক্রুশে যিনি নগ্নবেশ,
অকাতরে সহেন ক্লেশ,
স্বর্গে এবে বলি তাঁর
হরে ধরার পাপ ভার।

পাস্কা বলি খ্রীষ্ট হে,
তৃপ্ত কর ক্ষুধিতে,
কর ক্ষমা শান্তিদান,
দেহ সবে পরিত্রাণ।

৩৩১

A. M. 134

যিনি সে ক্রুশোপরে,
মরিলেন মোদের তরে,
আজ তাঁর পুনরুত্থান,
কিবা পবিত্র দিন! হাল্লেলুয়া!

করি খ্রীষ্টের স্তুতি গান,
তিনি তো করিলেন
পাপীর উদ্ধার সাধন,
ক্রুশে ত্যজি' জীবন।

তাঁহার পরাণ দান
সেধেছে মোদের ত্রাণ;
স্বরগের দূতগণ
করিছে তাঁর স্তুতি গান।

৩৩২

E. H. 612

কেবা মৃত্যু জয় করি'
উত্থিত কবর ছাড়ি'?
মরি' যীশু ক্রুশোপরে,
এবে জেতা চিরতরে।
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে।
জয়, জয়, জয়, জয়, প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয়।
কে উজল—'দেহ ধরি',
উঠিল কবর ছাড়ি'?

মগদলিনী মারীয়ার
অশ্রু মুছে, বাণী কাঁর?

লভি' কাঁর দরশন,
শিষ্য সবে হৃষ্টমন?

৩৩৩

E. H. 123

আহুত খ্রীষ্টের ভোজে,
শোভিত শ্বেত বসনে,
আনন্দে গাহিব মোরা
আজ খ্রীষ্টের বিজয় গান।

ক্রুশ রূপ বেদী 'পরে
ম'রে লভেছেন মোদের ত্রাণ;
আস্বাদি' তাঁহার রক্ত,
জীবন হয় ঈশ্বরে স্থিত।

হত খ্রীষ্ট মোদের বলি—
ঈশ্বরের মেষ শিশু,
তাঁর মাংস-রূপ শুদ্ধ রুটী
হ'ল দত্ত মোদের তরে।

তুমি হে পূর্ণ উৎসর্গ,
নরক আজ পরাজিত,
তব লোক বন্ধন মুক্ত,
পুনঃ লব্ধ জীবন-গৌরব।

হে উত্থিত, গাই তব নাম,
মৃত্যু জিনি' হ'লে সবল,
শত্রু আজি পরাজিত,
স্বরগ দুয়ার মুক্ত।

৩৩৪

E. H. 145

মেঘরথে মৃত্যুঞ্জয়ী
করেন স্বর্গে আরোহণ!
বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ
স্বর্গবাসী দূতগণ;
হাল্লেলুয়া গাহ এবে
দূত সাথে সর্ব্বজন,
রাজা তিনি শত্রু জিনি'
লভেন নিত্য সিংহাসন।

দীন বেশে যিনি ক্রুশে
করেন দেহ বিসর্জ্জন,
আমাদের এই দেহ তিনি
স্বর্গে করেন উত্তোলন:
স্বর্গে তিনি ভক্ত তরে
করেন আবাস রচনা,
দূতে গাহে হাল্লেলুয়া
হেরি হেন করুণা।

ধন্য পিতা কৃপা তব,
ধন্য পুত্রের মহিমা,
যিনি মৃত স্বর্গারূঢ়,
লব্ধ রাজ্য গরিমা,
ধন্য তুমি পুণ্য আত্মা,
ত্রিত্বে তুমি এক ঈশ্বর ;
ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে
গাবে স্তুতি নিরন্তর।

---

৩৩৫ E. H. 612

ঊর্দ্ধনেত্রে শিষ্যগণ,
হেরে কাঁর আরোহণ ?
ঈশ্বর অনাদি যিনি,
নর চিরতরে তিনি ;
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে ;
জয় জয় জয় জয় প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয়।

বসি' মেঘাসন 'পরে, পিতৃপদে অনিবার,
কেবা আশীর্ব্বাদ করে ? কেবা সঁপে রক্ত তাঁর ?

পরজাতিগণে, কাঁর স্বরগের সিংহাসনে,
রাজ্যে লভে অধিকার ? আসীন কে, পিতা সনে ?
কেবা করি' আত্মা দান
ভক্তজনে করে ত্রাণ ?

৩৩৬

E. H. 142

ত্রাতা, উঠছে, প্রবেশ
পুনঃ জীবনে স্বর্গের,
মোদের তরে ছাড়ি' যাহা,
মরিলে সহি' যাতনা।

তুমি দীপ্ত মেঘোপরে,
পদতলে তব ধরা ;
অযুত অযুত লোকে
গাহে তব জয় গান হে।

শ্রেষ্ঠ যাজক, রক্ষক,
স্বরগে করি' প্রবেশ,
শোণিত করিছ উৎসর্গ
যা' করেছে ধরা পূত।

সিদ্ধ তব বলি হ'তে,
হে প্রভু, মণ্ডলী তব
লভে পবিত্র জীবন,
লভে কত শত দান।

সকল হৃদয় হ'তে,
শুভ আরোহণ-দিনে,
পুত্র পিতা পবিত্রাত্মা,
উঠিছে তব বন্দনা।

৩৩৭

A. M. 143

ধন্য তাঁর আরোহণ দিন, হাল্লেলুয়া !
ধন্য স্বরগে গমন ;
পাপীদের তরে দত্ত
মেষরূপে বলি খ্রীষ্ট।

স্বর্গে অপূর্ব্ব বিজয়
রয়েছে তাঁর অপেক্ষায় ;
মরণ-জয়ী তাঁরে,
লও স্বর্গ বরণ করে।

প্রবেশ করি' স্বরগে,
ফিরি' নিজ সিংহাসনে,
তবু হেরেন মানবে
চির-প্রেম নয়নে।

সঁপি' পুণ্য রক্ত তাঁর
পিতৃপদে অনিবার,
রচেন ভক্তের তরে,
বাসস্থান স্বর্গপুরে !

স্বরগে আসীন তুমি,
অদৃশ্য জীবন-স্বামী'
তাই পুণ্য আত্মা দানে,
লও চিত তোমা পানে।

---

৩৩৮ E. H. 141 Grenoble

হে মহান জগত-স্বামী
গাই তব যশোগীতি ;
দূর করি' মৃত্যু-ভীতি,
লভেছ বিজয় তুমি।

কলঙ্কিত মানব যত,
তব প্রসাদে আজ পূত ;
নর-দেহে জয় তব
হেরি' দূতেরা বিস্মিত।

আরোহি' পিতার আসনে,
সকল রাজ্য লভিলে ;
দুর্ব্বলতা নাহি আর,
সকল শক্তি এবে তোমার।

সকল হৃদয় হ'তে,
শুভ আরোহণ-দিনে,
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
উঠিছে তব বন্দনা।

পবিত্র আত্মা

—:*:—

৩৩৯ E. H. 152

এস স্বর্গীয় প্রেম
নেমে এস প্রাণে,
সরস কর তব সুধা
সিঞ্চনে ;

হে শকতি দাতা
বিরাজ অন্তরে,
অনল তব উজল করুক্
আজ মোরে।

জ্বালাও হৃদয় মম
তব হুতাশনে,
পুড়ে' হোক্ ছাই মত্ত
বাসনাগণে ;
তব দিব্য আলো
প্রাণে আমার জ্বালো
ঘুচায়ে দেও হে আমার
যত কালো।

পুণ্য প্রেমে যেন
ঘিরে দেহ মন,
দীনতা হয় যেন
অন্তর ভূষণ ;
অনুতপ্ত চিতে,
দাস্য সেবা ব্রতে,
যতনে পূজিব
হৃদয়-নাথে।

৩৪০

E. H. 454

এস স্বর্গ পতি,
দেহ দিব্য শক্তি ;
সত্য আত্মন, কর আপন
দীন জনে।

তুমি জীবন কারণ,
তুমি পরশ রতন,
নাশ দ্রুত দ্বন্দ্ব যত
শান্তি দানে।

হে দিব্য কপোত,
প্রাণে এস নিত্য,
পাপ বন্ধন কর মোচন
প্রেম গুণে।

৩৪১

E. H. 155

এসহে পবিত্রাত্মা,
তব স্বর্গধাম হ'তে
ঢাল কিরণ-ধারা ;

এস পিতা দরিদ্রের
সকল ধন-দাতা,
হৃদয় করহে আলো।

পরম শান্তি দাতা,
আত্মার প্রিয় অতিথি,
তুমি শ্রান্তি-হরণ,
বিশ্রাম-কারণ হে ;
তাপিতের চির-শান্তি,
দুঃখীর তুমি সান্ত্বনা।

দেহ স্বাস্থ্য নব বল,
প্রেম দেহ শুষ্ক চিতে ;
কলঙ্ক কর ধৌত,
সুস্থ কর সব ক্ষত ;
গলায়ে পাষাণ চিতে
ল'য়ে চল সুপথে।

তুমি হে দিব্য জ্যোতিঃ,
হৃদয় কর আলো,
অন্তর কর পূর্ণ ;
তোমা বিনে সব শূন্য,
বৃথা সকল কর্ম্ম,
সকলই ত অ-পুণ্য।

সপ্ত প্রসাদ ল'য়ে
হও অবতীর্ণ এবে
ভক্ত হৃদয় 'পরে ;
দেহ পুণ্য পুরস্কার,
দেহ পরিত্রাণ আর
নিত্য স্বরগানন্দ।

৩৪২

E. H. 154

স্রষ্টা আত্মা এস নেমে
এস মোদের চিত্ত ধামে,
তব কৃপা বরিষণে
সরস কর শুষ্ক প্রাণে।

তুমি শক্তি শান্তি দাতা,
তুমি জীবন বিধাতা,
তুমি প্রেম হুতাশন,
পিতৃদত্ত সপ্তদান।

কর দেহ আলোকিত
পুণ্য প্রেমে পূর চিত,
পাপতৃষা মোহ সব
ভস্ম কর তেজে তব

দূর কর অরি যত,
শান্ত শুদ্ধ রাখ চিত;
যেন তব প্রেম বলে
ত্যজি স্বার্থ অবহেলে।

তুমি পিতা পুত্র হ'তে,
আলোকিত কর চিতে,
যেন জানি পিতা পুত্রে,
হেরি বিশ্বে প্রেম নেত্রে।

৩৪৩

E. H. 638 (3rd part)

প্রেম আলো, পুণ্য-আত্মা,
পূজিব তোমারে;
শ্রান্ত হৃদে শান্তিদাতা,
এস হে অন্তরে।

পুণ্য আত্মা, পিতা পুত্রে,
বাঁধ প্রেম-ডোরে;
ভক্তগণে প্রেম-সূত্রে
বাঁধ চির তরে।

স্বর্গে করি' আরোহণ,
তবু আত্মা-বলে
পরিত্রাতা অনুক্ষণ
ভক্ত হৃদি-তলে।

ধন্য আত্মা, তব প্রেমে
ভুবন রচিত;
পুণ্য প্রেমে, এস নেমে,
হৃষ্ট কর চিত।

তুমি সদা জেগে থাক,
শ্রান্তি নাহি জান;
সবে স্বর্গপানে ডাক
তুমি অনুক্ষণ।

নর দেহে, পুত্র-ঈশ,
অবতীর্ণ ভবে;
নর পাপে বহেন ক্রুশ
আত্মার প্রভাবে।

নাহি শুনি' তব কথা,
ছুটি' পাপ পানে,
তোমারে দিতেছি ব্যথা,
ক্ষম, ক্ষম, দীনে।

হৃদে মম জ্বাল, জ্বাল
প্রেম-বহ্নি তব ;
পাপরাশি দগ্ধ করি'
দেহ শক্তি নব।

সদা সাথে থেকে, মোরে
বাঁধ প্রেম-পাশে ;
পাপ হ'তে আন ফিরে,
শান্ত মৃদুভাষে।

পবিত্র ত্রিত্ব

—:*:—

৩৪৪

E. H. 301

অনাদি পবিত্র পিতা, ত্রাতা যীশু প্রেমময়,
শান্তিদাতা, পুণ্য আত্মা, ধন্য ত্রিত্ব পুণ্যময় ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা নীল নভঃ সুবিশাল,
নাহি ছিল যবে ধরা, আছ তুমি চিরকাল।

হে প্রভো, অনাদি, নিত্য, নাহি তব বৃদ্ধি, লয়,
তুমি এক ধ্রুব সত্য, কভু নাহি তব ক্ষয় ;
ত্রিত্ব তুমি, একা নহ, তুমি এক নাহি অন্য,
পিতা, পুত্র, আত্মা সহ, ত্রিত্ব এক, প্রেমে ধন্য।

ধন্য পিতা, তব প্রেমে সৃষ্ট বিশ্ব, জীবগণ,
পাল সবে ধরাধামে করি' কৃপা বরিষণ ;
পুত্র, নর-দেহ ধরি' দ্বিতীয় আদমরূপে,
ক্রুশ বিদ্ধ, আহা মরি! নর-পাপ-অভিশাপে।

তব প্রেম, শক্তি ল'য়ে, জীবন করিতে দান,
পুণ্য আত্মা আছে চেয়ে পাপী পানে অনুক্ষণ ;
পাপী হীন মোরা অতি, প্রভু ত্রিত্ব পুণ্যময়,
চূর্ণ কর পাপ-মতি, পূত কর এ হৃদয়।

---

৩৪৫ E. H. 169

গাই পিতার স্তুতি গৌরব,
স্তুতি গৌরব পুত্রের,
স্তুতি গৌরব পবিত্রাত্মার,
নিত্য তিন ও নিত্য এক,
তিনই অনাদি এক বস্তু ;
চিরকাল ও চিরকাল।

---

৩৪৬ E. H. 162

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান !
প্রত্যূষে তোমার উদ্দেশে করি গান !
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, কৃপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিত্ব মহীয়ান।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! যত সাধুগণ,
রাখি' কিরীট পদে, পূজে অনুক্ষণ।
কেরূবীম সেরাফীম সন্মুখে পতিত,
জানি' তোমায় অনাদি অনন্ত।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! কভু অন্ধকার
পারে না লুকাতে উজ্জ্বল কিরণ তোমার।
তুমি পবিত্র, বিদ্যমান চরাচরে ;
তব তুল্য নাহি হেরি কারে।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান
তোমার সকল সৃষ্টি করে তব নাম গান ;
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, কৃপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিত্ব মহীয়ান।

---

৩৪৭ E. H. 407

হে নিত্য, অদৃশ্য, ঈশ্বর মহান,
জ্ঞানময় পিতা, সর্ব্বশক্তিমান,
অগম্য জ্যোতিতে কর অবস্থান ;
পুণ্য ত্রিত্ব, গাহি তব গুণগান।

প্রাণময় তুমি, দেহ সবে প্রাণ,
সকলি সৃজেছ, ক্ষুদ্র কি মহান,
তব জ্ঞান-বলে মোরা জ্ঞানবান,
তোমা বিনা মোরা অসার অজ্ঞান।

হে অনন্ত, তব হৃদয় বিদরে,
ক্রুশকাঠে, আহা, কালভেরী 'পরে!
মুক্তি শক্তি দিতে হীন পাতকীরে ;
কত ভালবাস দীন পাপী নরে!

শ্রীযীশুনাম

—:*:—

৩৪৮ E. H. 405

শ্রীযীশু নাম কি সুধাময়
বিশ্বাসীর শ্রবণে!
তার দুঃখ, কষ্ট, শোক ও ভয়
না থাকে জীবনে।

সে নামে আত্মা উপশম,
ও হৃদয় শান্তি পায় ;
ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত অনুপম
সুখাদ্যে তৃপ্ত হয়।

শ্রীযীশু মম বন্ধুবর,
পালরক্ষক গুণময় ;
আচার্য্য, যাজক, রাজ্যেশ্বর,
ত্রাণকর্ত্তা দয়াময়।

শ্রীযীশু মম সর্ব্বস্ব,
মোর প্রভু, জীবনধন ;
পথ, সত্য, চির উদ্দেশ্য,
করি তাঁর সঙ্কীর্ত্তন।

তাঁর প্রেমের-বার্ত্তা ঘোষিব
এ ভবে আজীবন ;
তাঁর সাথে দুঃখ সহিব,
সেবিব শ্রীচরণ।

৩৪৯

E. H. 72

সুন্দর বড় সুন্দর
যতনের রতন,
যীশু নাম মনোহর,
নয়নের অঞ্জন!
শুনি বারে বারে
প্রিয় যীশু নাম,
পূর্ণ করিবারে
আমার মনস্কাম।

জন্ম সার্থক করি,
আনন্দ অপার!
যখন ওষ্ঠে ধরি
যীশু নাম আমার!

তখন যায় অন্তরে
অন্তর যাতনা,
ভাসি সুখ সাগরে
পাইয়া সান্ত্বনা।

যীশু হে গুণধাম,
বিপত্তি নাশন!
ভকতের প্রাণারাম,
বিশ্ব-বিনোদন!
আজি তব পায়ে
এই নিবেদন,
দেও নিরুপায়ে
তব প্রেম-ধন।

৩৫০

E. H. 37

রাজ্য জয় করে যারা
রাজা নাম লভে তারা;
যীশু নাম হল দত্ত,
নরকুল করি' মুক্ত।

কোথা আছে হেন নাম,
শক্তিপূর্ণ প্রাণারাম;
পতিতেরে করে ত্রাণ
মৃতে করে প্রাণদান।

দুঃখে যীশু সঁপি প্রাণ
সেধেছেন তব ত্রাণ,
হেলাভরে হেন দান
ক'রোনাকো প্রত্যাখ্যান।

আনন্দে নামের তরে
বহ ক্রুশ প্রেম ভরে;
যীশু তরে মৃত্যু যার
বিজয় কিরীট তার।

৩৫১ E. H. 364

হোক্ যীশু নামের সমাদর !
দূত করুক প্রণিপাত ;
স্তব কর তাঁহার নিরন্তর,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয়।

দেও মুকুট যত সাক্ষ্যময়,
হে স্বর্গের সাধুগণ,
হোক্ দায়ুদসুতের সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়।

হে সেবাব্রত দূতগণ,
তাঁর পদে নত হও,
যাঁর সৃষ্ট তোমরা সর্ব্বজন,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয়।

হে আদমবংশের মুক্ত নর !
যাঁর রক্তে পুণ্যবান,
সেই ত্রাতার কর সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়

হে প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাত,
এই বিশ্বমণ্ডলের ;
তাঁর কাছে কর জানুপাত,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয়।

সাধুদিগের পর্ব্ব

—:*:—

[ধন্যা মারীয়া কুমারী]

৩৫২ E. H. 216

ধন্যা মারীয়া কুমারী,
কিবা প্রেম কৃপা মরি !
যতনে আদরে
রচিল হৃদয়ে তব
পবিত্র ভবন নব,
যীশু-আত্মা তরে !

ঘটিল তোমার ভালে,
দূতে যাহা কোন কালে
আশা নাহি করে ;
অনন্ত ঈশ্বর যিনি,
দুরবল শিশু তিনি,
তব বক্ষ 'পরে।

হৃদে তব উথলিত
কি আনন্দ প্রেম-স্রোতঃ,
কে বলিতে পারে,
যবে আধ আধ স্বরে,
শিশু যীশু, 'মা', 'মা' ক'রে
ডাকিত তোমারে ?

পুত্রের যাতনা হেরে,
ভাসিলে গো আঁখিনীরে,
বক্ষ বিদরিল ;
কিন্তু হেন পুত্র যাঁর,
বিপদে কি করে তাঁর,
জননি গো, বল ?

হে যীশু পবিত্র ত্রাতা,
পুণ্যা, শুদ্ধা, তব মাতা
তোমার প্রসাদে ;
অধম পাতকী জনে,
শুদ্ধ ক'রে দেহে মনে,
রাখ তব পদে।

৩৫৩

E. H. 213

ধন্যা যীশু-মাতা,
সম্মান আনন্দ
তোমার অপার,
যীশু মহিমায়।

পাপ-অভিশাপে
পতিত মানবে
করিতে মোচন,
যীশুর আগমন।

তব স্তন্য দানে
ক্ষুধিত সন্তানে,
সে পুত্র ঈশ্বরে,
দিতে গো সান্ত্বনা।

সব দণ্ড সহিতে,
মোদেরে তারিতে,
তব দেহ হ'তে
হইলেন দেহী।

প্রভুর জননি,
কি আনন্দ তোমার
দেহে মনে তুমি
চিরকাল তাঁহার।

যীশুর জননি,	হে কুমারী তনয়,
লহ লহ প্রীতি,	করি পূজা আমি ;
গাহি সম্মান-গীতি	পিতা আত্মা সনে,
আমরা তোমার।	নিত্য এক তুমি।

[ধন্যা মারীয়ার শুদ্ধি]

৩৫৪

E. H. 209

তোমারি মন্দিরে	তুমি সর্ব্বাগ্রজ
এসেছ অতিথি,	এসেছ ভূতলে,
প্রণমি তোমারে	হ'য়ে রাজরাজ,
ওহে জগজ্জ্যোতিঃ,	নরদেহী হ'লে,
দীনা মাতা কোলে	দাস্য হ'তে নরে
শিশু বেশে এলে।	মুক্ত করিবারে।

যোষেফ সুমতি	হে ভুবন-আলো !
আছে তব পাশে ;	আজি এ মন্দিরে
শিমিয়োন গাহে	তব দীপ জ্বালো,
মাতি ভক্তিরসে,	নাশ অন্ধকারে,
মানব বাঞ্ছিতে	হেরি পুণ্যভাতি
বাঁধে বাহুপাশে।	করিব আরতি।

[সাধু আন্দ্রিয়]

৩৫৫

A. M. 403

ভব কোলাহল মাঝে	'পশ্চাতে মোর এস বৎস,
ধ্বনিছে যীশুর বাণী—	চল মোর কথা শুনি'।

আপ্রিয় সে বাণী শুনে
গালীল জলধি তীরে,
গৃহ কর্ম্ম আত্মজনে
ত্যজিলেন অকাতরে।

জীবনের সুখে দুঃখে,
অশান্তি কোলাহলে
বলেন যীশু, 'পাবে শান্তি
মম প্রেমে ডুবিলে'।

ধ্বনিছে সে বাণী আজো,
ডাকিছে সকল জনে—
'ত্যজি অনিত্য সংসারে
লভ অমৃত ধনে'।

ডাকেন যীশু ; প্রভু, যেন
শুনি তব আহ্বানে,
তব আজ্ঞা শিরে ধরি'
সেবি তোমায় যতনে।

[সাধু পৌল]

৩৫৬ E. H. 489

গাহি সে বিজয় গীতি—
দম্মেশক-দ্বারে
এল যবে খ্রীষ্ট-অরি
পালে নাশিবারে,
কি আলোক চমকিল,
হানিল নয়ন তার,
জলদ গম্ভীর বাণী
টুটিল হৃদয় দ্বার।

ভীষণ শার্দ্দুল এল
পালে গ্রাসিবারে,
পালক বাঁধিল তারে
দৃঢ় প্রেম ডোরে,

হ'ল সে দাসানুদাস,
দিল অকাতরে
জাতি কুল ধন মান
খ্রীষ্ট সেবা তরে।

শত্রু যদি চাহে আজ
পালে নাশিবারে,
সংসারের রক্ত আঁখি
আতঙ্ক সঞ্চারে,
জানি প্রভু চিরদিন
তুমি আছ সাথে,
শত্রু হবে তব দাস
বিজয়েরি পথে।

[প্রেরিতগণ]

৩৫৭

E. H. 175

যীশু রাজার নিত্য দান,
প্রেরিত-গৌরব করি গান,
মোরা কৃতজ্ঞ পরাণে,
তুলি কণ্ঠ তাঁর পানে।

মণ্ডলীর রাজপুত্র সব,
সংগ্রামে বিজয়ী চালক,
যোদ্ধা সব স্বরগ রাজ্যের,
ধ্রুব আলো সকল দেশের।

তাঁদের স্থির অচল
বিশ্বাস, আশা সবল ;
তাঁরা যীশু-প্রেম-বলে
নাশিল পাপাত্মা দলে।

ভাতিছে তাঁদের আত্মায়
পিতার গৌরব, পুত্রের ইচ্ছা,
উল্লসিছে পবিত্রাত্মা,
হরষিছে স্বর্গবাসী।

করি প্রার্থনা ত্রাতা হে,
তাদের সনে, দাসগণে
তুমি দেহ যুক্ত ক'রে,
অনন্তকালের তরে।

৩৫৮

ধূপের ধূমে, সাধুরা প্রেমে,
প্রার্থনা করে, মোদের তরে
তাঁদের পুণ্য প্রার্থনা শুন, পিতা গো ধন্য।

৩৫৯

A. M. 438

কে সাজাল শুভ্রবেশে
দীপ্তি আভরণে,
বসাল হেম সিংহাসনে
ভক্ত আত্মাগণে ?

দুঃখের অনলে দহি'
দীপ্ত হল তাঁরা,
খ্রীষ্টরক্ত-ধৌত বাসে
শোভিত সাধুরা।

বিজয় পতাকা হাতে
স্তুতি-গীত গানে
সেবিছে প্রভুরে সদা
হরষিত মনে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি এবে,
রৌদ্র নাহি দহে,
স্বরগ তপন তাপে
বিগলিত স্নেহে।

মেষশিশু পালক তাঁদের
নিয়ে চলেন ধীরে,
তোষেন দিব্য অন্ন দানে
জীবন নদী তীরে।

৩৬০

E. H. 465

তারকার সম তেজে অনুপম,
দাঁড়ায়ে কাহারা ঈশ্বর সদন ?
চারু দরশন, মানসমোহন,
কাঞ্চন কিরীট শিরে সুশোভন !

যীশুর সেবক ঐ সাধুগণ,
যীশু তরে ভবে করি' প্রাণপণ,
ভীষণ সংগ্রাম করি' অবিশ্রাম,
বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন।

শুভ্র বসনে হ'য়ে শোভিত,
আসন সমীপে করেন সঙ্গীত ;
অতুল কিরণ ঝলসে নয়ন !
কাহারা এ সব জান কি রে মন ?

ভবের যত যাতনা অপার,
ব্যথিত করিত প্রাণ অনিবার,
যাতনা অশেষ হয়েছে নিঃশেষ,
নাহি শোক ব্যথা নাহি ক্রন্দন।

মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন,
যবে সাধু সহ হব আসীন,
তব গুণগান যীশুকৃত ত্রাণ
সহস্র কণ্ঠে করিব কীর্ত্তন ?

৩৬১

E. H. 177

সাধু সেনাপতিগণ
যীশু নামে করি রণ
বিনাশিল শত্রুভয়,
ঘোষিল ত্রাতারি জয়।

হেরি এ বীরপণা
মোহিত সর্ব্বজনা,
উদিল আশার ভাতি,
পোহাল বিষাদ রাতি।

যে শত্রুর সহ রণে
পরাস্ত মানবগণে,
ক্রুশ-লজ্জা করি সার
নাশিল তার অহঙ্কার।

ধ্বনিবে সকল দিকে
চিরদিন লোকমুখে
সাধুর বীরত্ব কথা,
যীশুর মুক্তিবারতা।

৩৬২

E. H. 638

(১)

১ যোদ্ধৃ বেশে কেবা চলে?
প্রভু যীশু ত্রাতা!
রক্তাক্ত পতাকা তুলে?
প্রভু যীশু ত্রাতা!

২ কেবা ধীরে প্রেম-ভরে,
তিক্ত পেয় পান করে?

৩ কেবা জয় লভে ক্রুশে,
বিজয়ী রাজার বেশে?

(২)

৪ বল কাঁরা সাথে তাঁরি?
ধন্য সাধুগণে!
শুভ্রবেশে, সারি সারি?
ধন্য সাধুগণে।

৫ তাঁহারা বহিল ক্রুশে,
যীশু-প্রেমে, হেসে হেসে।

৬ তেয়াগিল হাসিমুখে
সংসারের ভোগসুখে।

৭ অত্যাচারী শত্রুজনে,
ক্ষমিল সরল মনে।

৮ পশিল সিংহের গর্ত্তে,
যীশু-প্রেমে হৃষ্টচিত্তে।

৯ বিপদে না হয়ে ভীত,
বিশ্বাসে বাঁধিল চিত।

১০ কেহ রোগ, দুঃখ ভারী,
সহিল জীবন ভরি'।

১১ তেয়াগিল ঘৃণাভরে,
পাপ-মোহ অন্ধকারে।

১২ নিজ সুখ না চাহিল,
পরদুঃখে প্রাণ দিল।

১৩ বালক, যুবক কত,
রুগ্ন, বৃদ্ধ, শত শত।

১৪ অবলা কুমারী, নারী,
দুঃখী, দীন, সারি সারি।

(৩)

১৫ সবে তাঁরা মিলে' গাহে,
জয় প্রভু যীশু জয়;
শুধু যীশু পানে চাহে;
জয়, প্রভু যীশু জয়।

১৬ অশ্রুধারা গেছে মুছি'!
পাপ দুঃখ গেছে ঘুচি'।

১৭ যীশু-প্রেমে মত্ত তাঁরা
প্রেম-গানে আত্মহারা।

১৮ সাধুর জীবন-দাতা,
পাপী-তাপী পরিত্রাতা।

১৯ রোগ শোক দুঃখানলে
পাপলিপ্সা যাক্ জ্ব'লে।

২০ সাধু সঙ্গে জীবনান্তে,
স্থান দিও পদপ্রান্তে।

[সাধু মিখায়েল ও দূতগণ]

৩৬৩

A. M. 335

ঘিরি' স্বর্গ-সিংহাসনে,
কোটী কোটী দূতগণে,
ঈশ্বর-গৌরব হেরে,
অবনত প্রেম-ভরে।

কেহ নামে ধরা 'পরে,
ল'য়ে বার্ত্তা ভক্ত তরে।
কেহ পাপ-প্রলোভনে,
করে রক্ষা ভক্তজনে।

গৌরব কিরীট শিরে,
উজল বসন প'রে
তাঁরা স্তুতি-গীত গাহে,
ঈশ্বর আদেশ বহে।

পিতা, পুত্র, আত্মা পুণ্য,
মানবে কর হে ধন্য,
সেবা-প্রেমে শুদ্ধ চিত,
স্বরগ-দূতের মত।

৩৬৪

E. H. 641

দূত, অমর গাহে আনন্দে,
তোমার মহিমা প্রেম ছন্দে ;
কোটী সাধু তব পদ বন্দে। হাল্লেলুয়া !

স্মরি তব উজল মূরতি,
করুণা প্রেমে বিনম্র অতি ;
ধন্য তুমি অগতির গতি।

তোমারে সেবিতে নহে শ্রান্ত ;
তোমারে পূজিতে নহে ক্লান্ত ;
সদা নমে তব পদ প্রান্ত।

ধন্য পুত্র, সৃজন-কারণ,
ধন্য যীশু, পাতক হরণ,
ধন্য খ্রীষ্ট অধমতারণ।

আজি মোরা দূতদল সঙ্গে,
তোমার মহিমা গা'ব রঙ্গে,
না ডরি' পাপ তরঙ্গ ভঙ্গে।

তুমি হে প্রভো পবিত্রতম,
শান্তি দেহ, নাশি' পাপ-তমঃ।
তোমারি চরণে নমোনম।

শস্যোৎসর্গ পর্ব্ব

—:*:—

৩৬৫ E. H. 292

আজি মোরা সবে মিলি
তুলিব মধুর তান,
তব তরে অর্ঘ্য বহি
গাহিব বন্দনা গান ;
প'রেছে ধরা মোহন বেশ,
ফসলে ভ'রেছে দেশ,
ঘুচিল তায় সর্ব্বজনার
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ।

তাইত আজি এ মহোৎসব ;
সাজাই তব পুরদ্বার,
ব'হে আনি ভারে ভারে
স্বর্ণ শস্য পুষ্প ভার ;

এসেছি কৃতজ্ঞ প্রাণে
লয়ে প্রীতি অঞ্জলি,
ওগো ধন জন দাতা
লহ মোদের সকলি।

আত্মার ক্ষুধা নাহি মিটে
শুধু অশন বসনে,
স্বর্গ মান্না দেহ মোদের,
ভিক্ষা মাগি চরণে ;
প্রাণে সাহস শক্তি দেহ
পাপের সহিত যুঝিতে,
জ্ঞানচক্ষু খুলুক যেন
তোমায় পারি হেরিতে।

খ্রীষ্টরাজ্য

—:*:—

৩৬৬ E. H. 553

তোমার আদেশে,
আঁধার আকাশে হ'ল আলো,
তব বাক্য যথা
নাহি জানে লোকে,
আজি প্রভু তথা দেহ আলো।

এসে ভবধামে,
বিতরিলে প্রেমে পূর্ণ আলো
করিলে বিনাশ
পাপ দুঃখ-পাশ ;
জগতে প্রকাশ তব আলো।

হে জীবনদাতা,
প্রেমময় আত্মা, পূর্ণ আলো ;
সর্ব্ব দেশ কালে
করহে আবৃত,
কৃপা-রশ্মিজালে ; দেহ আলো।

ধন্য পুণ্য ত্রিত্ব,
তব জ্ঞান, সত্য, দেহ নরে ;
জলধির সম,
তোমার অসীম
প্রেম-আলো, যেন হৃদে ধরে।

৩৬৭

E. H. 420

যীশু-রাজ্য হবে বিস্তার,
যতদূর সূর্য্যের সঞ্চার ;
দিকে দিকে হবে প্রসার,
নাশিবে পাপ তিমির-ভার।

যথায় তাঁর রাজত্ব,
বন্দী হয় বন্ধন-মুক্ত ;
শ্রান্ত পায় চির-বিশ্রাম,
দুঃস্থ জন লভে আশিস্।

সব দেশ, সব জাতি
গাবে তাঁর প্রেম গীতি ;
গেয়ে তাঁর নাম গান,
ধন্য হবে শিশুগণ।

রাজার তরে, সকলে
এস উপহার ল'য়ে,
গাহ গীত সর্ব্বজনে,
স্বর্গ দূতগণ সনে।

৩৬৮

E. H. 547

মাদ্রাজী, পাঞ্জাবিগণ, বাঙ্গালী, মারাঠী,
হিন্দু, শিখ, মুসলমান, সবে এস ছুটি' ;
শুন শুভ সমাচার,—বিশ্বপতি যিনি,
নর-দেহে অবতার, ক্রুশে হত তিনি।

তব পাপ-দুঃখ হেরে, যীশু-বক্ষ ফাটে,
ঈশ্বর, মানব তরে, বিদ্ধ ক্রুশ-কাঠে ;
থেক না নিদ্রিত আর, জাগ জাগ সবে,
পাপ মিথ্যা-অন্ধকার ত্যজি এস তবে।

যীশু, মোর প্রভু ত্রাতা, শুনহে প্রার্থনা,—
পাপ তাপে কোটী ভ্রাতা সহিছে যাতনা ;
বরিষ আত্মার দান ভারত অন্তরে,
দেহ স্বাস্থ্য, শক্তি, ত্রাণ, সকল ভ্রাতারে !

আসিবে সে দিন তবে ভারত-মাঝারে,
হিন্দু-মুসলমান যবে পূজিবে তোমারে ;
বহিবে স্বদেশে মোর প্রেম-পুণ্য-স্রোতঃ,
পাপ মিথ্যা হবে দূর, হাসিবে ভারত।

কাথলিক মণ্ডলী

—:*:—

৩৬৯ E. H. 643

চল দ্রুততালে, খ্রীষ্ট-সেনা সব,
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব ;
কর খ্রীষ্টের নামে গৌরব সংঘোষণ,
দূত, নরে মিলে, কর সঙ্কীর্ত্তন।

চল দ্রুততালে খ্রীষ্ট-সেনা সব ;
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব।

প্রবল সেনা তুল্য খ্রীষ্টের মণ্ডলী,
সাধুর পদ-চিহ্নে সকলে চলি,
কেহ পৃথক্ নহি, একাঙ্গ সকল,
একই আশা, সত্য, একই প্রেম সম্বল।

রাজ্য, সম্রাট, কিরীট কত আসে যায়,
খ্রীষ্টের মণ্ডলী সদা বৃদ্ধি পায় ;
নরক না পারে পরাজিতে তায়,
খ্রীষ্ট-অঙ্গীকার সফল তাহায়।

৩৭০

E. H. 479

উঠ খ্রীষ্ট সৈনিক,
পর হে রণ সাজ,
লহ ঈশ্ব-দত্ত শক্তি,
তিনি যে রাজ-রাজ।

যীশু পরাক্রমে
যুঝহে নির্ভয়ে,
পদতলে শত্রু দলি'
চল রাজ্য জয়ে।

খ্রীষ্ট যীশু নামে
বিনাশ শত্রুরে,
দীপ্ত ক্রুশ-অসি ল'য়ে
নাশ অন্ধকারে।

সাঙ্গ হবে যবে
যুদ্ধ মৃত্যু দিনে,
গৌরব কিরীট পাবে
অমৃত সদনে।

৩৭১

জাগ, জাগ, জাগ আজি,
খ্রীষ্ট-সেনা, নিদ্রা ত্যজি'
ধর উর্দ্ধে ক্রুশ তুলি';

ঘোষ ভারত-ভুবনে,
ক্রুশে, অভয়-পরাণে,
খ্রীষ্ট যীশু জয় বলি'।

৩৭২

E. H. 435

জীবনদাতা, হে ত্রাণের ঈশ্বর,
সকল জাতির আশা-প্রভাকর,
মণ্ডলীরে দয়া করহে সত্বর;
শকতিমান হে।

মানুষের বাহু হইলে অচল
তরাইতে পার তুমি হে কেবল,
পাপ-পঙ্ক হ'তে মণ্ডলী দুর্ব্বল
রক্ষ প্রভু হে।

তব তরী গ্রাসে তরঙ্গ ভীষণ,
শত্রু দল, বলে করে আক্রমণ,
মণ্ডলীরে তব কে করে রক্ষণ?
তুমি রাখ হে।

শত্রুরে যুঝিতে দেহ নব বল,
বিকল অন্তর করহে সবল,
ধরা মাঝে শান্তি বরিষ কেবল,
তব শান্তি হে।

৩৭৩

E. H. 48৪

মণ্ডলী এক ধন্য রাজ্য
যেথা খ্রীষ্ট নিত্য
দূত সাধু সহযোগে
করিছেন রাজত্ব।

তথা দিব্য বেদী 'পরে
নিষ্কলঙ্ক বলি
হত খ্রীষ্টে পূজা করে
সর্ব্বজাতি মিলি।

জীবন নদী বহে সেথা
মৃদু কলস্বরে,
আশা প্রেমের পুষ্প ফোটে
খ্রীষ্ট কৃপা বরে।

একই মন্ত্র সবার মুখে
'পুণ্য পুণ্য পুণ্য
স্বর্গ মর্ত্তের অধিপতি
খ্রীষ্ট তুমি ধন্য'।

ভিক্ষা মাগি তব পদে
খ্রীষ্ট দীনবন্ধু,
দেখাও সবে দয়া ক'রে
তব মুখ ইন্দু।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

--:*:--

৩৭৪

E. H. 519

ওগো দিব্যধামবাসীগণ,
পুণ্যোজ্জ্বল কিরূব সরাফগণ,
গাহ গীতি, হাল্লেলুয়া!
নিত্য ঈশ্বর সন্নিধানে
গাহ পুলকিত প্রাণে
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া।

ওগো দূতবন্দ্যা মাতা,
ওগো অতুল গৌরব যুতা,
গাহ গীতি, হাল্লেলুয়া!
অনন্ত বাক্য প্রসূতি,
দূত সাথে গাহ গীতি
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া!

বিশ্রাম মগন আত্মাগণ,
গাহ প্রবাচক ভক্তজন
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ধন্য প্রেরিত সাক্ষী জনা,
আনন্দে গাহ বন্দনা
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

এস মোরা সমস্বরে
গাহি স্তোত্র হর্ষভরে
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর বাক্য,
পুণ্য আত্মা ত্রিত্বে এক,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

৩৭৫

E. H. 470

আজি কৃতজ্ঞ অন্তরে
কর তাঁর নাম গান
কৃপা যাঁর সদা ক্ষরে,
সাধে পাতকীর ত্রাণ ;
গাহ তাঁর প্রেমগীতি,
পদে তাঁর কর নতি।

দুঃখ বিপদের দিনে
সুদৃঢ় আশ্রয় নিত্য,
দুঃখীরে অভয় দানে
কেবা বল তাঁর মত ?
উঠাও কণ্ঠ তাঁরি পানে,
মাত তাঁরি গুণ গানে।

পিতা তিনি স্নেহকোলে
করেন রক্ষা সন্তানে,
শত্রু আক্রমণকালে
রাখেন বাহু বেষ্টনে ;
ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে,
বন্দ তাঁর শ্রীচরণে।

৩৭৬

E. H. 368

জানু হবে নত, শুনে যীশু নাম,
সকলে পূজিবে যীশু গুণধাম ;
নিত্য পুত্র যিনি, প্রভু বলি তাঁয়'
পূণ্য বাক্য তিনি, অনাদি অপার।

সৃষ্টি প্রকাশিল তাঁহার আজ্ঞায়
আলোকের শিশু হ'ল দূতদল।
আকাশে উজল আলোক নিচয়,
তাঁহারি আজ্ঞায় হইল উদয়।

পাপের শকতি নাশ করিবারে,
মানবের পুত্র চিরকাল-তরে ;
মনুষ্য-স্বভাবে সদা পুণ্যময়,
মরণের পরে তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

ছড়াইয়ে জ্যোতিঃ, উত্থানের পরে
গেলা চলি' ঊর্দ্ধে মহিমার পুরে !
মনুষ্য-স্বভাবে করিয়া যতন,
উচ্চতম স্থানে করিলা স্থাপন।

প্রেম-ধ্বনি তুলি' গাহ অবিরাম,
ভক্তি, প্রেম ভরে, গাহ যীশু নাম,
হৃদে রাখ তাঁরে, যাবে দূরে পাপ
মিথ্যা যাবে চ'লে, সর্ব্ব দুঃখ তাপ।

প্রেমে পূজ তাঁরে, যিনি হে আবার
বসি মেঘ 'পরে, করিতে বিচার,
দূত সাধু সঙ্গে আসিবেন ভবে,
লইতে আদরে ভক্তদল সবে।

৩৭৭

E. H. 533

ধন্যবাদ জগদীশ,
কায়োমনে পূজি হে,
সর্ব্ব সৃষ্টি গাহে
তব গুণ রাজি হে ;
মাতৃক্রোড় হ'তে
আশিস বর্ষণে
রেখেছ সন্তানে
করুণা বেষ্টনে !

ওহে করুণাময়
নিশিদিন থাক সাথে,
আনন্দ শান্তিময়
কর জীবন পথে ;
প্রসাদে শান্তিতে
নিয়ে চল ধীরে,
রক্ষি' মন্দ হ'তে
মৃত্যু পর-পারে।

ধন্যবাদ জগদীশ
পিতা তব চরণে,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
পূজি কৃতজ্ঞ প্রাণে ;
ত্রিভুবনে পূজে
এক নিত্য ঈশ্বরে,
যিনি সমরূপে
আছেন চিরতরে।

৩৭৮

E. H. 466

ভজন পূজন মন
কর অনুক্ষণ,
মহিমা রাজার
কর রে প্রচার ;
অনাদি অনন্ত
খ্রীষ্ট জ্যোতির্ম্ময়,
সর্ব্ব প্রশংসিত
মোদেরি আশ্রয়।

আলোক পবনে
প্রেম ছুটিছে,
গিরি গগনে
কৃপা ভাতিছে ;
মোরা মূঢ়মতি,
হে নিখিল পতি,
কেমনে বর্ণিব
করুণা তব।

ধ্যান ও প্রার্থনা

—:*:—

৩৭৯

E. H. 415

ওগো কোমল-হৃদয়
যীশু প্রেমময়!
শুন, ঈশ্বর-তনয়!
সন্তানে ডাকে।

ওগো পথ সম্বল
পথ বল বল—
ভব আঁধার থেকে
দিব্য আলোকে।

করুণা-সাগর
দোষ ক্ষমা কর,
বাঁধন খুলি মোদের
স্বর্গে লও বুকে।

৩৮০

E. H. 212

খ্রীষ্ট, থাক মম সনে,
খ্রীষ্ট, দেহে, হৃদে, মনে ;
পশ্চাতে, সম্মুখে মম,
অন্তরে, বাহিরে মম,
সম্পদে, বিপদে মম,
খ্রীষ্ট সখা প্রিয়তম।
সকল মানবগণে,
খ্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে।

বাঁধি আজি ত্রিত্ব নাম,
হৃদি-পরে বর্ম্ম সম ;
দেহে, মনে, আত্মা মাঝে,
ত্রিত্ব-প্রেম যেন রাজে ;
না ডরিব শত্রুজনে,
না ডরিব প্রলোভনে,
হব জয়ী সর্ব্বকালে,
পুণ্য ত্রিত্ব নাম বলে।

৩৮১

E. H. 425

তুমি ধ্রুব আলো, সদা মোরে
নিয়ে চল ;
রজনী আঁধারে, গৃহে মোরে
নিয়ে চল।
রক্ষ মোরে, চাহিনা দেখিতে
দূরে কিবা আছে, থেক সাথে।

ডাকি নাই সদা তোমা পথে
নিয়ে যেতে ;
এবে নিয়ে চল তব সাথে,
তব পথে !
নিজ ইচ্ছা মত চলি’, এবে
লভি দুঃখ ; ক্ষম পাপ সবে।

এত আশিস্ দিয়েছ মোরে,
নিয়ে চল ;
যত শোকে দুঃখে অন্ধকারে,
নিয়ে চল ;
ঊষা হাসি উদিলে গগনে,
পাব শান্তি অনন্ত ভবনে।

৩৮২

E. H. 585

তুমি রাজ সিংহাসন কিরীট ছেড়ে
জনমিলে ধরা 'পরে,
কিন্তু বৈৎলেহমে না মিলিল
আশ্রয়, প্রভু তব তরে।

এস যীশু এ অন্তরে,
আছে স্থান তব তরে।

ঘোষিল দূতে নিশীথ রাতে
গৌরব তব গগন তলে,
তুমি এলে হায় ধরি' শিশু কায়
দীন বেশে পশুশালে।

পশু পক্ষী পায় তব করুণায়
আশ্রয় বিশ্ব ভুবনে,
তব শয্যা হায় গৃহহারা প্রায়
নির্জ্জন প্রান্তরে বনে।

মুক্তি বারতা জীবনের কথা
বিতরিলে কত ক্লেশে,
তারি পুরস্কার দারুণ প্রহার,
বধিল তোমারে ক্রুশে।

যুগের শেষে ফিরিয়া তুমি
আসিবে বিজয়ী বেশে,
সেদিন মোরে জীবন স্বামী
ডেকে নিও তব পাশে।

৩৮৩

E. H. 274

তুমি হৃদয় মন্দিরে
থাক যদি সদা, প্রভু,
অন্ধ জনে লভে আলো,
বিপথে চলে না কভু।

ওহে যীশু, জান তুমি
অন্তর-কালিমা মম;
এ দীনে শকতি দেহ,
পাপের শকতি দম।

দয়া কর রোগী জনে,
রাখ দাসে তব পদে,
রক্ষা কর দীন হীনে,
তব শান্তি দেহ হৃদে।

ওহে পুত্র পবিত্রাত্মা
পিতা পবিত্র অনন্ত,
কৃপা করি' এস হেথা,
কর সর্ব্ব পাপ অন্ত।

৩৮৪

E. H. 414

প্রাণের প্রিয় যীশু হে!
তব ক্রোড়ে দেও আশ্রয়,
যখন তুফান সম্মুখে
হইবে ভীষণ অতিশয়,
লুকাও আমায়, ত্রাতা হে!
যাবৎ না সব চলে যায়,
তোমা বিনা কেমনে
বাঁচে, বল, অসহায়?

নাহি মম আর আশ্রয়,
দিলাম তোমায় মনঃপ্রাণ,
ছেড়ো না এ দুঃসময়,
ওহে করুণা-নিধান!
মম ভার সব তোমাতে
করিতেছি সমর্পণ,
তব পক্ষচ্ছায়াতে
কর মোরে সঙ্গোপন।

তুমি খ্রীষ্ট আমার সব
যথা ইষ্ট তোমায় পাই,
তব বলে অসম্ভব
ঘটে কতই সর্ব্বদাই!
পাপে পতিত জনগণ
তব বাক্যে উত্থিত হয়,
মূর্চ্ছাপন্ন যেই জন
মহানন্দে কথা কয়।

রোগী জনে স্বাস্থ্য-দান,
অন্ধে পথ-প্রদর্শন
কর, তুমিই দয়াবান!
তুমি খঞ্জে দেও চরণ;
ন্যায় ও পুণ্য তব নাম,
আমি ভ্রান্ত পাপী জন,
তুমি সত্য, কৃপাধাম,
মিথ্যায় পূর্ণ মম মন।

৩৮৫

E. H. 554

মোর পথ যে তোমার নয়,
তাহে নাহি দুঃখ ;
ল'য়ে চল প্রভু,
যেথা চাহ নিতে।

জানি না হে পথ,
চাহি না জানিতে,
কোথা পথ প্রভু,
ব'লে দেও তুমি।

তব রাজ্যে যেতে,
তব পথ চাহি,
যেন পথ ছাড়ি'
বিপদে না পড়ি।

সম্পদে, বিপদে,
পরীক্ষা, অভাবে,
স্বাস্থ্যে কিম্বা রোগে,
রাখ যাহে চাহ।

ভর প্রাণ পাত্র
সুখে বা দুঃখে হে,
যা ইচ্ছা, যা কর
তাহে মম শুভ।

তব শুভ ইচ্ছা,
প্রভু, কর পূর্ণ,
হে মম সর্ব্বস্ব,
মম জ্ঞান, প্রাণ।

৩৮৬

E. H. 417

যীশু প্রভু ত্রাতা মম,
ঈশ্বর সর্ব্বস্ব মম,

ধন্য কর দীন হীনে
কৃপা বারি বরিষণে।

ধরেছি চরণ তরী,
পার কর হে কাণ্ডারী।

পাপ পঙ্কে মগ্ন আমি,
প্রেম কোথা পাব স্বামী ?
পুণ্যনাম-গুণ তব
কেমনে মুখেতে লব ?

মম মাঝে কি হেরিলে,
মম তরে প্রাণ দিলে !

নারকীরে নিয়ে কোলে
কিবা প্রেম প্রকাশিলে !

যীশু তব নাম গানে
র'ব রত মনে প্রাণে ;
তব পদে সকল্ দিয়ে,
নিত্য র'ব তোমার হ'য়ে।

৩৮৭

E. H. 444

লও হে কাছে তব
আরো কাছে ;
ক্রুশ দিয়ে যদি
ডাক কাছে,
তবু সদা গাব—
লও হে কাছে তব,
আরো কাছে।

যদিও আঁধারে
ঘিরে মোরে,
একাকী প্রান্তরে
রহি পড়ে',
স্বপনে তবু যে
যাব তব কাছে,
আরো কাছে।

স্বপনে হেরিব
স্বর্গসোপান,
প্রীতি ভরা সব
তব দান ;
শুনি দূত রব
যাব কাছে তব,
আরো কাছে।

৩৮৮

E. H. 583

বল গো মোরে বল পুণ্য যীশু-কথা ;
বল গো ধীরে বল যীশু-প্রেম গাথা ;
নাহিক জ্ঞান মম, নাহি যে শকতি,
নাহিক পুণ্য মম, শুধু পাপে মতি।

বল গো মোরে বল৽, পুণ্য যীশু-কথা।

বল গো ধীরে ধীরে, বল পুনঃ পুনঃ,
কেমনে প্রেম-ভরে ঈশ্বর-নন্দন,
পাপীরে তারিবারে পাপ-তাপ হ'তে,
এলেন ভবপুরে প্রেম বিলাইতে।

আমি যে কত পাপে, মজেছি জীবনে,
পাপের অভিশাপে সহি যে পরাণে ;
ওগো, তাই, বারে বারে বল দয়া ক'রে,
শুধু যে মম তরে যীশু ক্রুশোপরে।

সংসারে সদা টানে এ দীন পাপীরে,
পাপেরি প্রলোভনে ভুলি গো যীশুরে,
ওগো তাই মৃদু ভাষে মোয়ে বল বল,
যীশু যে মম পাশে জাগি' চিরকাল।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

—:*:—

৩৮৯ E. H. 316

অধমে তুমি ডেকেছ,
মোর তরে প্রাণ সঁপেছ,
শুধু তাই আমি এসেছি,
পিতার মেষ-শোবক হে !

সোহাগ করি কাছে লবে,
ক্ষমি' পাপ শাস্তি দিবে,
বিশ্বাস্ ক'রে তাই এসেছি ;
পিতার মেষ-শাবক হে !

নিগূঢ় প্রেম তরঙ্গে,
সকল বাঁধন দেছ ভেঙ্গে,
তোমারই হ'তে এসেছি ;
পিতার মেষ-শাবক হে !

৩৯০

E. H. 597

এ বারতা অবাক করে,
বিস্ময়ে শিহরে গাত্র,
বিদ্ধ ক্রুশে মম তরে
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

বুঝিব কেমনে হা রে!
এ অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব,
যে জনা চাহে না তাঁরে
তারে পেতে বাঞ্ছা এত।

দীনবেশে ভবে এসে,
অকৃতজ্ঞ পাপী তরে
শ্রমে দুঃখে কত ক্লেশে
প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে।

স্বচক্ষে হেরিতাম যদি
দীর্ণবক্ষ রক্তস্রোত,
তবু কি বুঝিতাম কভু
প্রেম তব জ্ঞানাতীত।

প্রেমহীন এ মন্দিরে
জ্বাল প্রভো প্রেম দীপ,
যেন পারি হেরিবারে
তব দিব্য প্রেমরূপ।

৩৯১

E. H. 439

বিশ্বাসরূপ নয়নে
চাই ঊর্দ্ধে যতনে
কালভেরি মেঘ!
শুনি' মোর আর্ত্তরব
দূর কর মন্দ সব,
হও তুমি হে বিভব—
নিত্য অশেষ।

কর এ শীর্ণ প্রাণ
স্বকৃপায় তেজীয়ান,
এই ভিক্ষা চাই;
তুমি যে ক্রুশে নাথ
মোর তরে বিদ্ধ হাত;
ক'রিলে প্রাণপাত,
ত্রাণ যেন পাই!

সে জন্য তোমারে
প্রেম ক'রি সাদরে,
হে প্রাণনাথ!
জ্বলন্ত প্রেমানল,
সুদৃঢ় প্রীতি, বল,
ভকতি সুবিমল
দাও দিবারাত।

আশঙ্কা-তিমিরে,
দুঃখরূপ সাগরে
ঘেরে যখন,
তখন তুমি হে নাথ
থাকিয়া আমার সাথ
দূর করো সে উৎপাত,
এই নিবেদন।

৩৯২

E. H. 481.

প্রভো, আমার এ জীবন
তোমায় করি সমর্পণ ;
দিবানিশি সর্ব্বক্ষণ
ক'রবো তব সঙ্কীর্ত্তন।

আমার হস্ত পদদ্বয়
গ্রহণ কর দয়াময় ;
তব প্রিয় কার্য্যে তা
থাক্‌বে রত সর্ব্বদা।

লহ মম কণ্ঠ-স্বর,
গা'ব স্তুতি নিরন্তর ;
লহ ওষ্ঠ, রসনা,
কর্‌বো মুক্তি ঘোষণা।

স্বর্ণ, রৌপ্য নিঃশেষে
সঁপি তোমার উদ্দেশে ;
বল ও বুদ্ধি যা আমার
কর তুমি ব্যবহার।

লহ আমার ইচ্ছা হে,
মিশুক্ তব ইচ্ছাতে ;
হৃদয় মাঝে সর্ব্বক্ষণ
কর তোমার সিংহাসন।

প্রীতি ভক্তি সমুদয়
অর্পণ করি তব পায় ;
মম দেহ, আত্মা, প্রাণ
গ্রহণ কর দয়াবান্!

সাক্ষ্য

—:*:—

৩৯৩

E. H. 490.

প্রেমের রাজা পালক মম
অফুরন্ত দয়া যাঁর,
কোন অভাব নাহি মম,
তিনি আমার আমি তাঁর।

মুক্ত ক'রে নিত্য মোরে
জীবনজলে নিয়ে যান ;
শ্যামল ক্ষেত্রে দয়া ক'রে
দিব্য অন্নে তোষেন প্রাণ।

পথহারা গেছি চ'লে
তাঁরে ছাড়ি' কত বার,
খুঁজে মোরে কাঁধে তুলে
ফিরে আনেন গৃহে তাঁর।

রহিলে নাথ তুমি সাথে,
নাহি রহে মৃত্যু ভয় ;
তব ক্রুশ চালক পথে,
পাঁচনি সান্ত্বনা দেয়।

কিবা অপরূপ মরি
তব ভোজ সুধাময়,
পানপাত্র হ'তে তব
কি অমৃত ধারা বয় !

৩৯৪

E. H. 450.

প্রভু মোদের অতীত সহায়,
আশা ভবিষ্যতের ;
দুর্দ্দিনে হে মোদের আশ্রয়,
আবাস চির কালের।

তব সিংহাসনের তলে
সিদ্ধগণ নিরাপদ ;
অসীম তব বাহু বলে
ঘুচে মোদের বিপদ।

সহস্র যুগ তব নেত্রে
ক্ষণিকের সম ;
সংক্ষিপ্ত যেমন রাত্রে
সর্ব্বশেষ যাম।

কালস্রোতে ভেসে যে যায়
মানবের কীর্ত্তি ;
স্বপনের মত মুছে যায়
তাদের যত স্মৃতি।

প্রভু মোদের অতীত সহায়
আশা ভবিষ্যতের ;
বিপদে তুমি হে রক্ষক,
আবাস চির কালের

৩৯৫

E. H. 574

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—
"হে পরিশ্রান্ত জন,
মোর 'পরে রাখি তব ভার
বিশ্রান্ত হও এখন !"

যাদৃশ ক্লান্ত, দুঃখময়
দশাতে আছিলাম ;
শ্রীযীশুর কাছে আসিয়া
সুশান্তি পাইলাম ।

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—
"তৃষ্ণার্ত্ত যে বা হও,
আসি' এ জীবন নদীতে
সুতৃপ্ত হ'য়ে যাও ।"

তৎক্ষণাৎ যাইয়া সেখানে,
পিয়িলাম জীবন-জল ;
সব তৃষ্ণা নিবারিল তায়
আর পাইলাম খ্রীষ্টে বল ।

শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
যে, "আমি জ্যোতির্ম্ময়,
যে দেখে আমায় সর্ব্বদা,
তার জীবন উজ্জ্বল হয় ।"

এ শুনি চেয়ে দেখিলাম
কি শোভা চমৎকার ;
প্রভাতী তারা, সূর্য্যরূপ
আঃ, তিনি যে আমার ।

পবিত্র বাপ্তিস্ম

—:*:—

৩৯৬

E H. 390

এস, এস, প্রিয় বৎস,
জীবন-জলে কর স্নান ;
হের মুক্ত পুণ্য-উৎস,
এস, ধৌত কর প্রাণ !

ধৌত কর অন্তঃকরণ,
বহুমূল্য শোণিতে ;
নব জন্ম কর গ্রহণ,
পুণ্য আত্মার শক্তিতে !

স্বর্গ রাজ্য পুণ্যধামে,
এস, এবে লভ স্থান,
কোটী সাধু যথা প্রেমে
গাহে খ্রীষ্ট-গুণ-গান।

হে ত্রিত্ব ঈশ্বর, তব
করুণা-ভাণ্ডার হ'তে,
দেহ প্রেম, শক্তি নব,
এ দীন দাসের চিতে।

৩৯৭

E. H. 337

কপালেতে ক্রুশ চিহ্ন
দিনু আজি এঁকে,
ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টে সেবা
ক'রবে এখন থেকে।

তাঁর লজ্জা গৌরবেরই
চিহ্ন ক্রুশে জেনো,
লজ্জা ভয়ে অস্বীকার
ক'রো না কখনো।

খ্রীষ্টের পতাকা তলে
যোদ্ধা তুমি হ'লে,
খ্রীষ্ট পদ চিহ্ন ধ'রে
যেতে হবে চলে।

এই ভাবে বিশ্বাসেতে
ধ'রে থেকো ক্রুশে,
যীশু খ্রীষ্টের বিজয় মুকুট
পাবে অবশেষে।

৩৯৮

E. H. 580

রহিব নিরাপদে
যীশু স্নেহ কোলে,
জুড়াব অশান্ত প্রাণ
প্রেম তরু তলে ;
শুন স্বর্গদূত গান
বহিছে পবনে,
স্বর্গ হ'তে সে ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে।

নিরাপদ যীশু কোলে,
না র'বে চিন্তা ভয়,
পাপের লালসা যত
অচিরে হবে লয় ;
না রবে দুঃখ দহন,
সন্দেহ আঁখি জল,
রাখি শির যীশু বুকে
লভিব শান্তি বল।

যীশু মম প্রিয়তম
আশ্রয় চিরন্তন,
মোর তরে ক্রুশে হত;
পাপ তাপ হরণ ;

সহিব তাঁরি তরে
দুঃখ অন্ধকারে,
হাসিবে স্বর্ণ ঊষা
মৃত্যু পরপারে।

হস্তার্পণ

—:*:—

৩৯৯ E. H. 341

আজি লহ চিত মম
প্রভো, তব করে,
বিপথে বিপদে যেন
না ঘুরি আঁধারে।

পুণ্য আত্মা শক্তিদাতা,
তব কৃপাগুণে
বরিষ অন্তর মাঝে
সপ্তবিধ দানে।

ক্রুশতলে নতচিতে
ক্ষমা চাহি মোরা,
ক্রুশবিদ্ধ কর পাপে,
ঢাল পুণ্যধারা।

তব স্পর্শে যেন প্রাণে
শকতি সঞ্চারে ;
পরসেবা পুণ্যকর্ম্মে
রেখো চিরতরে।

---

৪০০ E. H. 137

আমি করেছি মনন, সেবিব তোমারে,
প্রভু রক্ষ সর্ব্বক্ষণ এ দীন পাপীরে ;
তুমি যদি দেহ বল, থাক যদি সাথে,
কভু নাহি হবে ভুল, র'ব তব পথে।

কাছে পেলে তোমা ধন, হৃদে প্রেম ধরি,
সংসারে হে কদাচন আমি নাহি ডরি ;
চারিদিকে শত্রুগণ, অন্তরে বাহিরে,
সদা করে আক্রমণ ; যীশু রক্ষ মোরে।

তুমি রক্ষক আমার, শুনি' তব বাণী,
চলিতে পথে তোমার, দুঃখ নাহি গণি ;
কহ স্পষ্টতর ভাবে, তব ইচ্ছা প্রভু,
যেন মিথ্যা সুখ আশে নাহি ফিরি কভু।

প্রভু, তব অঙ্গীকার—যে চলিবে পথে,
রহিবে সে মহিমার রাজ্যে তব সাথে ;
যীশু, করেছি মনন তোমারে সেবিব,
দেহ শক্তি অনুক্ষণ তব পথে র'ব ।

পুণ্য সহভাগ

—:*:—

৪০১ Cowley 25

অনন্ত ঈশ্বর তুমি,
প্রেম-দাতা, রাজা,
মোরা তোমার প্রজা,
তুমি সবার স্বামী।

হে প্রাণের ঈশ্বর,
দীন সন্তানের
ক্ষুদ্র এই উপহার
ল'য়ে কর ধন্য হে।

পাপীজনে দিতে ত্রাণ,
দিলেন যীশু প্রাণ ;
লও মোদের উপহার,
সেই দান সনে তাঁহার।

প্রভো, কর উপস্থিত
পুত্রের শরীর শোণিত,
পবিত্রাত্মার বলে,
আজ এ মঙ্গল দিনে।

৪০২

E. H. 305

আজি গুণনিধি, তোমারে
পূজি মোরা প্রেমভরে ;
তুমি, যীশু, পবিত্র ভোজে,
এসে থাক মোদের মাঝে।

দেহ শরীর করিতে ভোজন,
তব রক্তে পাপ মোচন ;
খোল শেষে তব আবরণ
পাই যেন পূর্ণ দরশন।

৪০৩

A. M. 322

কালভেরী শ্মশানে ক্রুশোপরে
অর্পিত যে বলি চিরতরে,
সে অপূর্ব্ব সিদ্ধ নিত্য বলি
নিবেদি আজি সকলে মিলি,
চাহ পিতা খ্রীষ্ট বলি পানে
দেহ পদাশ্রয় সেই বলিগুণে।

চাহি এই বর, খ্রীষ্ট রক্ত গুণে
দয়া কর আত্ম-বন্ধু জনে,
দীন দুঃখীরে দেহ সান্ত্বনা,
বিশ্বাসী মৃতে কর করুণা,
সর্ব্ব-মন্দ হ'তে সর্ব্বক্ষণে
রক্ষ পিতা তুমি সর্ব্বজনে।

চাহ পিতা প্রসন্ন নয়নে
তারি তরে দীন পাপী পানে,
ক্ষম অপরাধ অবিশ্বাস যত,
শত পাপে কলঙ্কিত চিত,
তব পুত্র প্রায়শ্চিত্ত গুণে
ক্ষম পিতা পাতকী সন্তানে।

তব চরণে প্রভু দেহ স্থান,
কর নির্ম্মল দেহ মন প্রাণ,
দেহ সে অন্ন পবিত্র ধন্য
যাহা ক্রুশে হ'ল ভগ্ন চূর্ণ,
লভি অমৃত দূত বাঞ্ছিত
হরষে সাধিব সেবাব্রত।

৪০৪

E. H. 331

গোপন বিহারী ত্রাতা তোমারে
এবে পূজি মোরা ভক্তি ভরে,
আছ ভোজে না জানি কেমনে,
তবু বিশ্বাসে নমি চরণে।

ক্রুশে ঈশ্বররূপ ছিল গোপনে,
নর-রূপ ও হেথা আবরণে ;
দস্যু যথা মাগিল মার্জ্জনা,
মাগে তেমতি এ অধম জনা।

ক্রুশ-ক্ষত নহে নয়ন গোচর,
তবু প্রভু তুমি, তুমি ঈশ্বর ;
বিতর দীনে বিশ্বাস গভীর,
তব প্রেমে চিত্ত কর ভরপূর।

প্রভু যীশু সুপবিত্র নির্ঝর,
পূত রক্তে তব শুদ্ধ কর,
পারে তরা'তে বিন্দুমাত্র যার
এ ধরার যত পাপ তাপ ভার।

হে খ্রীষ্ট, হেথা আছ গোপনে,
মাগি এই বর তব শ্রীচরণে,
যেন সেই দিনে নিরখে নয়ন
তব মূর্তিভাতি, শান্তি সদন।

৪০৫

E. H. 503

গৌরব জ্যোতির পথে
মোরা হই আগুয়ান,
কণ্ঠে শুধু, ওহে প্রভু,
তব বন্দনা গান।

চলি মোরা সিয়োন পথে
তব শকতি গুণে,
উপনীত হব শেষে
ঈশ্বর সন্নিধানে।

বিহর নাথ নিশিদিন
ভক্ত বৃন্দের হৃদয়ে,
স্বর্গের সেবার যোগ্য কর
মর্ত্ত্যের সেবা দিয়ে।

মর্ত্ত্যবাসী মোরা আজি
স্বরগ বাসী সনে
গাহি ধন্যবাদ, স্তুতি,
বন্দনা-গীত, একমনে

৪০৬

E. H. 318

দাঁড়াও আজি বিশ্ববাসী, স্তব্ধ কম্পিত বক্ষে,
জগত্রাতা খ্রীষ্ট নামেন সবার মাঝে অলক্ষ্যে,
সংসার মদে মত্ত থাকি' যেওনা তাঁর বিপক্ষে।

স্বর্গের রাজা আসেন আজি পুণ্য গৌরবে দীপ্ত,
করিতে তোমায় স্বরগের দানেতে পরিতৃপ্ত,
ত্যজ কুবাসনা, আর থেকোনা পাপে লিপ্ত।

সাদরে এবে বরিয়া লহ ঈশ-নন্দনে,
পূজ তাঁরে সবে আজি ভক্তি পুষ্প চন্দনে,
মাতিয়া উঠিবে জগৎ তাঁরি নাম বন্দনে।

৪০৭

E. H. 313

পিতঃ, করহে গ্রহণ,
নর-পাতক-হরণ
ক্রুশে যীশুর মরণ,
মোরা করি নিবেদন;
দেহ যীশুর জীবন,
দেহ যীশু-প্রেম ধন,
তারিবারে পাতকীরে;
হে পিতঃ ক্ষম, পাতক মম।

যীশু, জীবনে তোমার,
কর জীবন সঞ্চার;
দেহ পুণ্য-আত্মা আর
হৃদে ভকত জনার;
কর, প্রভো, অধিকার
পাপী-হৃদয় অসার,
প্রেম-ডোরে, চিরতরে,
বাঁধ হে তবে, ভকত সবে!

৪০৮

E. H. 335

পিতঃ দেখ চেয়ে যত দীনজন
পদতলে তব মিলেছে এখন,
ল'য়ে খ্রীষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন,
পাতক হরণ।

পাপী ত্রাণ তরে দেহ ভগ্ন যাঁর
তাঁরি গুণে পিতঃ ক্ষম পাপ তার,
জীবিত ও মৃত সকল জনার;
শুন নিবেদন।

৪০৯

Cowley 42

পিতঃ, ধন্য করুণা ;
দিলে অধম দাসে
যেতে যীশুর পাশে ;
এক ঈশ্বর,
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিত্ব।

যীশু, ধন্য তব প্রেম ;
যাহে ধন্য দাসগণে
তব সহ মিলনে ;
এক ঈশ্বর
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিত্ব।

ধন্য পবিত্র আত্মা,
তব প্রসাদ-বলে,
যীশু আসেন ভোজে ;
এক ঈশ্বর
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিত্ব।

৪১০

A. M. 324

যীশু, প্রিয় ত্রাতা, শকতিমান হে,
করিছ নিবাস মোদের অন্তরে।

পূর্ণ হে জগত তব প্রভাতে ;
অক্ষম স্বরগ গৌরব ধরিতে।

তারা দূরতম, উজলে যথায়,
প্রভো, তুমি নিত্য বিরাজ তথায়।

জগত যাঁহারে অক্ষম ধরিতে,
বিরাজিত তিনি, শিশুদের চিতে।

যীশু, আছ এবে মোদের অন্তরে,
তব প্রসাদ বর্ষণ কর সত্বরে।

প্রেম, ভক্তি দেহ মোদের হৃদে,
সদা থাক সাথে সম্পদ-বিপদে।

৪১১

E. H. 326

যীশু, ভোজে আছ এখনে ;
অধম পাপিগণে
না দেখে তোমায় নয়নে,
জানি তব বচনে,
তুমি রয়েছ এখানে ;
পূজে তোমায় প্রেম-গুণে।

হীন মোরা, ভোজের তরে
কর যোগ্য মোদেরে,
যাইতে বেদির পাশে ;
লভিতে ভোজে তব
শুদ্ধ শোণিত শরীর ;
আন সে শুভদিনে।

তব দেহ রক্ত গ্রহণে
সুখী যারা এখানে,
তাদের কর তুমি দয়া,
তোমাতে থাকি' সদা
যেন তব দরশনে
হয় ধন্য স্বর্গধামে।

৪১২

E. H. 304

স্বর্গের রাজা তুমি হে,
তরা'তে মানবগণে
হ'লে ভবে ক্ষুদ্র নর ;
তব শরীর গ্রহণে,
লভি মোরা নব প্রাণ ;
ক্রুশের অমূল্য দান।

স্বর্গীয় দ্রাক্ষা শোণিত,
বলি সার্থক অক্ষয়,
যীশু, দেহ দাসগণে,
লভি' হবে পাপ ক্ষয় ;
ক্রুশ-ক্ষত হ'তে তব
বহে শান্তি, বল নব।

৪১৩

A. M. 319

হে জীবন-দাতা,
তব বেদী 'পরে,
রুটী দ্রাক্ষারসে
কিবা গুণ ধরে !
পুণ্য মাংস রক্তদানে,
শক্তি দেহ ভক্তগণে।

দীনে কর পূর্ণ
তব প্রেম বলে,
কর প্রভু ধন্য
তব ভক্তদলে ;
লভি' কৃপা, শক্তি নব,
হেরিব মূরতি তব।

---

৪১৪ E. H. 323

হে নিত্য পিতা,
পুণ্য বিধাতা,
প্রভো, সর্ব্বশক্তিমান,
ত্রাতারি পুণ্যে,
ক্ষম এ দীনে,
শকতি কর হে দান।

---

৪১৫ E. H. 329

লইনু যাহে পুণ্য দান
সবল কর সে হাতে,
পর সেবা পুণ্য কর্ম্মে
নিত্য রত রহিতে।

যে কর্ণে শুনিনু তব
পবিত্র প্রেমের কথা,
তাহে যেন নাহি পশে
হিংসা দ্বন্দ্ব বারতা।

উচ্চারিল যে রসনা
'পবিত্র' গীতি বন্দনা,
তাহা যেন নাহি রচে
মিথ্যা অপ্রেম ছলনা।

পীড়িত ব্যক্তির জন্য

—:*:—

৪১৬ E. H. 349

হে আরোগ্য দাতা,
রুগ্ন আর্ত্ত পানে
অপার কৃপা তব,
জানে সর্ব্বজনে;
হে যাতনা পরিচিত!
জান রোগীর ব্যথা যত।

শায়িত যে জনা,
রোগের পীড়নে,
স্পর্শ কর তারে
নিজ কৃপা গুণে;
এত ভালবাস যারে,
সুস্থ এবে কর তারে।

নাহি দৃষ্টি শক্তি,
ঘুরি অন্ধকারে ;
ওহে দিব্য দীপ্তি !

ডাকি হে কাতরে ;
হে খ্রীষ্ট, পাতকীজনে
দীপ্ত কর আলো দানে

মৃত্যু ও সমাধি

—:*:—

৪১৭

A. M. 538

মরেন যখন যীশুর লোক
আমরা কেন করি শোক ?
তাঁদের মৃত্যু, মৃত্যু নয়,
জীবনের আরম্ভ হয়।

তাঁদের যুদ্ধ হইল শেষ,
নাহিক আর দুঃখের লেশ ;
এখন তাঁরা শান্তি পান,
ত্রাতার কোলে নিদ্রা যান।

স্বয়ং যীশু মরিলেন,
যেন চির জীবন দেন ;
কোথায় গেল মৃত্যুর হুল ?
কোথায় অধোলোকের বল ?

যীশু পুনঃ আসিবেন,
তাঁহার লোকও উঠিবেন,
দেহ আত্মা তেজীয়ান,
পাইবেন নিত্য বাসস্থান।

পবিত্র প্রভুর ভোজে

৪১৮

E. H. 356

জীবনের উৎস, মারীয়া তনয়,
চিহ্নেতে অদৃশ্য আছহে নিশ্চয় ;
পূজি প্রেমভরে, করি নমস্কার,
রাখ কৃপা ক'রে চরণে তোমার।

পরলোকগত তব ভক্তগণ;
যুদ্ধ হ'তে মুক্ত, বিশ্রাম মগন ;
হ'য়েছে আহত রণে কতবার,
ভুগেছে বা কত যাতনা অপার।

তব পদতলে এই নিবেদন,
তব কৃপা বলে, মৃত ভক্তগণ
হ'য়ে শুদ্ধ চিত, প্রেম নিমগন,
যেন লভে শেষে তব দরশন।

স্বর্গ

—ঃ*ঃ—

৪১৯

A. M. 536

এক রাজ্য জানি সুখময়,
তা সাধুর শান্তি-দেশ ;
অনন্ত দীপ্তি, রাত্রি নাই,
আনন্দের নাহি শেষ !

সেখানে অক্ষয় উন্নুই-জল;
আর জীবনবায়ু বয় ;
অমৃতবৃক্ষের চারুফল,
অম্লান পুষ্প রয়।

সে রম্য দেশে যেতে চাই !
নাই অন্য ইচ্ছা আর ;
ঘোর মৃত্যু-নদী দেখ্‌তে পাই,
কিরূপে হব পার ?

হে প্রভু সংশয় কর দূর,
মোর মনের অপ্রত্যয়,
আর দেখাও রম্য সিয়োনপুর
অনন্ত দীপ্তিময়।

হে প্রভু যখন বিয়োগ হয়
মোর দেহ হ'তে প্রাণ,
তখন সে রাজ্য দীপ্তিময়
হয় যেন বাসস্থান।

পুণ্যপদ

—:*:—

৪২০ E. H. 167

তব আত্মা বরিষণে
ধন্য কর ভক্ত জনে ;
সাজাও প্রভু যাজকগণে
তব ধর্ম্ম আভরণে।

তব গৃহে তাঁরা যবে
তব বাণী বলে সবে,
হস্তধৃত তারার মত
রেখো তাঁদের শুদ্ধ পূত।

দেহ জ্ঞান ভক্তি স্নেহ,
শান্ত দৃঢ় আশা দেহ,
যেন বহে হৃদি 'পরে
তব জনে প্রেম ভরে।

রহে যেন অবিরত
প্রার্থনা সেবাতে রত,
যেন তব মেষগণে
রক্ষে সদা সযতনে।

যবে ব্রত সাঙ্গ করি'
যাবে তারা মৃত্যু তরি'
রেখো তব শ্রীচরণে—
ক্ষমি দীনে নিজগুণে।

শিশুদের গীত

—:*:—

৪২১ A. M. 337

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, আছে বন্ধু এক জন,
শিশুদের তরে যিনি সদা করেন চিন্তন ;
জগতের বন্ধু যারা, সব যদি যায় ছেড়ে,
তিনি লন কোলে তুলে, সদা করেন রক্ষণ।

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, শিশুদের শান্তি-স্থান ;
সেথা পাপ দুঃখ হ'তে পায় সবে পরিত্রাণ ;
যীশু-প্রেমে মত্ত জন, যুদ্ধ করি প্রাণপণ,
সেথা গিয়ে শ্রান্তকায় সাধুগণ শান্তি পান ।

অপরূপ রাজ্য সেথা, অপার আনন্দ তার,
যীশু দেন শিশুগণে তাঁর প্রেম সুধাধার ;
সরলতা মাখা প্রাণ, নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি কোন মনস্তাপ, দেন শুধু প্রেমভার !

সুন্দর শুভ্র বসন দেন যীশু শিশুদের,
পুণ্যময় স্বর্গপুরে, দেন সুধা আনন্দের ।
প্রভু যীশু, শিশুদের দেহ বল নব বল ;
তব পথে রাখি' স্থির, দেহ দান স্বরগের ।।

৪২২

A. M. 336

নীল নভঃ 'পরে, স্বর্গ নিকেতনে,
ঈশ্বর প্রশংসা গাহে দূতগণে ;
হাল্লেলুয়া, গাহে গীত, হরষিত ; হাল্লেলুয়া ।

শিশুগণ হেথা, প্রভু প্রেম-বাণী
গাহে সদা : মোরা তুলি গীত ধ্বনি ;
হাল্লেলুয়া, রাজা তিনি, তুলি ধ্বনি, হাল্লেলুয়া ।

প্রভু, তব সত্য দেহ শিশুগণে ;
দেহ শিক্ষা, যেন চলি তোমা সনে ;
হাল্লেলুয়া, গাহি গীত, পুলকিত, হাল্লেলুয়া ।

সত্য বাক্য তব, সবে ধরা 'পরে
দেহ প্রভু ; যেন গাহে সব নরে,
হাল্লেলুয়া, প্রেম ছন্দে ও আনন্দে, হাল্লেলুয়া ।